ধর্ম্মানুষ্ঠান।

প্রথম খণ্ড

নিত্য-কর্ত্তব্য।

শ্রীনুটুগোপাল তন্ত্ররত্ন এ, এন্, এস্, এ, কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত
ও
প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ—লালগোলা।

১৯১৪ সাল।

দক্ষিণা ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থকারের বংশ-পরিচয়।

নিজের জীবনী নিজে কি লিখিব ভাবিয়া পাই না, দেখায় মন্দ বলিয়া নহে আমার কিছু মূলধন নাই যে লিখি, তবে গর্ব্বের মধ্যে মহাপুরুষদের শোণিত ধমণীতে; জানিনা কোন পুণ্যফলে এই একমাত্র গর্ব্বের বস্তুটী প্রাপ্ত হইয়াছি, আর জানিনা কোন কর্ম্মফলে এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের বংশে এ অধম স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের কে কলঙ্কিত করিল। আমি যাহা পাইয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে বামনের চন্দ্র পাওয়া। দেব সদৃশ মহাপুরুষদের যত্নে বাল্যে লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি ইহাই আমার গৌরবের স্মৃতি! আমার ন্যায় মন্দ ভাগ্য বোধ হয় কেহই নাই, স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া যাহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং যিনি সংসারে আমার শান্তিরূপিণী ছিলেন, সহিষ্ণুতার চরমসীমা দেখাইয়া তিনিও আজ পার্থিব লোচনের অগম্য স্থানে গমন করিয়াছেন। আমার এখন স্মৃতিই মধুর, আবার আমার স্মৃতিই কষ্টদায়ক, যাহা হউক যাঁহাদের পবিত্র শোণিত বলে জীবিত আছি, তাঁহাদের পরিচয় দিবার ক্ষমতা আমার নাই তবু পুণ্যশ্লোকের উচ্চারণের ন্যায় আমি তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া যাহা আমার সামান্য বুদ্ধিতে যোগাইল তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। এ বংশে পুনরায় কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে ইহা তাঁহার কোন না কোন উপকারে আসিতে পারে ইহাই আমার আনন্দের কল্পনা।

আজকাল সংসারে সকলেই নিজ প্রতিপত্তি সম্মান নাম ইত্যাদির জন্য ব্যাকুল। এইরূপ ব্যক্তিদিগের পরিচয় সাধারণের কর্ণে আইসে কিন্তু যে মহাত্মাদিগের জীবন একটী ব্রত তাঁহারা সাধারণের অগোচরে থাকিতেই ভালবাসেন, বোধ হয় সংসারে মিশিলে, এ সংসারের আবিলতা স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া অলক্ষিতে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করতঃ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন।

মুর্শিদাবাদের সন্নিকট পলাশীর পার্শ্ববর্ত্তী মহম্মপুর গ্রামে সাধক শিরোমণি শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত বাচস্পতির জন্ম হয়। মহম্মপুর গ্রাম গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। এককালে গ্রামটীতে বহু নিষ্ঠাবাণ মহাত্মার বাস ছিল। শুনা যায় গ্রামটীতে এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল যে প্রভাতে ছাত্রদিগের পাঠ ধ্বনি ভিন্ন কিছুই শুনা যাইত না। এক্ষণে পুরাতন গ্রাম গঙ্গার পশ্চিম ধারে গিয়াছে। এই গ্রামের ভঙ্গপ্রবণ অবস্থায় মহুলার উৎপত্তি, মহুলার উন্নতির অবস্থা এখনও অনেকের স্মৃতিতে আছে কিন্তু মহম্মপুর এখন বেলডাঙ্গায় শ্মশানঘাট ভিন্ন কোন কিছুই নাই। কালের গতিতে কোন স্থান কি মত পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে। এককালে যে গ্রাম ব্রাহ্মণ বালকদিগের বেদধ্বনি ও শাস্ত্র চর্চ্চায় মুখরিত হইত আজ তাহা শববাহক-দিগের অন্তিম হরি ধ্বনিতে আলোরিত হইতেছে। যে মার্ত্ত গঙ্গা এক দিন ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যার্চ্চনা শ্রবণ করিতেন আজ তিনি কেবল অন্তিম তর্পণ বারিতে তৃপ্ত হইতেছেন।

সাধক প্রবর শ্রীকান্ত বঙ্গের বিখ্যাত নৃপতি আদিশূরের আনিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে ভট্ট নারায়ণ হইতে পঞ্চ বিংশতি পুরুষ

অধঃস্তন। ইনি সাণ্ডিল্য গোত্রিয়, সামবেদীয়, সাণ্ডিল্যাসিত দেবল প্রবর, সাম বেদান্তর্গত কুতাবি শাখা। ইনি একজন পরম নিষ্ঠাবান সাধক ও তান্ত্রিক ছিলেন। ইহাঁর বাটীতে বিখ্যাত বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডের আসন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। এখনও বহু নরনারী সাধক প্রবরের কথায় ভীত হয়। ইনি অধিকাংশ সময় জপে অতিবাহিত করিতেন। শুনা যায় ইনি শব সাধন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীর এই সকল ক্রিয়ার অনুপযোগী বিশেষতঃ লোক বহুল বিধায় ইনি প্রায় পদ্মা প্রভৃতি অন্য নদীতীরে লোক সমাগম হীন স্থানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত কারতেন। ইনি অত্যন্ত বলশালী ছিলেন কোন বিষয়ে কাহার মুখাপেক্ষী ছিলেন না। প্রাচীন অবস্থায় একস্থান হইতে অন্য স্থান গমনাগমন অসুবিধা বোধে ইনি সুন্দরা নিবাসী মহিমাচরণ রায়কে দীক্ষা দিয়া নিজ ভক্ত উত্তর সাধকরূপে সঙ্গে রাখিতেন। প্রাচীন অবস্থায় সকল স্থানেই মহিমারায় ইহার সঙ্গে থাকিতেন। জানিনা কি গুণে মহিমা রায় ইহাঁর কৃপা লাভ করেন, এই মহিমা রায়ের বংশই বর্ত্তমান লাল গোলার রাজা বাহাদুর। মহিমা রায়ের পূর্ব্ব নিবাস গাজিপুর জেলায় পালীগ্রাম। কি কারণে ইনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে সুন্দরায় বাস করেন তাহা ঠিক জানা যায় না। ইহাঁরা কৌশিক গোত্র, জমিদার ব্রাহ্মণ (ভূমিহার) ব্রাহ্মণের সকল ক্ষমতা ইহাঁদের নাই, যদিও ইহাঁদের প্রকৃত বিবরণ ঠিক জানা যায় না তথাপি বোধ হয় যে সকল ব্রাহ্মণ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন অথবা যাঁহারা নিজ তপোবলে সম্যক পারগ না হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। ইহাঁদের গোত্র

নানা প্রকারের কৌষিক, দ্রোনোয়ার, রুপোয়ার ইত্যাদি। পশ্চিমের অনেক বড় লোক এই শ্রেণী। তথায় ইহাঁরা ব্রাহ্মণকে প্রণামাদি করেন ; বহু দিনের কথা শিশু অবস্থায় আমি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সহ কাশীনরেশের নিকট যাই, সেই সময় দেখি মহারাজা রাজাসন হইতে উঠিয়া পিতৃদেবকে ও আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন ও পিতৃদেব আশীর্ব্বাদ করেন। তদ্‌পরে বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন এই সকল হইতে ধারণা যে ইহাঁরা ব্রাহ্মণের সকল ক্ষমতায় অধিকার হীন ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলেই মহিমাচরণ এ হেন সাধক প্রবরকে ইষ্টদেব পাইয়াছিলেন। ইহাঁরা চিরকাল গুরুবংশের দাসরূপে থাকিয়া সংসারে খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন। মহিমাচরণ জোত জমা দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এই বংশ এতই গুরুভক্ত যে অদ্যাপি লালগোলার কালী মন্দিরে গুরুদেব শ্রীকান্তের নামীয় শিব গুরুভক্তির নিদর্শন দেদীপ্যমান আছেন। সাধক প্রবর শ্রীকান্ত লোকালয়ে দীর্ঘ সময় কদাপি থাকিতেন, সর্ব্বদায় ইষ্ট চিন্তায় নির্জ্জনে বাস করিতেন। ইহাঁর অনেক সময় পাঠাদিতে ব্যয়িত হইত। এই সাধক শিরোমণির পুত্র পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি ন্যায়রত্ন ১০৭৩ সালে মহামপুরে জন্মগ্রহণ করেন ইনি অনেক শাস্ত্রদর্শী এমন কি পারসিক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ইহার যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দর্শনে সকলেই ইহাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির নেত্রে দর্শন করিতেন। তৎকালে নবাব আলীবর্দ্দী এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ইনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। নবাব দরবারে

ইহাকে সকলেই বুড়া পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করিত। প্রাচীন তেজস্বী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও বিদ্বান বলিয়া নবাব দরবার হইতে সাধারণে পর্য্যন্ত ইহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও মান্য করিত। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবাণী ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। মহারাণী ইহাঁর অনেক বিষয়ে পরামর্শ লইতেন। সুন্দরা গ্রাম পদ্মায় ভগ্ন হইলে ইনি মহিমা রায়ের পুত্র দলেল রায় ও রাজনাথ রায়কে লালগোলায় বাস করিতে আদেশ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার পিতার ন্যায় কঠোর তান্ত্রিক তপস্যায় অনেক সময় অতি-বাহিত করিতেন। সেই সময় পদ্মা বর্ত্তমান লালগোলায় পূর্ব্ব দিকস্থ ভৈরব (দামুষ) নাম্না খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। শুনা যায় এইস্থানে অনেক সময় তিনি থাকিতেন। লালগোলা বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর সব ডিভিসান মধ্যে লালগোলা থানার এলাকাধীন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ১৮ মাইল ও লালগোলা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১ মাইল মধ্যে অবস্থিত। গত সেন্সাস্ কালে ইহার লোক সংখ্যা ২৩৯৮ হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুরুষ ১২৮২ ও স্ত্রীলোক ১১১৬। ইহার মধ্যে শ্রীমন্তপুর সুদর্শনগঞ্জ, গাবতলা, বোরবুলা, চাওয়া পাড়া, পাহারপুর শিকারপুর প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগ আছে। পূর্ব্বকালে এ স্থানটী অতি মনোহর ছিল। দুইদিকে প্রবাহিত নদী, বন উপবন, সুন্দর সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্যের আকর ছিল। জন কোলাহল পূর্ণ মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে স্থানটী যে স্পৃহনীয় না হইবে কে বলিতে পারে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আদেশে তদীয় শিষ্যদ্বয় দলেল রায় ও রাজনাথ রায় লালগোলায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করতঃ বাস করিতে আরম্ভ করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে সুন্দরা হইতে

আনয়ন করাইয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন লালগোলায় অধিকাংশ ইহাদের স্বজাতি জমিদার (ভূমিহার) ব্রাহ্মণ। দলেল রায়ের দৈহিক শক্তি ও তেজস্বীতা দর্শনে তাঁহার গুরুদেব ন্যায়-রত্ন মহাশয় তাঁহাকে মহারাণী ভবানীর নিকট লইয়া যান। পশ্চিমদেশীয় বলবান বলিয়া মহারাণী ইহাকে নিজ সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মহারাণী ভবাণীর নিকট কর্ম্মই ইহার উন্নতির সোপান। নানা প্রকার কার্য্যের দ্বারা মহারাণীর সন্তোষ উৎপাদন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহাঁরা উভয় ভ্রাতায় পশ্চিম নিজ আদিম দেশ পালী যাইয়া বিবাহ করিয়া এথায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। মহারাণী ভবানীর অর্থে ধনশালী হইয়া দলেল রায় জমিদারী ক্রয় আরম্ভ করেন। দলেল রায়ের পুত্র শ্যাম সিং রায় ও রাজনাথ রায়ের ২ পুত্র নীলকণ্ঠ রায় ও গুরু প্রসাদ রায়। ন্যায় রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য এতদূর ব্যাপ্ত ছিল যে কালীঘাটের সাধক লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্মচারীর প্রপৌত্র রাম কান্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ১১৫২ সালে মহুমপুরে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্মীকান্ত ব্রহ্মচারী কালীঘাটে আসিয়া কালীক্ষেত্র প্রকাশ করেন। এই লক্ষীকান্তের শিষ্যে চণ্ডীবর চট্টোপাধ্যায়ের বংশ বর্ত্তমান কালীঘাটের হালদার মহাশয়েরা। লক্ষীকান্ত বাখর গঞ্জ জেলায় বাকপুর নামক স্থানের সিমালই বংশোদ্ভব ছিলেন (মিশ্রগ্রন্থ) ইনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া মেদিনীপুর জেলাস্থ বর্গ ভীমা নামক স্থানে তপস্যা করণান্তর সিদ্ধ হন। ইহার পুত্র রামরাম, তদীয় পুত্র রামকান্ত। ন্যায়রত্ন মহাশয় দীর্ঘদেহী ও বলশালী ছিলেন ইনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার অনুমতি ব্যতিত সামান্য কার্য্যও করিতেন না।

ইহার মাতৃভক্তির উপন্যাস বৎ অনেক ঘটনা পরিবার মধ্যে শুনা যায়। দলেল রায় নানা উপায়ে নিজ সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। লালগোলায় বর্ত্তমান রাজবংশের প্রকৃত ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেন। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের প্রধান সম্পত্তি মশিদা পরগণা সেই সময়েই হস্তগত হয়। এই পরগণা হস্তগত সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ শুনা যায়। এক্ষণ তক তথাকার যাবতীয় কাগজে বামোর্দ্ধে শ্রীদুর্গা স্বাক্ষরের পর স্বাক্ষর হয় এবং এ যাবৎ ঐ সম্পত্তি স্ত্রীলোকের নামে ছিল। দলেল রায়ের পুত্র শ্যাম সিং রায়ের কান্দির নিকটবর্ত্তী জমুয়া গ্রামে বিবাহ হয়। ইনি রাণী তারিণী বলিয়া খ্যাত।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ১১৬৩ সালে সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে জীবনলীলা বিসর্জ্জন করেন। শুনা যায় তিনি নিজে পদব্রজে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য ১১৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতামহের ন্যায় উগ্রতপা ও সাধক ছিলেন। জীবনের তিনি অধিকাংশ সময় তপস্যায় নিরত থাকিতেন। জন সমাগম ও জন সংঘের মধ্যে তিনি থাকিতে আদৌ ভাল বাসিতেন না। ইঁহার নিষ্ঠা ও ভগবৎ প্রেম দর্শন করিয়া কামাখ্যায় মহারাজা তাঁহাকে বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন না কিন্তু যে সময় জীবিত ছিলেন তাহার অধিকাংশই কামাখ্যা পীঠে যাপন করেন। দলেল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বর্ত্তমান লালগোলার রাজা বাহাদুরের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নীলকণ্ঠ রায় ও প্রপিতামহ আত্মারাম রায় এবং পুত্র শ্যাম সিং

রায় ইহার শিষ্য ছিলেন। কালীঘাটের নন্দ কিশোর ভট্টাচার্য্য ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গুরুদেবের সহায়তায় নীলকণ্ঠ রায়ের নবাব দরবারের সুবেদার অরুণ সিংহের কন্যার সহিত বিবাহ হয় এবং অরুণ সিংহের অভাবে ঐ কার্য্য তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আত্মারাম রায়ও নবাব দরবারে কার্য্য করেন। বোধ হয় এই সময় এই কার্য্যের রাও পদবী প্রাপ্ত হন। রাজমহল হইতে রামপুর বোয়ালীয়া পর্য্যন্ত নৌ দস্যুভয় নিবারণের ভার ইহাঁদের উপর অর্পিত ছিল। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের পিতাই সর্ব্ব প্রথমে নবাব নাজিম দরবারে বসিবার আসন প্রাপ্ত হন।

কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্যের তিন পুত্র তন্মধ্যে মধ্যম পার্ব্বতিচরণ তর্কসিদ্ধান্ত ১১৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য ১১৭৮ সালে সমাধি অবস্থায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। ইহার সাধ্বী পত্নী অভয়া দেবী সহমৃতা গমন করেন। অদ্যাপি মধ্যম পুরের নিকট প্রাচীনারা সতীর ঘাট বলিয়া থাকেন মধ্যম পুত্র ৺ পার্ব্বতীচরণ প্রথমে শিষ্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লালগোলায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। অদ্যাপি রাজা বাহাদুরের কালী-বাটীতে শ্রীকান্তেশ্বর শিবের পার্শ্বে রঘুপতিশ্বর ও কাশীকান্তেশ্বর নামীয় মহাদেব গুরুভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। হায়! আজ সে গুরুভক্তি কোথায়? যে গুরুভক্তির দৃষ্টান্তে একলব্য অদ্যাপি হিন্দুর সমাজে আদরণীয় যে গুরু দক্ষিণার জন্য জীবনপাত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না। শাস্ত্রে যাঁহার আসন নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া সহস্রদল কমলোপরি স্থাপন করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই, যাহার মুখের বাক্য বেদ

অপেক্ষাও গুরুতর। আজ কাল প্রভাবে সেই গুরুর আসন কোথায়? আমরা ক্রমে আর্য্য শোণিত হীন হইতেছি। আজ কাল আর্থিক সুখই আমাদের সুখ। অবিনশ্বর সুখের প্রতি লক্ষ্যই নাই। আজকাল গুরু পুরোহিত রাজ অঙ্গ অর্থাৎ জৌলস হাতি ঘোড়া যেমত থাকে তেমতি পূর্ব্ব পুরুষেরা করিয়া গিয়াছেন, তাড়াইয়া দিলে নিন্দা হয়, অনুগ্রহোপজিবী হইয়া থাক, কালের কি মাহাত্ম্য। কাল অনুযায়ী যাহা কিছু কঠোর তাহাই সহজ সাধ্য হইয়াছে। জানি না এ সংসারে গুরুপদ বাচা হওয়ার অপেক্ষা কঠোরতম পদ কিছু আছে কি না।

পার্ব্বতীচরণ তর্কসিদ্ধান্ত ১১৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন হয়েন। এই সময় তাহার জ্যেষ্ঠের বয়স আট বৎসর, তৎকালে ইহারা গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই পার্ব্বতী চরণের বিদ্যা-শিক্ষা স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সেই সময় মহুলা পণ্ডিত গণের স্থান ছিল। ১২ দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাশিক্ষা জন্য মহুলায় উপস্থিত হন। তৎকালে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিস্বার্থ বিদ্যাদানে বহুদূর হইতে শিক্ষার্থী সকল উপস্থিত হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। এই সকল পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ নিজ ব্যয়ে অকাতরে বহু ছাত্রকে নিজগৃহে রাখিয়া বিদ্যাদান করিতেন। মহুলার এই সকল পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে চিরঞ্জীব বাগীশ প্রধান বহু শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বালক পার্ব্বতী ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অধ্যয়ন স্পৃহা বিবৃত করেন। অল্প সময় মধ্যে বালকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সতত্যায় ও তেজস্বীতায় বাগীশ মহাশয় মুগ্ধ হইয়া পার্ব্বতীকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে আরম্ভ

করেন ও বিশেষ যত্ন করিয়া অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন। এই স্থানে ৮ আট বৎসর অবস্থান করিয়া ব্যাকরণ স্মৃতি ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এই সময় কার্য্য ঘটনায় পার্ব্বতীচরণের প্রতিভার বিকাশ হয়। বালককে গ্রামবাসী সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন। স্নানের সময় পার্ব্বতী চরণ প্রত্যহ রাজকৃষ্ট দাস নামক জনৈক মুদির দোকানে উপস্থিত হইয়া তৈল মাখিতেন। একদিন ঘটনাক্রমে পার্ব্বতির উপস্থিতিকালে জনৈক পরমহংস তথায় উপস্থিত হইয়া বাগীশ মহাশয়ের বাটীর রাস্তা জিজ্ঞাসা করেন। উক্ত দাস বাগীশ মহাশয়ের বাটীর রাস্তা দেখাইয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দেয়। কথা প্রসঙ্গে পার্ব্বতী চরণ জানিতে পারেন যে উক্ত পরমহংস বাগীশ মহাশয়ের সহিত বেদান্তর বিচার করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। পার্ব্বতী চরণ প্রকাশ করেন যে, "বাগীশ মহাশয় আমার শিক্ষাগুরু, তাঁহার সহিত বিচারের পূর্ব্বে আমাকে শাস্ত্র আলোচনায় ন্যুন করুন। কিন্তু আমি পূর্ব্ব পক্ষ হইব না, আপনি পূর্ব্বপক্ষ হউন, অধিক কি যদি আপনাকে উত্তর দিয়া সন্তোষ করাইতে আমাকে আপনার দিকে মুখ প্রদর্শন করিতে হয় তাহা হইলেই আমি ন্যুন।" এই বলিয়া তিনি পরমহংসের প্রতি পশ্চাৎ হইয়া উপবিষ্ট হন। ইহাতে পরমহংস লজ্জিত হইয়া পূর্ব্ব পক্ষ হইয়া বেদান্তের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে অপরাপর টোলের ছাত্র-মণ্ডলী আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। এদিকে বেলা অপরাহ্ন। বালক পার্ব্বতীর স্নানাহার তখন পর্য্যন্ত হয় নাই। বাগীশ মহাশয় আহ্নিক সমাপন্তে তাঁহার স্নেহের পার্ব্বতির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অন্যান্য ছাত্রের নিকট সকল অবস্থা জ্ঞাত হইলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ দোকানে উপস্থিত হইলেন। বাগীশ মহাশয়কে দেখিয়া পার্ব্বতীচরণ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরমহংস আগন্তুককে ইপ্সিত বাগীশ মহাশয় জ্ঞানে বলিলেন যে, "অদ্য আমি দাম্ভিকতা সহকারে আপনার সহিত বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার এই বালক ছাত্রের নিকট আহ্লাদ সহকারে ন্যূনতা স্বীকার করিলাম। এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃঢ়তা ও মিষ্টভাষী বালক আমার দৃষ্টিপথে এতক উপস্থিত হয় নাই।" প্রাচীন বাগীশ মহাশয় আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বালককে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন, "বাবা পার্ব্বতি তোমা হইতে আমার মুখ উজ্জ্বল হইল," এবং সকলকে সঙ্গে করিয়া বাটী আসিলেন। পরমহংস বালকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঐ দিন হইতে বিশেষ যত্নসহকারে তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। মহুলায় আরো ২ দুই বৎসর অবস্থান করিয়া পাঠ সমাপন জন্য পার্ব্বতিচরণ নবদ্বীপে গমন করেন। তথায় ৫ পাঁচ বৎসর ন্যায় পাঠ করিয়া পাঠ সমাপনান্তে নিজ বাসস্থান মহমপুরে প্রত্যাগত হন। এই সময় তাঁহার বয়ক্রম ২৭ সাতাইশ বৎসর। ইতিমধ্যে তাহার জ্যেষ্ঠ জগন্মোহন ভট্টাচার্য্য মাতুলালয় আরবপুরে যাইয়া বিবাহাদি করিয়া বাস করিতে থাকেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবনাথ মহমপুরেই পৈত্রিক বাটীতে কয়েকটী ব্যাকরণের ছাত্র লইয়া অধ্যাপনা করিতেছিলেন। পার্ব্বতিচরণ বাটী প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্বস্থলির রামেশ্বর চূড়ামণির কন্যা শ্রীমতী গৌরমণি দেবীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে ১২১২ সালে হরসুন্দরী ও ১২১৪ সালে শ্যামাসুন্দরী ২ দুই কন্যা ভূমিষ্ট হয়। কনিষ্ঠা কন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন।

তিনি মহম্মপুরে প্রত্যাগত হইলেই লালাগোলার বর্ত্তমান রাজা-বাহাদুরের পিতামহ রাও রামশঙ্কর রায় সস্ত্রীক ও দলেন রায়ের পৌত্র দেবীপ্রসাদ বাবু ও গুরুপ্রসাদ বাবু সস্ত্রীক যাইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ইঁহারা গুরুদেবকে লালগোলা আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করেন। এই সময় মহম্মপুর গ্রামও অবনতি অবস্থায় অগ্রসর হইতে থাকে। প্রথম হইতে রামশঙ্করের প্রতি পার্ব্বতিচরণের যথেষ্ট অনুরাগ দৃষ্ট হয়। নিত্য গুরু দর্শন মহা ভাগ্যের বিষয় এই সকল আলোচনা করিয়া ইহাঁরা গুরু দেবকে লালগোলায় বসবাস করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন।

তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার হস্তের বিশাল বর্ম্ম ও তরবারি সযত্নে রক্ষিত হইয়া তাঁহার বলবত্তার প্রমাণ দেখাইতেছে। নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া অবশেষে ১২১২ সালে লালগোলায় তিনি বাস করিতে কৃতনিশ্চয় করেণ। পৈত্রিক নিদর্শনস্বরূপ মহারাণী ভবানির দত্বা সামান্ত ব্রহ্মত্তর ও অস্থাবরের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন পুথি ও তাঁহার নিজ বর্ম্ম ও তরবারি এবং দুর্গা প্রতিমার পাট ও অপরাজিতা তিনি গ্রহণ করিয়া বক্রী সমুদায় স্থাবর অস্থাবর ভ্রাতাদিগকে দিয়া আইসেন। অদ্যাপি তাঁহার আনীত পাটে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। সন ১২১২ সালের ২২ চৈত্র তিনি সর্ব্বপ্রথমে লালগোলায় উপস্থিত হন। রাও রামশঙ্কর ও দেবীপ্রসাদ বাবুর দত্তক রামসুন্দর রায় প্রভৃতি সকলে মহা সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করেণ। তৎকালীন রঘুনাথ বাটীতে তাঁহার বাসস্থান স্থির হয়। রাও রামশঙ্করের প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া গুরুমন্দির দর্শন হয়

এই ইচ্ছায় বর্ত্তমান স্থান মনোনীত হয়। ১২১৩ সালের ১লা বৈশাখ কৃষ্টপুরনিবাসী ৺ রামানন্দ বাবু তাঁহার শ্রীমন্তপুরস্থ সম্পত্তিতে বর্ত্তমান বাসস্থান নির্দ্দেশে ২/ দুই বিঘা নিস্কর ভূমি দান করেন। রাও সাহেবের আদেশ ক্রমে কাঁচা বাটী প্রস্তুত হয়। ১২১৩ সালের ২রা বৈশাখ রামসুন্দর বাবু তাহার পিতার স্বর্গার্থে ২৫১ দুই শত একান্ন টাকা মশিদা সম্পত্তির ভোগকারীকে দিতে হইবে এই মত সনন্দ দেন। অদ্যাপি সেই সনন্দ অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির মালিকেরা অংশ মত টাকা দিয়া থাকেন। বাটী প্রস্তুত হইলে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ১২১৩ সালের আষাঢ় মাসের ৫ই তারিখে পত্নী গৌরমণি দেবী ও প্রথমা কন্যা আনয়ণ করেন। যে দিন তাঁহার পত্নী কন্যা লইয়া লালগোলায় বাসভবনে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন ঐ দিন স্বহস্তে তিনি একটী জুঁইবৃক্ষ রোপণ করেন। অদ্যাপি সেই জুঁই বৃক্ষ পবিত্রভাবে তাঁহার বংশাবলির দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। হায়! এই জুঁই বৃক্ষ ১২১৩ সাল হইতে এই শতাব্দী ধরিয়া এই পরিবারের শুভাশুভ ঘটনা অবিচলিত নেত্রে লক্ষ্য করিতেছে। যেন বিশ্বনিয়ন্তা এই পরিবারের পাপ পুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান জন্য তাহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। স্থির, অবিচল, নির্ব্বাক অবস্থায় স্বভাবের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া সে যে এই পরিবারের কি দেখিতেছে তাহা ভগবানই জানেন। কালের কত কঠোর আঘাত এই নির্ব্বাক জীব সহ্য করিয়াছে এবং জানিনা আরো কত দিন সহ্য করিবে। এই পরিবারের কত উৎসবের আনন্দধ্বনি, আবার কত মৃত্যুর হাহাকার, কত উৎসবের আলোকমালা আবার কত বিভীষিকাময়ী রজনী ইহার ন্যায় কে দেখিয়াছে? যেন এই পরিবারের সমবেদনা ও সম দুঃখীর

ন্যায় সে সমুদায় পরিবারবর্গের সহিত সমভাগী হইয়া ভোগ করিতেছে ! এ পরিবারের এমন সাক্ষী আর কেহ নাই।

আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, পৈত্রিক সম্পত্তি ও বাসস্থান ত্যাগ করিয়া একমাত্র রামশঙ্করের শ্রদ্ধা ভক্তির উপর নির্ভর করিয়া তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় লালগোলায় বাস করেন। ব্রাহ্মণের সরলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহা অপেক্ষা কি হইতে পারে ? এই রামশঙ্করের ভবিষ্যত বংশ কি হইতে পারে অথবা রামশঙ্করই যদি কোনরূপ ভিন্নমতি হয় তখন যে তাঁহার বা তাঁহার বংশাবলির অপমানের ইয়ত্তা থাকিবে না। নিশ্চত বস্তু ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের আশ্রয় বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে। ইহা কেবল তাঁহার সরলতাও রামশঙ্করের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার ও পুত্রবৎ স্নেহের পরিচায়ক ভিন্ন কিছুই নহে। ১২১৮ সালের ৩রা মাঘ তারিখে গুরুপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়কে ৫৷৷১ জমি নিষ্কর দান করেন। এই প্রথম নিষ্কর ভূমি প্রাপ্তি। অদ্যাপি ইঁহার বংশধরেরা এই নিষ্কর ভোগ করিতেছেন।

এই সময় ৺রামসুন্দর রায়ের বিধবা পত্নী রাণী সরস্বতীর সহিত বৈষয়িক নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়। ইঁহাদের বংশাবলি দৃষ্ট করিলেই বুঝা যায় যে রামশঙ্কর কি প্রকার বুদ্ধিমান ও চতুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তখন সদর দেওয়ানী আদালত কালকাতায় ছিল। মোকর্দ্দমা গুরুতর ভাবেই হইতেছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিতে হইলে রাও সাহেবের বৈষয়িক ইতিহাস লিখিত হয়। যাহা হউক, এই মোকর্দ্দমার উপরই রাও রামশঙ্করের ঐশ্বর্য্য নির্ভর করিতেছে রাও রামশঙ্কর নিতান্ত কাতর হইয়া পরিলেন তাঁহার এই কাতরতা দেখিয়া গুরুদেব

চিন্তিত হইলেন। অবশেষে রাণী সরস্বতীকে অনুরোধ করাইয়া সম্পত্তি কট ॥৶০ দশ আনা ।৶০ ছয় আনা করিয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত! এক পক্ষ গুরুর প্রতি প্রগাঢ় দাঢ্য, যে বিষয় লোভে মানব সহস্র সহস্র নরহত্যা করিতেও ইতঃস্তত করে না এক গুরুদেবের আদেশে অম্লান বদনে তাহা ত্যাগ! কি আশ্চর্য্য গুরুভক্তি! আবার রামশঙ্করের প্রতি গুরুদেবের কি দাঢ্য স্নেহ! কি উপায়ে রামশঙ্করের উন্নতি ইহাই যেন গুরুদেবের সর্ব্বদা ইষ্ট প্রার্থনা। গুরুদেবের এ অনুকম্পা না পাইলে আজ হয়ত ইহার অন্যরূপ হইত। হায় কালে সে সরলতা, সে পবিত্রতা কোথায় গেল! রামশঙ্করের উন্নতির মূল কারণ গুরুদেব ইহা রামশঙ্কর নানাপ্রকারে স্বীকার করিতেন।

১২২৪ সালে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁহার হরসুন্দরী ও শ্যামা-সুন্দরী নামিকা ২ দুই কন্যার চুমরিগাছা নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য দুই ভ্রাতার সহিত বিবাহ দেন। কিছু দিন পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা হরসুন্দরী বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে থাকেন। ১২২৩ সালেই তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের বর্ত্তমান সমসের-পুর নিবাসী গদাধর সান্যালের প্রথমা কন্যার সহিত বিবাহ হয়। ১২২৫ সালে প্রথমা কন্যা ভবসুন্দরী ১২২৭ সালে দ্বিতীয়া কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী ও ১২২৯ সালে পুত্র শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের এই সময় রাজধানীর প্রাপ্য ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। প্রত্যহ রামশঙ্করের বাটী হইতে আহার্য্য আসিত এমন কি প্রত্যহ /১ একসের দুগ্ধ বহুদিবস পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। প্রতি রাত্রে কালীবাটী ও রঘুনাথ বাটী হইতে ৩২ খানা লুচির ব্যবস্থা অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা পাইয়া থাকেন। সিধা

১২৯০ সালে ও দুগ্ধ ১৩০৮ সালে বন্ধ হয়। ১২৩৩ সালে অগ্নি-দাহে সমুদায় বাটী নষ্ট হইয়া যায়, এমতে রাও সাহেব নিজ গুরুদেবের মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। বর্ত্তমান বাটীর অধিকাংশ ১২৩৩ সালে নির্ম্মিত, স্থানের অপ্রতুলতা বিবেচনায় কৃষ্টপুরনিবাসী শ্যামানন্দ রায় ১২৩৩ সালে ৫ই মাঘ তারিখে সনন্দ দ্বারা ২/ দুই বিঘা জমি নিষ্কর বাস জন্য দান করেন। ইহাঁরই পিতা পূর্ব্বে ২/ দুই বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা অতি সম্মানিত ও প্রাচীন বংশ। এককালে ইঁহাদের যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য ছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে সে সকল অন্তর্হিত। এখনও এতদ্দেশের সকলে ইঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। শ্যামানন্দ বাবুর পুত্র কুঞ্জমোহন রায় অতি অমায়িক ও উচ্চদরের সামাজিক মহাশয় ব্যক্তি। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পৌত্র কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত ইহার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। বাল্যে ও যৌবনের অধিকাংশ সময় ইঁহারা একত্রে যাপন করিয়াছেন। রামানন্দ বাবু ও শ্যামানন্দ বাবুর ভূমির দান হইতে বুঝা যায় যে, ইঁহারা এই বংশকে বিশেষ শ্রদ্ধার নেত্রে দেখিতেন। যাঁহারা কুঞ্জমোহন বাবুর ব্যবহার দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা চাক্ষুষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বর্ত্তমান কুঞ্জমোহন বাবুর জামাতা কুলদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আছেন, তিনি সদালাপি ও হৃদয়বান। ১২৩১ সালের ১১ই ফাল্গুন ১২৩৬ সালের ২৫এ ফাল্গুন ও ১২৪০ সালের ২রা আশ্বিন রাও সাহেবের মাতা পুরশ্চরণ করিয়া তিনটী আম বাগান দান করেন। ১১৪০ সালে শ্যামাসুন্দরী বিধবা হন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় দৌহিত্রদ্বয়কে আনয়ন করিয়া নিজ বাটীর সন্নিকটে ।৪ নয় কাঠা জমি দান করিয়া বাস করান এবং রাও

সাহেব এই পরিবারের জন্য মাসিক ২৲ টাকা বৃত্তি দান করেন। তাঁহারা বহুকালাবধি ইহা ভোগ করিয়াছেন, অদ্যাপি এই বংশ লালগোলায় বাস করিতেছে। দুলাদেবী রাণী সরস্বতী ও রাও সাহেব ক্রমশঃ বহু নিস্কর ইষ্টদেবকে দান করেন। রাও সাহেব প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেন। প্রত্যহ গুরু দর্শন তাঁহার চরণোদক পান ও প্রসাদ ভক্ষণ তাঁহার নিয়মিত কর্ত্তব্য ছিল। আধ্যাত্মিক বৈষয়িক সকল বিষয়ে গুরুর উপদেশ তিনি আগ্রহ সহকারে লইতেন। আমার গুরুর কিসে সন্তুষ্টভাবে দিনপাত হয় তজ্জন্য তিনি তাঁহার সম্পত্তি মধ্যে বহুতর নিস্কর দান করেন। ১২৩৬ সালে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাহার দ্বিতীয় পক্ষের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ মহুলা নিবাসী নবকুমার সান্যাল ও ব্রজমোহন সান্যালের সহিত দেন। এই কন্যার বংশেই রায় রামব্রহ্ম সান্যাল বাহাদুর ছিলেন। অদ্যাপি এই বংশ বিদ্যমান আছে। ১২৪৪ সালে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত মহুলা নিবাসী রামধন চূড়ামণির প্রথমা কন্যা মধুসুন্দরী দেবীর সহিত বিবাহ দেন। চূড়ামণি মহাশয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। অদ্যাপি এতদ্দেশে সকলে ঐ বংশকে পাঁজিকার ভট্টাচার্য্য বলিয়া আখ্যা দেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহুলার হস্তলিখিত পঞ্জিকার আদর যথেষ্ট ছিল। চূড়ামণি মহাশয়ের পৌত্র বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য গত ২ বৎসর হইল অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় সরল ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সরলতা ও পর দুঃখে কাতরতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনেকগুলি ছাত্র লাল-

গোলা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট আসিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। কয়েকটি দণ্ডি এখানে তন্ত্র অধ্যয়ন জন্য তাঁহার নিকট ছিল। শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিতার নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি কঠোর তাপস ছিলেন। বহু দূর দেশ হইতে অনেক গণ্য মান্য পণ্ডিত তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য আগমন করিতেন। শুনা আছে সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত অধ্যাপক পণ্ডিত নিমাই চাঁদ শিরোমণি প্রায় ২০ বৎসর তন্ত্রের উপদেশ জন্য এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্টপুর নিবাসী কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য যদিও তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট তন্ত্রের উপদেশ লইতেন তথাপি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁহাকে নিজ উত্তর সাধকবৎ প্রিয় দেখিতেন। অনেক সময় তিনি কৃষ্টপুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সকল বিষয় তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের উপদেশ লইয়া কার্য্য করিতেন। তাঁহার পুত্র তারিণী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট দর্শন পড়িতেন, এবং দীক্ষা গ্রহণ করেন। তান্ত্রিক যাবতীয় কার্য্যে কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের উত্তর সাধক থাকিতেন। তিনি ভিন্ন তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের ক্রিয়ার দ্বিতীয় আর কেহই ছিল না। এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্র মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ স্মৃতি ও তন্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কালীঘাটের নন্দকিশোরের পুত্র দুর্গাদাস ও ঘনশ্যাম সস্ত্রীক এখানে আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১২৪৬ সালে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পৌত্র কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় রাও সাহেবের বাটী হইতে তিনি বার্ষিক প্রায় ২০০০৲হাজার টাকা

প্রণামী পাইতেন। ১২৪০ সালে রামশঙ্কর রায় নগদ ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা ও ৫০ পঞ্চাশ বিঘা জমি নিস্কর একটী মহাপুরশ্চরণ করিয়া গুরু প্রণামী দেন। রাণী সরস্বতী একটী মহাপুরশ্চরণে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা ও ১০০/ এক শত বিঘা নিস্কর ভূমি প্রণামী দেন, তুলা দেব্যা একবার পুরশ্চরণ করিয়া ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর জমি ও ১০০০৲ হাজার টাকা নগদ প্রণামী দেন। এইরূপ দান সনন্দে পাওয়া যায় ইহা ভিন্ন সামান্য সামান্য নানা কার্য্য নিস্কর ভূমি দান উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল হইতে স্পষ্ট ধারণা হয় যে গুরুদেবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কত বেশী লক্ষ্য ছিল।

ইতিমধ্যে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পিতা ও মাতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং নিজ নামে তিনটী শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এবং দুই বার গয়া, কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থ দর্শন করেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের জীবনী হইতে বুঝা যায় যে তিনি তান্ত্রিক সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ গণ্য ও ক্ষমতাশালী মহান্ ব্যক্তি ছিলেন। রামশঙ্করের হিতসাধন জন্য সর্ব্বদা তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত থাকিতেন। নিজ নির্ব্বাণ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন রাম শঙ্করের উন্নতি কামনা অহঃরহ তাঁহার অন্তঃকরণে ছিল। শিষ্য রামশঙ্করও তদ্রূপ, সর্ব্বদা গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পালন করিতেন। এক পক্ষে প্রগাঢ় দাঢ্য ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস অপর পথে তদ্রূপ একান্ত স্নেহ ও ভালবাসা। রামশঙ্করের জীবনী হইতেও বুঝা যায় যেন একটী ঐশ্বরিক বলে তাঁহাকে জোর করিয়া উন্নত করিতেছে এই ঐশ্বরিক বল আর কিছুই নহে কেবল ঐকান্তিক গুরু বা ইষ্ট বল। রামশঙ্কর এ বিষয় পদে পদে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ও বিশ্বাসের প্রমাণও দেখাইয়াছেন।

তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ১২৫১ সালে মহাভারত বাটীতে পাঠ করান। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের খ্যাতি বহু দেশব্যাপ্ত ছিল। এই মহাভারতের সুযোগে রাজা গঙ্গাধর এখানে আসিয়া তাঁহার নিকট ২ দুই দিন অবস্থান করিয়া যান।

১২৫২ সাল হইতে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের শরীরের অবস্থা তিনি ভাল বোধ করিতেছেন না ব্যক্ত করেন। যদিও বাহ্যিক দৃশ্যে সেমত কিছুই লক্ষিত হইত না তথাপি তিনি নিজ শরীর কর্ম্মে অপটু হইতেছে এমত প্রকাশ করিতে থাকেন ১২৫৩ সালের প্রথমে শরীরের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অবশেষে ২২শে বৈশাখ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাপূজাদি সমাপন করিয়া আহারাদি না করিয়াই রাম-শঙ্কর ও গুরুপ্রসাদ বাবুর পুত্র বৈকুণ্ঠবাবু, রাণী লক্ষীশ্বরী ও রাণী সরস্বতী প্রভৃতি সকলকে সংবাদ দিয়া আহ্বান করেন। অবিলম্বে সকলে আগমন করেন। সকলে উপস্থিত হইলে প্রত্যেককে যথোচিত উপদেশ দিয়া নিজ পুত্রকে কতকগুলি কর্ত্তব্য জ্ঞাপন করিয়া মৌনীভাবে অবস্থান করেন। সন্ধ্যার পর চক্ষু উন্মীলন করিয়া নিজ উঠানে লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করেন। পুত্র শ্রীনাথ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। রামশঙ্কর, বৈকুণ্ঠবাবু প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে উঠানে কুশাসনে শয়ান করাইয়া দেন। হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। রামশঙ্কর শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। রামশঙ্কর ইহার পর প্রায়ই বলিতেন, "আমার যে বলে এ উন্নতি সে বল অন্তর্হিত হইয়াছে।"

তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের শ্রাদ্ধ মহা সমারোহে সমাধা হয়। পিতলের একটী ও চাঁদির একটী দুইটী দানসাগর শ্রাদ্ধ হয়। সকল

ব্যয় রামশঙ্কর বহন করিয়াছিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের মৃত্যু-কালে তাহার পুত্র শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ ব্যতীত পৌত্র কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য ও দৌহিত্র দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণধন সান্যাল ও জামাতা নবকুমার সান্যাল ও ব্রজমোহন সান্যাল জীবিত ছিলেন। পিতৃবিয়োগ কালে শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর। এই বয়সেই তিনি অনেক গুণে গুণবান ছিলেন। পিতার নিকট ব্যাকরণ ও স্মৃতি পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীর অধিকাংশ তাঁহার পিতামহের ন্যায়। কৃচ্ছ্রসাধ্য তপ ভিন্ন তাহার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। তাঁহার কঠোর তপস্যা ও তাহার ফলাফল যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অপরে বুঝিতে অপারগ। তাঁহার অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া ও কার্য্যাদি দৃষ্টে বোধ হয় যেন কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা পৃথিবীতে বিচরণ করিতে আসিয়াছিলেন। যদিও কয়েকটী ছাত্র ছিল তথাপি ইহার সময় প্রায় সর্ব্বদা পূজা জপাদিতে ব্যয় হইত রাও রামশঙ্করের পুত্র মহেশ নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠ বাবু ও তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কালীঘাটের দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য ও ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্যের পুত্র কন্যারা ইহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামশঙ্কর গুরুপুত্রকে গুরুর ন্যায় সর্ব্বদা দেখিতেন ও পূর্ব্বের ন্যায় আসিয়া প্রত্যহ উপদেশ লইতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও অনেক নিস্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর ক্রমান্বয়ে তিন কন্যা হয় কিন্তু তাহারা শিশু অবস্থায় মারা যায়। রাণী সরস্বতী এই সময় গুরুদেবের সমুদয় অভাব নিবারণ মানসে ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার লাভের সম্পত্তির দানপত্র গোপনে প্রস্তুত করেন ও কেবল প্রধান কর্ম্মচারী জগন্নাথ মিশির অবগত

ছিল। উক্ত মিশির রাণী সরস্বতীর শ্বাশুড়ি ভাবি উত্তরাধিকারী রাণী লক্ষ্মীশ্বরীর সহিত যোগ করিয়া কম টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া করান হয়। অর্থাৎ যাহাতে আইনতঃ কোনরূপে সিদ্ধ না হয়। এই দলিলের সন ১১৪৬ সাল, ২৮ ভাদ্র। এই দলিল গোপন করার জন্য জগন্নাথ মিশিরকে রাণী সরস্বতী কাশীতে একটী বাটী দান করেন। অদ্যাপি উক্ত মিশিরের বংশাবলী এই বাটীতে বসবাস করিতেছে। রাণী সরস্বতী মৃত্যুকালে ঐ দলিল গুরুপুত্রকে দিয়া যান। শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ ঐ দলিল আনিয়া রামশঙ্করকে দেন। রামশঙ্কর দলিল দেখিয়াই সকল বুঝিতে পারেন ও রাণী লক্ষ্মীশ্বরীকে দেখাইতে বলেন। রাণী লক্ষ্মীশ্বরীর গুরুবংশের উপর ক্রোধ পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল এই সময়ে তিনি স্পষ্ট বলিলেন, "আমাকে ত গুরুদেব পথে বসাইয়া গিয়াছেন, আপনাদের রামশঙ্করই সমস্ত আমাকে কিছু বলিবেন না।" এই বৎসরই রামশঙ্করের মাতা পরলোকগমন করেন। রামশঙ্কর সর্ব্বদা গুরুপুত্র সেবায় তৎপর থাকিতেন এমন কি সময় সময় তাঁহার এই কঠোর তপস্যা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া এ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতেন।

১২৫৮ সালের আশ্বিন মাসের বোধন ষষ্ঠীর দিবস বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্বর হয়। তাঁহার ছাত্র মহেশ নারায়ণ পূজা করিতেছিলেন অবশেষে নবমীর দিন মহিষ উৎসর্গের পর আর বসিয়া থাকিতে না পারায় শয়ন করেন। বিজয়ার দিন সামান্য জ্বর হয়, দ্বাদশীর দিন গঙ্গাতীর লইয়া যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থা দৃষ্টে ভাল হইবার আশা করিয়া রামশঙ্কর ইতস্ততঃ করেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "রামশঙ্কর অদ্য ভাল

দেখিতেছ কল্য আমাকে কি মতে রক্ষা করিবে?” পর দিন ত্রয়োদশী, সে দিন প্রাতে বেশ ভাল ছিলেন বেলা ৩ তিনটার পর হঠাৎ অবস্থা মন্দ হইতে থাকে, তখন রামশঙ্করকে বলেন তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। কালীব্রহ্ম থাকিল তুমি কর্ত্তব্য করিও এক্ষণে বৈকুণ্ঠ দাদা ও রামশঙ্কর দাদা আমায় উঠানে লইয়া চল। উঠানে কুশাসনে তৎক্ষণাৎ লইয়া যাওয়া হয়। ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ইহাঁর আদ্য শ্রাদ্ধাদিও রামশঙ্কর গুরুদেবের ন্যায় সমারোহে নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করিয়া দেন।

এখন হইতে গুরু পরিবারের সমুদায় ভার রামশঙ্করের উপর অর্পিত হইল। যদিও রামশঙ্করই প্রকৃত ভার বাহক ছিলেন তথাপি এখন হইতে যেন এ সমুদায় দায়িত্ব বিশেষ ভাবে পতিত হইল। কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে এ সংসারে থাকিতে হয় নাই। এই বৎসরই মাঘ মাসে তাঁহার শরীর ভগ্ন হয় শেষে অবস্থা বিশেষ মন্দ বোধ হওয়ায় খ্যাতনামা গঙ্গাধর কবিরাজের পরামর্শ মত গুরু-পৌত্র কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ গঙ্গা-তীরে গমন করেন এবং মাঘী পূর্ণিমার দিন অরুণোদয় সময়ে গুরু পৌত্রের পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে সজ্ঞানে ইহধাম ত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুকালে কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্যের বয়ঃক্রম ১২ বৎসর মাত্র। তাঁহাতে ও রাও মহেশ নারায়ণে প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। বাল্যকালে তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় ও পিতার নিকটে ব্যাকরণের কিছু পড়িয়াছিলেন পিতার মৃত্যুর পর বৎসর তিনি বাহাদুরপুর গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত উমাকান্ত শিরোমণির নিকট ব্যাকরণ

সমাপ্ত করিয়া অন্যান্য শাস্ত্র সামান্য পাঠ করেন। সেই সময় দেবীপুরের বালবানন্দ স্বামী ছিলেন ঐ সময় তাঁহার নিকট তন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন, আট বৎসর এই পাঠ করার পর উক্ত স্বামী গৃণার পর্ব্বতে চলিয়া যান। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বাটী প্রত্যাগত হন। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার চুমরী-গাছা নিবাসী ভৈরব সান্যালের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। বাটী প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার তন্ত্র শিক্ষার বাসনা এত প্রবল হয় যে ৺কাশীধামের বিখ্যাত তান্ত্রিক কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট যাইয়া চারি বৎসর তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাটী প্রত্যাগত হন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৮ আটাইশ বৎসর মাত্র। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে রাও মহেশ নারায়ণের মৃত্যু হয়। রাও মহেশ নারায়-ণের পত্নী রাণী ৺ শ্যামাসুন্দরী দেবী বিধবা হওয়া কালে প্রৌঢ়া ছিলেন না। লালগোলার এই ঐশ্বর্য্য তাহারই হস্তে নিপতিত হয়। তিনি সকল বিষয়েই গুরুপত্নী ৺ মধুসুন্দরী দেবী ও গুরু-পুত্র ৺ কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্যের পরামর্শে সম্পন্ন করিতেন। ৺ রাণী শ্যামাসুন্দরীর জীবন আদর্শস্থানীয়া কঠোর বৈধব্যে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি অকাতরে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন গুরু-ভক্তিও তাঁহার আদর্শ। মৃত্যুর কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে ৺ মহাভারত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গুরুপুত্র ৺ কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৺ কাশীধামে লইয়া যাইয়া প্রায় ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার দ্রব্যাদি দান করেন। ইনি পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় জপ, পুরশ্চরণ ও ব্রত যথেষ্ট করিয়াছেন। সর্ব্বদা গুরুহিতনিরত ছিলেন। এই আদর্শ রমণী জীবনের দীর্ঘকাল কাশীবাস করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে লালগোলা নিজ বাটীতে আসিয়া গুরু-চরণে নিজ

মস্তক স্থাপন করিয়া দেহত্যাগ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিস্পৃহতার একটী উদাহরণ যাহা আমরা তৎসাময়িক ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি তাহা উল্লেখ করিলাম। এক দিন রাও মহেশ নারায়ণ বলেন যে, আমার গুরুবংশ সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি এ বংশে কুলাঙ্গার জন্মে তাহা হইলে ইহাদের গতি কি হইবে অতএব যে কোন উপায়ে ইহাদিগের কিছু সম্পত্তি করিয়া দিতে হইবে। তৎকালীন দেওয়ান এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর দেন যে "আমার কোন অভাব নাই, আশীর্ব্বাদ করি এ বংশে সেরূপ কেহ না জন্মগ্রহণ করে অতএব এ গোলযোগে আমার কি আবশ্যক। পরে ৬০০৲ ছয় শত টাকা লাভের সম্পত্তি লইতে স্বীকার করিয়া তাহাও অকারণ দান বলিয়া ঐ সম্পত্তির আয় হইতে মূল্য পরিশোধ হইলে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তদ্‌পরে মহেশ নারায়ণের একান্ত জেদে ২টী জমিদারী মহাল খরিদ করিয়া এইমত ভাবে মূল্য পরিশোধ করিয়া গুরুপুত্রের হস্তে দেন। তৎপরে মহেশ নারায়ণের পত্নী রাণী শ্যামাসুন্দরী ও বর্ত্তমান রাজা যোগীন্দ্র-নারায়ণের যত্নে ঐ সম্পত্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্মার উভয় পার্শ্বে রাও সাহেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি একধারে বা অপর ধারে আসিবে। একধারে অবশ্য গুরুদেবের থাকিবে। এই জন্য এই সকল নিষ্কর জমি কখন এক মৌজায় কখনও বা অপর মৌজায় স্থিত হইত। পাঠাদি সমাপন করিয়া গৃহে আগমনের কিছুদিন পরেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রী অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তদ্‌পর শান্তিপুর নিবাসী ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয়া

কন্যাকে বিবাহ করেন। কয়েক মাস মধ্যে তিনি পরলোক গমন করিলে তানোর নিবাসী বিজয়গোবিন্দ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁহার এক কন্যা জগৎমোহিনী ও এক পুত্র হরিনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে এই পত্নী বিয়োগ হইলে ৩১ বৎসর বয়সে পুণ্যশ্লোক মহারাণী ভবানীর গুরুবংশ স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র রায় বাহাদুরের গুরুদেব শান্তিপুর নিবাসী হরিনারায়ণ গোস্বামীর কন্যা হীরামতি দেবীকে বিবাহ করেন। এই গোস্বামী মহাশয়েরাই গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বলিয়া খ্যাত এবং ইহাদের প্রবর্ত্তিত অনেক মত আছে।

৺ কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য জীবনে কাহারও নিকট কখনও কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন নাই। তথাপি তাঁহার যাবতীয় কার্য্য মহাবিত্তশালী ব্যক্তির ন্যায় নিষ্পন্ন হইত। অদ্যাপি তাঁহার কন্যার বিবাহের কথা এতদ্দেশে অনেকে গল্প করিয়া থাকেন, তাঁহার কার্য্যাদির বিশেষত্ব যে তাঁহার সকল কার্য্যই সাত্ত্বিকভাবে হইত। তাঁহার ন্যায় স্থির, অক্রোধী পুরুষ প্রায় দৃষ্ট হয় না। তাঁহাকে ক্রোধান্বিত কেহ দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহের বিষয় তিনি কাহারও নিকট নিজ বিদ্যার পরিচয় দিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার অন্তরঙ্গের ব্যক্তি বা মনোমত সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত তিনি কাহারও সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে ভালবাসিতেন না।

রাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ ও তাহার দুই পুত্র হেমেন্দ্র নারায়ণ ও সত্যেন্দ্র নারায়ণ ও শ্রীযুক্ত গিরিশ নারায়ণ বাবু, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ বাবু প্রভৃতি সকলে ইহাঁর মন্ত্রশিষ্য।

রাজবংশীয় সংস্পর্শে থাকায় তিনি বৈষয়িক কার্য্যাদিতেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পরমুখাপেক্ষী হইয়া কখনও তিনি কর্ত্তব্য

হইতে বিচলিত হইতেন না। তিনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন সহস্র প্রতিবন্ধক স্বত্বেও তাহা সম্পাদন করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তিনি তান্ত্রিকসম্প্রদায়গত বিদ্বেষের বশীভূত ছিলেন না। বিষয়বান সংসারী হইয়াও তিনি পরমহংসের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে জীবন যাপন করিতেন অন্নদান তাঁহার নিজগ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী হীরামতি দেবী অন্নপূর্ণার ন্যায় তাঁহার সংসারে অন্নদানে নিরত থাকিতেন, সাধ্বী হীরামতি দেবীর ন্যায় পরিশ্রমী ও সংসার বিষয়ে অভীজ্ঞা স্ত্রীলোক বিরল। যদিও ৺ কালীব্রহ্ম ভট্টচার্য্য মহাশয় বিশেষ কাহারও সংস্রবে আসিতেন না, তথাপি যাঁহারা কদাপি তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারাই আকৃষ্ট না হইয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উদার উন্নত দেহ সদাহাস্য ও অমায়িক ভাবপূর্ণ কথা যে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে সেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাটীর কোন ক্রিয়ায় তিনি বিচলিত হইতেন না বা সামান্য উৎকন্ঠিত হইতে কেহ দেখেন নাই। তাঁহার নিস্পৃহতার উদাহরণ অনেক বর্ত্তমান আছে।

১৩১১ সালের চৈত্র অশোক ষষ্ঠীর দিন তাঁহার শেষ সাধ্বী পত্নী সামান্য জ্বরে সজ্ঞানে স্বামীর পদধূলি লইয়া প্রাণত্যাগ করেন। লালগোলাবাসী অনেকে এ সংবাদ জানিতেন না কিন্তু অশোক ষষ্ঠীর দিন প্রভাতে দেখে যে গুরুহিত নিয়ত বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর তাঁহার গুরুপুত্রদের সহিত তাঁহার গুরুপত্নীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। বহুপরিবার লইয়া হিন্দু গৃহিণীর কর্ত্তব্য তাঁহার জীবন হইতে শিখিতে পারা যায়। যথাযোগ্য সমারোহ সহকারে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরেরও গুরুভক্তি আদর্শস্থানীয় গুরুগৃহের যাবতীয় কার্য্য তিনি

নিজগৃহের কার্য্যের ন্যায় সম্পন্ন করিতেন। সকল কার্য্য বিশেষ সমারোহ সহকারে হওয়ার কারণই তিনিই। তাঁহার প্রথম গুরু-কন্যার বিবাহে ১০০০০৲ দশ হাজার ও দ্বিতীয় গুরুপুত্রের অন্নপ্রাসনে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ এই দুইটী উল্লেখ করিলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাহারও বাটীতে যাইতে বিশেষ অনিচ্ছুক ছিলেন। কুটুম্ব আত্মীয় ব্যতীত অতি অল্প লোকের বাটীতে তিনি কদাপি গমন করিতেন; বালুচরে ৺ তারিণীশঙ্কর ভট্ট লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ ।ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব, নাজিমের প্রিয় কবিরাজ চিলেন। এককালে ভট্টবংশীয়ের প্রতাপে বালুচর কম্পান্বিত থাকিত। ইহাঁদের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ৺তারিণীশঙ্কর ভট্ট মহাশয়ের পুত্র ৺উপেন্দ্র নারায়ণ ভট্ট মহাশয় বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের পারিবারিক কবিরাজ ছিলেন। অদ্যাপি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ ভট্ট মহাশয় নবাব দরবারে কবিরাজ আছেন।

১৩১৫ সালে আশ্বিন মাস হইতে ৺ কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরীর এককালীন ভগ্ন হয়। মৃত্যুর বিষয় স্পষ্ট বলিলে সন্তানেরা ব্যাকুল হইবে এইজন্য তিনি নানা উপায়ে প্রকারান্তরে ইহা তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন।

আশ্বিন মাস হইতে শরীর ভগ্ন হয় অবশেষে ১৩১৫ সালের ১০ই পৌষ রাত্রিকালে সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হয়েন। চিকিৎসা যত্ন ও চেষ্টাসত্ত্বেও ১৭ই পৌষ নবমী তিথিতে সন্ধ্যার সময় পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র জামাতাদি বৃহৎ পরিবার পশ্চাৎ রাখিয়া অনন্তধামে গমন করেন। ভট্টচার্য্য মহাশয়ের ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা,

তাঁহার পুত্রেরা যথোপযুক্ত সমারোহে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।

Amrita Bazar (Daily)—

"The preceptor (Guru) of Raja Bahadore of Lalgola Pandit Kali Brahmo Bhattacharjea died of Apoplexy at the ripe old age of 75 years on the 1st January last leaving behind six sons............ He was a tantric of the class Bir. His door was always open to the needy and the poor. His smiling and grave appearance his long and fine stature used to remind us of the description of Roghu by Kalidas.

* * * * * *

The Bengalee (Daily)—

We greatly deplore the death of Pandit Kali Brohmo Bhattacherjea of Lalgola Murshidabad. He is a friend of the poor. His smiling face attracts everyone who comes in contact with him for a few time. He might have amassed a good fortune had he been to that nature ....

* * * * * *

We sympathise his sons heartly.

The Statesman—

Murshidabad District lost an ideal "Tantric" at the death of Pandit Kali Brohmo Bhattacherjea of Lalgola. We may call him a "*Full man*" in the strictest sense. He has spent his life as if he is not a man of this world. We heartly sympathise his death.

১। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ইহাঁর বিবাহ লালগোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চৌধুরীর চতুর্থা কন্যা শ্রীমতি চমৎকারিণী দেবীর সহিত হইয়াছে।

২। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য। বিবাহ বালুচর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ সার্ব্বভৌমের প্রথমা কন্যা কালীদাসী দেবীর সহিত হয়। সাধ্বী কালীদাসী দেবী ১৩২১ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ সন্তানে ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

(ক) শ্রীমান বিনয় কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান সুবোধ কুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান অমিয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

(খ) জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী বিবাহ কানসাট (মালদহ) নিবাসী শ্রীমান কৃষ্ণজীবন সান্যালের সহিত। দ্বিতীয়া শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী বিবাহ চকপাড়ানিবাসী শ্রীমান অতুলচন্দ্র মৈত্রের সহিত। অবিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী রোহিৎকুমারী দেবী।

৩। শ্রীমান অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য। ইহাঁর বিবাহ ভাগলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চারু ভাষিণী দেবীর সহিত হইয়াছে। ইহার ৩ কন্যা ও ১ পুত্র।

(ক) শ্রীমান সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য।

(খ) জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি সরোজিনী দেবী বিবাহ শান্তিপুর নিবাসী শ্রীমান অনুপলাল গোস্বামীর সহিত। অবিবাহিতা কন্যাদ্বয়—শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী ও শ্রীমতী কমলিনী দেবী।

(৪) শ্রীমান কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য, ইহাঁর বিবাহ পীরগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরির প্রথমা কন্যা শ্রীমতি তরঙ্গিণী দেবীর সহিত হইয়াছে। ইহার ১ পুত্র ও ১ কন্যা।

(ক) শ্রীমান তুলসী দাস ভট্টাচার্য্য, কন্যা শিশু।

৫। শ্রীমান শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য। ইহার বিবাহ বালুচর নিবাসী শ্রীযুক্ত উদয় নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের প্রথমা কন্যা শ্রীমতি চিন্ময়ী দেবীর সহিত হইয়াছে।

৬। শ্রীমান প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য।

১। শ্রীমতী জগৎমোহিনী দেবী ইহার বিবাহ বর্ত্তমান সব জজ শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মৈত্রের সহিত। ইহার চারি কন্যা।

২। শ্রীমতী চিণ্ময়ী দেবী। ইহার বিবাহ মেঘনা নিবাসী বর্ত্তমান উকিল শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মৈত্রের সহিত। ইহার বর্ত্তমান শ্রীমান হরেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রভৃতি তিন পুত্র ও দুই কন্যা।

৩। শ্রীমতী ঈশানীময়ী দেবী ইহার বিবাহ শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার গোস্বামীর সহিত। ইহার এক কন্যা।

৪। শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী দেবী ইহার বিবাহ শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র কুমার গোস্বামীর সহিত। ইহার যশোদা-নন্দন গোস্বামী ও অপর একটী শিশু এই দুই পুত্র।

৫। শ্রীমতী ননীবালা দেবী বিবাহ পাবনা নিবাসী শ্রীমান মণীন্দ্রনাথ তালুকদারের সহিত।

কুলাবধূতাচার্য্য স্বর্গীয় কৌলানন্দ নাথঃ।
৺কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

উৎসর্গ।

শাণ্ডিল্য গোত্রেষু মহর্ষিকল্পঃ
শ্রীভট্টনারায়ণ বিপ্রবর্য্যঃ।
সর্ব্বত্র বিখ্যাতযশা মহাত্মা
রেজে জনৈঃ পূজিতপাদপদ্মঃ॥
একত্রিংশদধস্তাৎ যঃ পুরুষঃ পুরুষাগ্রণীঃ
কালীব্রহ্ম সমাখ্যাতো ভট্টাচার্য্য মহাশয়ঃ॥
তস্যাধমেন পুত্রেণ পিতৃভক্তি মজানতা।
শ্রীমতা নুটুগোপাল ভট্টাচার্য্যেণ যত্নতঃ॥
ময়াভিলিখ্য পুস্তীয়ং নিত্য-কর্ত্তব্য সংজ্ঞিতা
স্বর্গীয় পিতৃদেবস্য পাদপ্রান্তে সমর্পিতা॥
গুরুদেব মুখোদ্গীর্ণান্যুপদেশ পরাণি চ।
বচাংসি স্মৃতিমার্গে মে যানি সন্তি তদাশ্রয়াৎ॥
স্বকীয় বাৎসল্য গুণৈ রুদারৈঃ
দত্তঞ্চ যন্ময্যুপদেশ জাতং।
তদেব গ্রন্থস্য নিদান ভূতং
দুর্ম্মেধসো মে কিমু বাচ্যমন্যৎ॥

পঞ্চাশত্তন্ত্রশাস্ত্রাণি মূলাচ্ছেষং তথা ময়া।
আলোচ্যৈব ব্যবস্থাভি র্নিবন্ধোয়ং সতাং মুদে।
নির্মৎসরাঃ সুধিয়ো যে গুণদোষবিজ্ঞা
স্তে হংসবৎ সকল দোষ মপাস্য বুদ্ধ্যা।
চেদস্তি কোঽপি গুণলেশ ইতঃ কৃতৌ মে
তেনৈব মাং সুকৃতিনঃ পরিতোষয়ন্তু॥

নিবেদক

শ্রীনুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য তন্ত্ররত্ন।

——০——
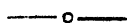
শ্রীনুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য তন্ত্ররত্ন

নিবেদন।

স্বর্গীয় দেবোপম পিতৃদেবের নিকট যে সময় উপদেশ পাইতাম সেই সময় হইতেই একটী দৈনন্দিন বিধি প্রণয়নের ইচ্ছা বলবতী হয়। সেই সময় এ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে এ সংগ্রহ অমূল্য হইত, কিন্তু নানাপ্রকার বাধায় তাহা ঘটে নাই। তাঁহার অমৃতময় মধুর উপদেশ যাহা আমার অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক স্মরণ রাখিয়াছে তাহাই **কথা** আখ্যায় প্রথমে লিপিবদ্ধ করিলাম। ভাষার ক্রুটী ও অসামঞ্জস্য যাহা হইল অনুগ্রহ করিয়া পাঠক মহাশয়েরা উপেক্ষা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

সুধীগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে আমার এই আকাশ-কুসুম সদৃশ চেষ্টায় তাঁহারা আমায় উৎসাহিত করিবেন এবং সকল প্রকার ভ্রম সংশোধন করিয়া সাধারণের কার্য্যোপযোগী করিয়া দিবেন।

পুস্তিকাখানি প্রনয়নে আমাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কেবল নিত্যকর্ম্ম হইলে এমত হইত না। সাধ্যমত সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করায় প্রায় পঞ্চাশ খানি তন্ত্র গ্রন্থ আমাকে পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছে।

কোন পূজাপদ্ধতি অনুরূপ বিশেষ ভাবে জ্ঞাত থাকিলে সামান্য চেষ্টায় সকল পূজা অভ্যস্ত হয়, এই ধারণায় কেবল ৩ তিনটী পূজা সন্নিবেশ করিলাম। গুরু ভিন্ন কোন কার্য্যই ফলদায়ক হয় না। উপদেশ ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র। এই জন্য আমার নিবেদন উপদেশ ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে যাইয়া বিপদ্গ্রস্ত হইবেন না।

বিধি নির্যাতনে মানসিক অসুস্থতা হেতু সংশোধনের ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না ইহাই শেষ অনুরোধ।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে ভাবে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশিষ্ট খণ্ডে দল সাধন আখ্যায় সময়াতন্ত্রোক্ত ষট্ চক্র ভেদ লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই সংগ্রহ কার্য্যে আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য ভায়ার পরিশ্রমে আমি উপকৃত। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তাহাকে দেয় আর কিছুই নাই। নিবেদন ইতি—

লালগোলা
ঠাকুরবাটী
১৯১৪ সাল

শ্রীনুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য তন্ত্ররত্ন।

—o—

৫২২৪

কথা।

(১)

এই যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সৌর মণ্ডল এবং পাহাড় পর্ব্বত, গাছ পালা ঘর বাড়ী ইত্যাদি নানা পদার্থ স্থূল জগৎটা আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে ইহা কিছু আদিম অবস্থা নহে। কিছু ভাবিলেই বুঝা যায় যে এই সমস্ত পদার্থ অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। সূক্ষ্ম পরমাণু সকল পরস্পর সন্নিবেশিত হইয়া এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম হইতে যে স্থূলের উৎপত্তি এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। পরমাণু সকলকে ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্মাকারে বিভক্ত করিতে হইলে অবশেষে গুণ বা শক্তি মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। যে পদার্থের যাহা শক্তি বা গুণ তাহাই সেই পদার্থের আদিম অবস্থা। স্থূল অগ্নির দাহিকা শক্তিই তাহার আদিম সূক্ষ্মাবস্থা। তাহা হইলেই এই স্থূল দৃশ্যমান জগৎ শক্তি বা গুণের বিকৃত অবস্থা।

জগতের যাবতীয় কার্য্য নিয়ম মত সম্পাদিত হইতেছে। প্রত্যেক পদার্থই এক অবস্থা হইতে অনবরত অবস্থান্তরিত হইতেছে। সামান্য সর্ষপপ্রমাণ বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আবার ঐ বৃক্ষ দগ্ধ হইয়া কোন প্রকার বিভিন্ন পরমাণুতে অবস্থান করিতেছে। প্রত্যেক সৃষ্টি ব্যাপারের অভ্যন্তরেই প্রকৃষ্ট বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্থলচর, জলচর ও উড্ডীনশীল সকল জীবেরই আবশ্যক মত অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান ইহা কি প্রকৃষ্টবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। জগৎ বৈষম্যময়। আকৃতি বা গুণে এখানে ২টী বস্তু সর্ব্বদা সমান নাই

বা সমান হইতে পারে না। স্থূল দৃষ্টিতে এক দেখিতে পাইলেও কিন্তু তাহাদের পার্থক্য অনেক, ইহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়।

এখানে এই শক্তি জড় শক্তি মাত্র নহে। তাহা হইলে এ শৃঙ্খলা থাকে না। যেমন বাষ্পীয় শক্তি চৈতন্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত না হইলে কদাচই যথানিয়মে চলিতে পারে না, সেইরূপ জগতের মূল উপাদান শক্তি সহিত চৈতন্য শক্তি না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না। সেই চৈতন্য শক্তিই আমাদের ভগবান্।

সূর্য্য পৃথিবী আদি আবার লয় পাইবে আবার হইবে। এই সৃষ্টি প্রবাহ অনাদিত্ব ও এক নিয়মত্ব ইহা সহজেই বুঝা যায়।

সূর্য্যা চন্দ্র মসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়
দ্দিবঞ্চ পৃথিবী ঞ্চান্তর ক্ষ মথো স্বঃ।

সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থা অক্রিয়াবস্থা সেই অবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণী শক্তি মাত্র। এই প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান এবং এই গুণের বৈষম্যতায় উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার অবিরত হইতেছে। এই শক্তিই আদ্যা শক্তি, যেমন প্রদীপ হইতে প্রজ্বলিত অন্য প্রদীপের ন্যায় এই আদ্যার রূপান্তর বহুবিধ শক্তি। তন্ত্রে এই শক্তি আদ্যা কালী। আদ্যা শক্তির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহার পরিণাম অহঙ্কার, অহঙ্কারের পরিণাম পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা, পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্রের পরিণাম ক্ষিত্যাদি এই স্থূলভূতের বিকাশই নিখিল পদার্থের উৎপত্তি। সেই চৈতন্যময়ী আদ্যাশক্তি হইতে অনুলোম ক্রমে সে ভাবে উৎপত্তি, আবার বিলোম ক্রমে লয়

প্রাপ্ত হয়। যেখানে চৈতন্য সেইখানেই প্রকৃতি, আবার যেখানে প্রকৃতি, সেইখানেই চৈতন্যের সত্তা নিত্য বিদ্যমান। কেবল অজ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য পার্থক্য কল্পিত হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিতে এক অখণ্ড চৈতন্যের একাংশে মাত্র ব্যবহারিক জগৎ ভাসমান। এবং তাহার অবশিষ্ট তিন অংশ নিজ স্বপ্রকাশ রূপে অবস্থিত আছেন।

পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ
ইত্যেক দেশ বৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ।

পঞ্চদশী।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদ কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

গীতা।

এই সকল হইতে জানা গেল যে, পরমব্রহ্ম বা আদ্যা ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বোতোভাবে আবৃত করিয়াও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন। আদ্যাশক্তি বা পরম ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা নির্গুণ ও সগুণ। যখন তিনি স্বপ্রকাশরূপে নিজ স্বরূপে অবস্থিত থাকেন সেই অবস্থাকে নির্গুণ বলা যায়। আর যখন সৃষ্টি শক্তিরূপা তখন তিনি সগুণ ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আবার সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার কার্য্যার্থে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর।

একা মূর্ত্তি স্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ
এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই উপাস্য।

নির্গুণের উপাসনা নাই হইতেও পারেনা। তিনি কেবল জ্ঞেয় পদার্থ। সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস ব্যাপারের নামই উপাসনা। নিজ রুচি ভেদে তিনি কাহারও নিকট স্ত্রী বা পুরুষ আবার কাহারও নিকট স্ত্রী পুঃ ভাবের অতীত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন। বস্তুতঃ মায়ায় অভিভূত বিষয়াসক্তচিত্ত সংসারী মানবের মলিন অন্তঃকরণে নির্গুণ বা নিরাকারের ধ্যান ধারণা বা উপলব্ধি হয় না বলিয়া ভগবান কৃপা করিয়া সাধকের হিতের নিমিত্ত অনুকূল মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিবৃত আছে যে ব্যক্তি মাত্রই প্রকৃতি ভেদে এক এক রস ও এক এক বর্ণ। জন্মকালে গ্রহাদির সমাবেশ বা আধিপত্য ঐরূপ ঘটে। যেমন লিখিত আছে, চন্দ্রের অংশ যাহার শরীরে অধিক লবণ ও শুক্লবর্ণ তাহার প্রিয় আবার রব্যাদি গ্রহ কতক পুং জাতীয় ও কতক স্ত্রীজাতীয়। যাহাদের শরীরে পুং দেবতার ভাগ অধিক তাহারা পুং দেবতা ভালবাসে। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া যে ব্যক্তি যে ভাবেই উপাসনা করুক, তাহাতে ব্রহ্মভাব থাকিলে সেই সগুণ উপাসনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।

গীতা।

দুঃখের কথা হিন্দু জাতিকে সকলেই পৌত্তলিক বলিয়া বিদ্রূপ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। হিন্দুর দৃষ্টিতে সর্ব্বং ব্রহ্ম-ময়ং জগৎ "ওঁ" একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থানে চেতন

অচেতন স্থূল সূক্ষ্ম সকল পাদার্থের অভ্যন্তরেই হিন্দু এক অখণ্ড অদ্বিতীয় পরমাত্মার সত্তাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার গঠিত মূর্ত্তি এবং ঘট পট জল অনল প্রভৃতি সকল আধারেই এমন কি সামান্য প্রস্তর খণ্ডেও সগুণ ব্রহ্মের অর্চ্চনা করিবার বিধান আছে। শিবোভূত্বা শিবং যজেৎ। উপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে সোঽহং ভাবে অর্থাৎ স্বীয় আত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানে অর্চ্চনা করেন।

(২)

আজ কাল অনেকেই তান্ত্রিক আচার ব্যবহারকে নিন্দা ও কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করিয়া বিদ্রূপ করেন। বলিদান হইলেই মহা প্রসাদ বলিয়া নানা প্রকার উপহাস হইয়া থাকে। এমন কি অনেকে কষাইখানার মাংসকে মহাপ্রসাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া আত্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি মহাপ্রসাদ শব্দটী মাংস মাত্রের উপর প্রয়োগ করিয়া উহাকে একরূপ পারিভাষিক করিয়া লইয়াছেন। ঐরূপ মাংস ভক্ষণ পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। অবৈধ মাংস ভোজনে বৃথা পশু-হিংসা জন্য পাপভাগী হইয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। ঐরূপ মাংস খাইতে ইচ্ছা করাও পাপ। অজস্র অসংযত ভোগসুখের শাস্ত্রে বিধান নাই। শাস্ত্র সংযমই শিক্ষা দেয়। শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের বিধান নাই, সংযমেরই বিধান আছে। সংযত সুখই সুখ, সে সুখের পরিণামে দুঃখ নাই কিন্তু এই সকল বলিতে যাইলে তান্ত্রিক আচার লইয়া সকলে বিদ্রূপ করিবেন। তন্ত্রের প্রারম্ভে উক্ত আছে।

কৃপাণধারা গমনাদ্ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ
ভুজঙ্গ ধারণান্নৄন মশক্যং কুলসাধনম্ ॥

সকলেই বলিয়া থাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অহিংসা পরম ধর্ম্ম বাক্যই সার। কিন্তু বেদেও উক্ত হইয়াছে “মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি” কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বেদের বিরুদ্ধে কার্য্য করি না। পুরাণাদিও বেদের বিরোধী নহে। ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই সমান। বেদ পুরাণাদি সর্ব্বত্রই প্রাণিহত্যার নিষেধও আছে। দেবোদ্দেশে পশ্বাদি বলির বিধানও আছে কিন্তু তাহা হইলে দুই কি প্রকারে হইতে পারে ইহার মীমাংসা যে প্রাণ-হিংসার নিষেধ সাধারণ স্থলেই থাকিবে। যাগ যজ্ঞ পূজাদি যে কয়েকটী স্থলে পশ্বাদি বলিদানের বিধি আছে কেবল সেই কয়েকটী স্থলেই ঐ নিষেধ যাইতে পারিবে না। সুতরাং তাহার অতিরিক্ত যাবতীয় স্থলে প্রাণি-হিংসার নিষেধ অব্যাহত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য দেবতা কি এই বলি গ্রহণ করেন? কেন তিনি করিবেন না, শাস্ত্রবিধি যখন তাঁহারই আদেশ বিশেষ, শাস্ত্রে যখন এইরূপ পূজোপহার দিবার বিধি আছে, আমি যখন ভক্তি পূর্ব্বক তাহা তাঁহাকে দিতেছি, তখন তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন না কেন? রাজা প্রজার উপহার লইবেন না? প্রভু ভৃত্যের সেবা লইবেন না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বান্তর্যামী আমার অকপট ভক্তিভাব কেন তিনি গ্রহণ করিবেন না। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন এ বাক্যে যেমন সংশয় নাই, আমার ভাব যদি একনিষ্ঠ ও নির্ম্মল হইল তাহা হইলে তাঁহার তাহা গ্রহণ পক্ষেই বা সংশয় কি? উপাসনা মুখ্যত মানস ব্যাপার আর

ভক্তের আত্মবৎ সেবাই যথার্থ সেবা। যাহা দিয়া আমার আত্ম-তুষ্টি, তাহাতেই জানিব তাঁহার তুষ্টি। সর্ব্ব বস্তুই তাঁহার, তাঁহার বস্তু তাঁহাকে দান করা ইহা বাহ্যিক অসঙ্গত। কিন্তু দেখুন আমার বাগানের ফুলের যদি একটা সুন্দর মালা গাঁথিয়া আমাকে আমার চাকর দেয় তাহা হইলে কি আমি তাহা লইব না। সেইরূপ আমরা সকলেই সেবক আমাদের সেবা করিবার বুদ্ধিও তিনি দিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে সেবা করিতে পাইব না কেন? এক্ষণে সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিলে যেমন ধন জনাদি স্বকীয় বোধ হইলেও তাঁহার তদ্রূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন গুরূপদেশ গ্রহণে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে ও জীবনব্যাপী ধ্যান ধারণায় ঐরূপ প্রতীতি সিদ্ধবৎ হইয়া যায়। তখন অধ্যয়নাদি কমিতে থাকে। সিদ্ধি সাফল্যের সুব্যক্ত নিদর্শন পূর্ণানন্দের নিরন্তর স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। তখন তিনি চতুর্থ আশ্রমের অধিকারী হন। সে অবস্থায় ভেদ থাকে না। জীবই তখন শিবত্ব প্রাপ্ত, কে আর শিবের অর্চ্চনা করিবে। প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ সেই সেই দেহ-ধারণ পূর্ব্বক সংসারে বিরচণ করিতে থাকেন মাত্র। অনন্তর জলবুদ্‌বুদ যেমন জলে লয় প্রাপ্ত হয়, জল রাশির সহিত আর তাহার পার্থক্য থাকেনা, তদ্রূপ তিনি চিদানন্দ সমুদ্র স্বরূপ পরমব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় জাতিধর্ম্মই বা কি, পূজা পাঠই বা কি, শৌচ অশৌচই বা কি? এক্ষণে অহিংসা শব্দ প্রয়োগ করিয়া দেবতার প্রীতির জন্য পশু বলি কি সঙ্গত বা ইহাতে কি তাহার প্রীতি হয়? কেন হইবে না যদি পশু বলিতে কুতীর বিদ্বেষ থাকে তাহা হইলে আপনি সর্ব্বাহিংসানিবৃত্ত ও মৎস্য মাংস ত্যাগী হউন, নিরামিষ উপচারে সাত্ত্বিক ভাবে আপনি পূজা

করিবেন। যাহার যেরূপ মতি গতি সেইরূপ অধিকার হইয়া থাকে, তাহারত পরম ভাগ্যের কথা। সেইরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্রে সেইরূপ সাত্বিকী পূজারই বিধান আছে; কিন্তু যদি আমার মৎস্য মাংস ভোজনে প্রীতি ও প্রবৃত্তি থাকে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে মাংসাদি ভোজন করাইয়া আনন্দ বোধ করি, তাহা হইলে দেবার্চ্চনা কালে দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দেব-প্রসাদ পাইতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন কেন? প্রথমতঃ অনিবেদিত বস্তু ত খাইতেই নাই, দ্বিতীয়ত নিজের প্রিয়ভোজ্য বস্তু নিজের আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করাইয়া তৃপ্তি বোধ হয়, আর জগন্মাতা বা জগৎপিতাকে নিবেদন করিয়া তৃপ্তি বোধ হইবে না? বরং উদ্দেশ্যে উক্ত বলি প্রদানে হিংসা জন্য বিষাদের ভাব মনে স্থান পাইবে না অধিকন্তু ঐরূপ ব্যবহার যখন তখন জীবহিংসার ইচ্ছাও উপশমিত হইবে। আমরা পূজায় বলির সংস্রব থাকায় নিতান্ত লজ্জিত বোধ করি, অথচ ভোজনকালে কোনরূপ ইতস্ততঃ করি না ইহা কি সঙ্গত?

তন্ত্রেত আছে—জীবো জীবস্য জীবনম্।

এক জীবই অন্য জীবের জীবন বা জীবনধারণের কারণ। আমরা ফল মূল শস্য যাহাই ভোজন করি তাহাতেই জীব-হিংসা জীব-নাশ হইতেছে। জল বায়ু ভূমি কোন স্থান জীবশূন্য। এই জন্য জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ হিংসার জন্য শাস্ত্রকারেরা আমাদের নিত্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। (এরূপ স্থলে ছাগাদি বৃহৎ জীবের হিংসা সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়া ব্যবস্থা হয় নাই তাহা নহে। তাহার অবিকল বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিলাম। বেদে এই সকল জন্য সর্ব্ব সংশয় নিরাস করিয়াছেন। "তস্মাদ্ যজ্ঞে

বধোঽবধঃ—যজ্ঞাদি স্থলে যে পশু বধ সে অবধ অর্থাৎ বধ জন্য দুরদৃষ্টের প্রয়োজকই নহে। বিধি দুই প্রকার প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। সময়াতন্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে "প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীব সংস্থিতৌ। প্রবৃত্তিমার্গ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি। নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

সর্ব্বভূত হিংসা নিষেধক শ্রুতির সহিত যজ্ঞীয় পশুঘাত বিধায়ক শ্রুতির অনৈক্য। সর্ব্বভূত হিংসা নিষেধক শ্রুতি প্রাণিহিংসা যে অনর্থ হেতু ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু তাহা যে যজ্ঞোপকারক নহে ইহাত জ্ঞাপন করিতেছেনা? অনর্থহেতুতা ও যজ্ঞোপকারিতা এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ। যজ্ঞস্থলে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারও করিবে, আবার হিংসা জন্য প্রত্যবায়ও উৎপাদন করিবে। আবার এই চরু ইত্যাদি দ্বারা যে যাগাদি তাহাতেও চরু ইত্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত বীজ নাশ হওয়ায় তজ্জন্যও প্রত্যবায় জন্মায়। যদিও যাগাদি জন্য শুভাদৃষ্ট হয় তাহা প্রচুর এবং তাহার তুলনায় হিংসা জন্য পাপও স্বল্প প্রায়শ্চিত্তে খণ্ডন হইতে পারে, কিন্তু ঐ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত না হইলে তাহাতে নরক উৎপাদন করিবেই, অতএব হিংসা যে অনর্থ হেতু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন ক্রিয়ার পশুঘাতই মুখ্য আবার কোথায় অঙ্গস্বরূপ। বিধির অর্থ ইষ্ট সাধনতা। বিধি মাত্র কর্ম্মই ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু কেবল ইষ্টেরই সাধন হয় অন্য কিছুই উৎপাদন করে না, সংসারে এমত প্রথম অবস্থায় সম্ভবে না, বা সংসারে এমন কিছুই নাই। কর্ম্মমাত্রেই কষ্টকর। পূজা পাঠ জপ হোম ব্রত উপবাস কার্য্যেই ক্লেশ আছে। যজ্ঞীয় পশুঘাত যেরূপ পাপজনক, অন্যান্য ক্লেশাদি

সেরূপ কষ্টকর নহে। বস্তুতঃ নরক রূপ বলবৎ অনিষ্টের উৎপাদন না করিয়া স্বর্গাদি ইষ্ট ফল জন্মাইবার কারণ হইলেই সেই কার্য্য এ স্থলের ইষ্ট সাধন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই বিধির ইষ্ট সাধনতার অর্থ।

২—(ক)

যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহারই অনুষ্ঠান করা আমাদের কর্ত্তব্য। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবে না। কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতীকার করিবে না। সর্ব্বদা সাধু থাকিবে। সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবে। ন্যায় পথে থাকিয়া অন্যায় আচরণের প্রতিবিধান করিবে। অসাধুকে সাধুতার দ্বারা জয় করিবে। কেহ অসদ্ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যত্ন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবে। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়। তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ আক্রান্ত ও বিচলিত হইতে পারে। ধর্ম্মভাব ম্লান হয়, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তুকে রূপবান করে সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গে অসাধু ভাবের দমন ও সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অসাধু সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাহার সঙ্গে

অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয় তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অসাধু সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। বিবাদ যত না ঘটে তাহা করাই কর্ত্তব্য, ক্রোধ সম্বরণ এবং ক্ষমা প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়। কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কৃতজ্ঞতার বিপরীত কৃতঘ্নতা ইহা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখা উচিত। অহরহঃ আপনাকে শিক্ষা দান ও আপনাকে শাসন করা কর্ত্তব্য। যিনি নিজেকে দমন করিতে না পারেন তাঁহার চতুর্দ্দিকেই যন্ত্রণা। পরশ্রীতে কাতর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, পরশ্রীতে কাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয় তাহার আর মনের আরাম বা শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষাকারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া এরূপ ক্ষুদ্রতা হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে এবং জ্ঞান অভ্যাস করিবে। যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যকে বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভ-মিচ্ছতা" সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে। কখন কাহাকেও অপবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। অপরের সদ্‌গুণ দেখিলে আনন্দ ও দোষ দেখিলে দুঃখিত

হওয়া কর্ত্তব্য। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়া প্রীতি করেন এবং এই জন্য তাহার গুণ দেখিলে সুখী ও দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান, সেইরূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে। তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করে; তাহার হৃদয় অতি ক্ষুদ্র। বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। একদিনও অহঙ্কার করিবে না। অনেকে শরীর দুর্ব্বল বা মনের পরিতোষ বা শরীরের উন্নতি হেতুবাদে মদ্য পান করেন, কিন্তু ইহা অতীব গর্হিত। মদ্য মদেয় মপেয় মগ্রাহ্যং। ইহাতে মন বুদ্ধি বিবেক নিস্তেজ ও প্রভাহীন হইয়া পড়ে ও হৃদয়ের পবিত্র ভাব সকল অসাড় হইয়া যায়, অন্তরাত্মার পরিতোষ আত্মপ্রসাদ তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল। আত্মপ্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়। আত্মা প্রসন্ন থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা তুষ্ট হয় না। বিষয় সুখে মন সুখী হইতে পারে। কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয় সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে। সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও পুণ্য লাভ হইবে। ভগবানের অশেষ কার্য্যকে কতদূর সম্পন্ন করিলে তিনি তাহা গণনা করেন না, তিনি যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা অকপটে সে নিয়োগ করুক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

সারথি যেমন অশ্ব সংযম করে তদ্রূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম করিবে। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত

হইলে অন্তঃকরণে অসৎ ভাবের উদয় হয়, কদাচ তাদৃশ অপবিত্র বিষয়ে যাইবে না। পবিত্র বিষয় উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিয়া অহরহঃ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। যখন যে প্রবৃত্তি উঠে তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগকে বিচরণ করিতে দিবে না। মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। যখন প্রলোভন সঙ্কুল সংসারে অবস্থান করিয়া ধর্ম্ম যাপন করিতে হইবে, তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পদে পদেহ বিপদ ঘটিয়া উঠে। পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপ অনুষ্ঠান কদাচ করিবে না। যাঁহারা মন, বাক্য, কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, তাঁহারাই মহাত্মা। ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। প্রাণপণে ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধর্ম্মও তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই পরলোকে থাকে না, কেবল ধর্ম্মই থাকেন; একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত ফল ভোগ করে। অতএব আপনার সাহায্যার্থে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম ইহকালের বন্ধু, ধর্ম্মই পরকালের নেতা। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। না ধনের দ্বারা না পুত্রের দ্বারা না কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগকরা হয় না, কিন্তু গৃহে থাকিয়া সংসারী হইয়াও হৃদয়ের কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। "ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈ-কেনামৃতত্ব মানশুঃ। যখন হৃদয়ের কামনা সকল নিরস্ত হয়, তখন এ বিশ্ব অমৃত হয়। এবং এই স্থানেই ইষ্টমূর্ত্তিকে উপভোগ করিতে পারা যায়।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে হস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

স্ত্রী পুত্র অ য়দিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে পোষণ করিবে এবং নিজে নিষ্কাম হইয়া ভোগের আসক্তি ত্যাগ করিবে। ইহার পূর্ণ আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি কেমন সংসারী একটী কীটপতঙ্গেরও আহার দিতে তিনি ভুলেন না। কঠোর প্রস্তর মধ্যে তিনি জীব জন্তুকে অন্ন যোগাইতেছেন। কিন্তু তিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না। কেবল সকলকে দিতেই থাকেন। যাহা তাঁহার আদেশ তাহা প্রাণপণে পালন করিবে। যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিবে। এই প্রকার আপনাকে ভুলিয়া এইরূপে তাঁহার কার্য্য করিতে থাকিলে নিশ্চয় তিনি আমাদিগকে ভুলিবেন না। তোমার যে সকল অভাব তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন। তিনি তোমাকে যাহা দেন তাহাই যথেষ্ট বলিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রহণ করিবে। তিনি যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবে। বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া বিচলিত হইবে না। কর্ম্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়া কর্ম্ম করিবে; বিশ্রামের সময় তাঁহাতেই থাকিয়া বিশ্রাম করিবে। পশুরাজ্যে স্বাধীনতা নাই। ঈশ্বর আত্মাকে স্বাধীনতা অলঙ্কার দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা থাকাতেই আমাদের ধর্ম্ম কার্য্যে অধিকার হইয়াছে। আমাদের কেবল কর্ম্মতে অধিকার হইয়াছে, কদাপি তাহার ফলেতে নহে। ফল ফলদাতার হস্তে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"॥ সর্ব্ব প্রযত্নে কর্ম্ম করিবে। কিন্তু তাহার ফলের জন্য ব্যাকুল হইবে না, এই ভাবে কার্য্যাদির দ্বারা যখন

আমরা আপন মনে ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিতে পারিব, তখনই সেই প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাহাতে মগ্ন হইব।

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥
"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব
চক্ষুরাততং॥

সেই আত্মাই কৃতাত্মা, সেই আত্মাই ভাগ্যবান্, যে রাহু-মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া শরীরে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে অবস্থান করে, সে ইহ সংসারেই ব্রহ্মলোক অনুভব করে।

"স সেতুর্বিধৃতি রেষাং লোকানামসম্ভেদায়।
নৈনং সেতু মহোরাত্রেতরঃ ন জরা ন
মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং।
সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে অপহত-
পাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং
তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো
ভবতি উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা
এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে।
সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

(কঠোপনিষদ)

দেহ রক্ষা, দার প্রতিগ্রহ, স্ত্রী পুত্রাদি পালন, সামাজিক ক্রিয়া কলাপ প্রভৃতি সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এই মত ধর্ম্মকার্য্য

মনে করিয়া ভগবানের উদ্দেশে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই তাহাতে কোন পাপস্পর্শ না হইবার সম্ভাবনা।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

আহার অতি সামান্য কার্য্য। কিন্তু সেই আহার পরিমিত ও সাত্ত্বিক হইলে দেহের সুস্থতা, মনের শান্তি, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্তি এবং তাহার ফলে ইহলোকে প্রকৃত সুখ ও পরলোকের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধি, আবার অপরিমিত ও রাজসিক ভাবে আহার করিলে দেহের অসুস্থতা, মনের উগ্রতা, সৎকর্ম্মে বিরাগ ও অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং তাহার ফলে ইহলোকে দুঃখ ও পরলোকের নিমিত্ত চিত্তবিকার এই সমস্ত অশুভ ঘটে। অতএব আহারও ধর্ম্ম কার্য্য মনে করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া পবিত্র ভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে ভক্তি মানবের পক্ষে শুভকর ও কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকিলে জগতের অনন্ত শক্তি নিরন্তর আমাদের সহায় ও কার্য্য পরিদর্শক রহিয়াছেন। এই বিশ্বাস আমাদিগকে অনেক পাপ হইতে দূরে রাখিয়া থাকে। তিনি মহান্ পবিত্র ও পূর্ণ এই পর্য্যন্ত আমাদের বোধগম্য তদ্ভিন্ন তাঁহাকে ভক্তি করিলে তিনি প্রীত হইয়া আমাদের মঙ্গল করেন কিনা এই প্রশ্ন দ্বারা মন কলুষিত করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা যাহা চাহি তাহাই যে পাইব তাহার স্থিরতা নাই, তবে একথা নিশ্চিত আমরা কোন অন্যায় প্রার্থনা করিলে তাহা পূরণ হইবে না। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহাই যেন পাই, তাহাই যেন হয়, এই পর্য্যন্ত প্রার্থনাই কর্ত্তব্য। একাগ্রতার সহিত এই

প্রার্থনা করিলে আমাদের একাগ্রতা সেই ফল আনিয়া দিবে। উপাসনা কালে নিজের ইচ্ছামত প্রার্থনা না করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখার উদাহরণ আমার সন্ধ্যাবন্দনায় "যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতী রিব মাতরঃ॥" মাতা যেমন সন্তানের যাহাতে ভাল হইবে সন্তান তাহা জানুক আর নাই জানুক তাহাই দিবেন; তদ্রূপ ঈশ্বরও উপাসকের যাহাতে ভাল হয়, সে তাহা জানুক আর নাই জানুক তাহাই দেন। যে জাতির যেরূপ প্রাচীন পদ্ধতি আছে যথাযোগ্য ভক্তি ভাবে তদনুসারে হওয়া উচিত। নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করা কঠিন; এবং তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী তখন তিনি মূর্ত্তি বিশেষেও আছেন, আর সেই দেব দেবীতে অনন্ত শক্তির পূজা করা হয়। মূর্ত্তি পূজা যে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা তাহা পূজা প্রণালীতেই প্রচুর প্রমাণ। আমরা যে মূর্ত্তির পূজা করি তখন সেই মূর্ত্তিই অনাদি অনন্ত বিশ্বব্যাপি ঈশ্বরের মূর্ত্তি মনে করিয়া থাকি। নিত্য পাঠ্য মহিম্নস্তবে ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণব মিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পর-মিদ মদঃ পথ্য মিতিচ। রুচীনাং বৈচিত্র্যা দৃজুকুটিল নানা পথ-জুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সা মর্ণব ইব॥

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘ স্ত্ব মসি হুতবহস্ত্বং
জগদ্বায়ুরূপা তৃষ্ণাকাশো মনশ্চ
প্রকৃতি রপি মহৎ পূর্ব্বিকহঙ্কৃতিশ্চ।
আত্মা এবাসি মাতঃ পরমসি ভবতী
তৎ পরং নৈব কিঞ্চিৎ, ক্ষন্তব্যো মে
হপরাধ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতা
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

—০—

২— খ

আমাদের হিন্দুধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। তাহার বীজ এই যে, আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। যিনি সকল বৈচিত্রের মূল, সকল সংসারের একাধিপতি, তাঁহার আবাস স্থল আমাদের আত্মা। আত্মাকে যদি না জান তবে সকলি শূন্য। এই কারণে সকলেই আত্ম জ্ঞানে তৎপর হও। এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা তাহার অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে অশরীর পরমাত্মাকে দেখিবে। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিবে। এই অধ্যাত্ম যোগ। ভক্তির সহিত এই যোগযুক্ত হইলে সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, মৃত্যুর পর শরীর পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু এই যোগ যুক্ত হইয়া আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিয়া থাকে। শরীর ধারণ ও সুস্থতার জন্য যেমন প্রত্যহ আহারাদি নিয়মিত আবশ্যক, তদ্রূপ আত্মার সুস্থতার জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ঈশ্বরের উপাসনা আত্মার অন্ন। দেশ কাল ব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী সত্য অনন্ত পরম ব্রহ্ম ভগবানকে স্বীয় ইষ্টদেবী জানিয়া প্রেমভাবে নিত্য আরাধনা করিবে।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

কুলপাবন যেমন সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রযত্নে নিজ সুখ ভোগের কামনা

খর্ব্ব করিয়া পিতা মাতার সেবা করে এবং তাহাদিগকে প্রিয় কার্য্যের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ ভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে পিতা মাতা ভ্রাতা ইত্যাদি সকল ভাবিয়া এককালীন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। অভদ্র দর্শনে শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, এমতে যে সকল আমোদ প্রমোদে ধর্ম্মভাব মলিন হয়, যেখানে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। পাপসংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে। সৎসঙ্গ সৎ আলোচনা সৎগ্রন্থ পাঠ মানসিক উন্নতির প্রধান উপায়। উত্তম মানব জন্ম লাভ করিয়া যদি আত্ম উন্নতিতে সমাহিত না হইয়া মানব জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহাকে আত্মঘাতী বলিতে পারা যায়। আমাদের সাধারণ নিয়ম যে যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয় তৃষা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে, এবং প্রকৃত তৃপ্তিস্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারে আসক্তি ত্যাগ করিবে। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদাই এই লক্ষ্য রাখিবে; যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদকে পরাজয় করিবে। প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবে না। মনের মধ্যে সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ও বিবেচনা পূর্ব্বক আপনাকে রক্ষা করিবে। আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা সত্যব্রত থাকিবে। যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না অথচ লোকের প্রীতি ও কল্যাণ উৎপন্ন হয় তাদৃশ বাক্য কহিবে। যাহা সত্য কিন্তু তাহা কহিলে কাহারো হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয় তাহা সংযত

করিয়া রাখিবে। ধর্ম্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবে না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একবারে ত্যাগ করিবে। বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবে। ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও নাই। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য আমাদের জীবন ধারণের কতক গুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈবচ।
প্রাণায়াম স্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধি রেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য সং)

হে গার্গি যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ঐ অষ্টাঙ্গ যোগ। পুনরায় পাতঞ্জল দর্শনে যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার এই পাঁচটী বহিরঙ্গ এবং ধ্যান ধারণা সমাধি অন্তরঙ্গ সাধন।

এক্ষণে দেখা যাউক যম কাহাকে বলে—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং
ক্ষমা ধৃতি র্ম্মিতাহারঃ শৌচস্তেতে যমা দশ॥

এই দশটী যম।

১। অহিংসা— কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা। অক্লেশজননং প্রোক্তং হিংসাত্বেন যোগিভিঃ। বিধ্যুক্তং চেদহিংসা স্যাৎ ক্লেশজন্মৈব জন্তুষু॥ চোদিতশ্চেদ্ হিংসা স্যাদভিচারাদি কর্ম্ম যৎ॥ স্বীয় কর্ম্ম বাক্য ও মনের দ্বারা কাহাকেও কষ্ট দিবে না।

২। সত্য—সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্॥

৩। অস্তেয়—কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহঃ। কর্ম্ম

মন ও বাক্যের দ্বারা পরদ্রব্য গ্রহণে যে স্পৃহারাহিত্য তাহারই নাম অস্তেয়।

৪। ব্রহ্মচর্য্য—কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা। সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে। কর্ম্ম মন এবং বাক্যের দ্বারা সকল অবস্থাতে সর্ব্বদা মৈথুনেচ্ছা ত্যাগ করাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়। এক্ষণে মৈথুন শব্দের অর্থ কি—স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্ সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্ব্বৃত্তি রেবচ এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ!

পূর্ব্বদৃষ্ট রমণীগণকে স্মরণ, তাহাদের গুণকীর্ত্তন, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, কুৎসিত ভাবে তাহাদিগকে দর্শন, গোপনে তাহাদের সহিত সম্ভাষণ, সম্ভোগেচ্ছা, তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় যত্ন এবং ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত লাভ ইহাই মৈথুন শব্দের অর্থ। এই সমুদায় হইতে নিবৃত্তি থাকাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। মুমুক্ষু ব্যক্তি এই সমুদায় ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে।

৫। দয়া—দয়া ভূতেষু সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহস্পৃহা। কায় মন বাক্য দ্বারা সকলের প্রতি অনুগ্রহ করাকে দয়া বলে। অনুগ্রহ করিবার বাসনা সর্ব্বদা বলবতী থাকা আবশ্যক।

৬। আর্জ্জব—প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বমার্জ্জবম্। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে সমতা ভাবকে আর্জ্জব বলা যায়।

৭। ক্ষমা—প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাম্। প্রিয় ও অপ্রিয় সকল কার্য্যেই জীবগণের প্রতি যে সমতাভাব তাহাকেই ক্ষমা বলে।

৮। ধৃতি—অর্থহানৌ চ বন্ধুনাং বিয়োগে চাপি সম্পদঃ। ভূযঃ প্রাপ্তৌ চ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনং ধৃতিঃ।

অর্থহানি ও সম্পদ প্রাপ্তি এবং বন্ধুগণের বিয়োগ জনিত সুখ দুঃখাদিতে চিত্তের স্থৈর্য্য অবলম্বনকে ধৃতি বলা যায়।

৯। মিতাহার—অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ভক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্যবাসিণাম। দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য যথেষ্টং ব্রহ্মচারিণাম্। তেষাময়ং মিতাহার স্বন্যেষামল্পভোজনম্। এক্ষণে উপযুক্ত পরিমাণ ভোজনকে মিতাহার বলা যায়।

১০। শৌচ—শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যাভ্যন্তর মেবচ। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্। শৌচ বাহ্য ও অভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা যে শৌচ তাহা বাহ্য আর চিত্ত-শুদ্ধিরূপ যে শৌচ তাহা অভ্যন্তর শৌচ।

নিয়ম—তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং ঈশ্বর পূজনম্। সিদ্ধান্ত শ্রবণঞ্চৈব হ্রী মতিশ্চ জপো ব্রতম্। নিয়ম শব্দের অর্থ পূর্ব্বোক্ত দশটী।

১। তপঃ—বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ। শরীরশোষণং প্রাহু স্তপসাং তপ উত্তমম্।

২। সন্তোষ—যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসো ভবেদিতি। যা ধীস্তা মৃষয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণম। প্রতিদিন যাহা কিছু হয় বা ঘটে সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকাকে সন্তোষ বলা যায়।

এ সংসারে সন্তোষই একমাত্র শান্তি। পাতঞ্জল দর্শনে আছে, সন্তোষাদনুত্তম সুখলাভঃ।

৩। আস্তিক্য।—ধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসো যত্তদাস্তিক্যমুচ্যতে। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের উপর যে বিশ্বাস তাহাই আস্তিক্য।

৪। দান—ন্যায়ার্জ্জিতং ধনমন্ন ংস্তদ্বা যৎ প্রদীয়তে। আর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তং দান মেত দুদাহৃতম্॥

অল্পই হউক আর অনল্পই হউক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবে। দাতার শ্রদ্ধাপাত্রের উপযুক্ততা অনুসারে দানে উৎকর্যতার তারতম্য হয়। যাহাকে দান করিলে অসৎকর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হয় তাদৃশ অসৎ পাত্রে দান ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ভরসা, সেই ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য দান করিতে হয় দানের জন্য অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবেনা। তাদৃশ দানে পুণ্য লাভ হয় না, প্রত্যুতঃ মহৎ পাপে পতিত হইতে হয়। অতএব যদি ধন দানে সামর্থ্য না থাকে তবে আর আর উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখ মোচন করিবে। কদাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবে না। এমন কি আপনার জীবিকা ও অবশ্য পোষ্য পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্যও অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবে না।

৫। ঈশ্বর পূজা—যৎ প্রসন্নস্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্র মেবচ। যথাশক্ত্যার্চ্চনং ভক্ত্যা এতদীশ্বরপূজনম্। নিজের শক্তি অনুসারে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে নিজ ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিবে। কদাচ শ্রদ্ধাহীন হইয়া কোন কার্য্য করিবে না।

৬। সিদ্ধান্ত শ্রবণ—সিদ্ধান্ত শ্রবণং প্রোক্তং বেদান্ত শ্রবণং বুধৈঃ।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বেদান্তবাক্যে সদা রমন্তং কৌপিনবন্তং খলু ভাগ্যবন্তং॥

৭। হ্রী—বেদ লৌকিক মার্গেষু কুৎসিতং কর্ম্ম যদ্ভবেৎ। তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীস্তু সৈবেতি কীর্ত্তিতা।

বৈদিক এবং লৌকিক পন্থায় যে সকল কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে লজ্জা বোধ হয় তাহাই হ্রী বলিয়া কথিত। অন্যের মুখ হইতেও একটী অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান। হ্রীমান ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করেন। এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করেন। যাহার হ্রী নষ্ট হয় কল্যাণকর ধর্ম্ম পথে তাহার বাধা জন্মে এবং অধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব কথাতে ভাবেতে, বেশ বিন্যাসে যত্ন পূর্ব্বক হ্রীকে রক্ষা করিবে।

৮। মতি—বিহিতেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবেৎ। বেদ বিহিত কর্ম্ম সমূহের উপর যে শ্রদ্ধা তাহাই মতি।

৯। জপ—গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি বেদ বাহ্য বিবর্জ্জিতঃ। বিধিনোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ। বেদ বিধি ও মন্ত্র শাস্ত্রের অনুসারে গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের সাধন করাকে জপ বলা যায়।

১০। ব্রত—ধর্ম্মার্থ কাম সিদ্ধার্থ মুপায়গ্রহণং ব্রতম্। ধর্ম্ম অর্থ ও কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয় তাহাই ব্রত।

আসন—স্থির সুখমাসনং। যে ভাবে বসিলে দেহের কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা মনের কোনরূপ চাঞ্চল্যাদি না হয় অথচ চিন্তনীয় চিন্তা করায় বিশেষ আনুকূল্য হয় এবং অতীব সুখাবহ ভাব মনে হয়, তাহারই নাম আসন। ইহা বিভিন্ন প্রকার, সাধারণতঃ ৫ পাঁচটী। আসন ইত্যাদি অন্যান্য গুরুতর বিষয় সকলে গুরুর নিকট উপদেশ লইবেন।

——০——

(৩)

কর্ম্ম আবশ্যক কি না? কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ সম্ভবে কি না? এক্ষণে মুক্তি শব্দের অর্থ কি? মুক্তি অর্থে যদি বন্ধনচ্ছেদ ধরা হয়, তাহা হইলে বন্ধনচ্ছেদ শব্দের অর্থ কি? সংসার বন্ধন অর্থে নশ্বর পদার্থ, তাহা হইলে মুক্তি কি অক্ষয় স্বর্গ। বেদাদিতে দৃষ্ট হয় যে ইহকালের সুখ যেমন নশ্বর পরকালের সুখও সেইরূপ নশ্বর। অবিনশ্বর স্বর্গসুখ সম্ভবে না। যে জিনিষের উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। কর্ম্মফলে যাহা লাভ করা যায় তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে অক্ষয় স্বর্গ শব্দের অর্থ করা যাইতে পারে যে সুদীর্ঘ কাল ভোগ। ভগবদ্‌গীতাতেও স্পষ্ট আছে নিষ্ঠাবান কর্ম্মফলে স্বর্গ লাভ করেন, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহা হইলে অক্ষয় স্বর্গ মুক্তি হইতে পারে না। চিরকালের জন্য দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মভাব মুক্তি অনেকে বলেন, তাঁহাদের মত কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্র মুক্তিদান করে। কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞান, একত্র দেহে অবস্থান সম্ভবে না। একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞান হইলে তাঁহার দ্বারা কর্ম্ম কি সম্ভবে। সেইরূপ জ্ঞান জন্মিলে তিনি পূর্ণ। রোগার্ত্ত শত পুত্রের আর্ত্তনাদেও তিনি অচল অটল; জীবন মরণ সকল তাঁহার সমবস্থা, এমত ব্যক্তি কেমন করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

কর্ত্তা, করণ, ক্রিয়া এই বিভিন্ন ভাবের সমাবেশে কর্ম্মের সৃষ্টি। যাঁহার বিষ্ঠা চন্দনে সমান জ্ঞান তাঁহার কর্ম্ম অসম্ভব। আমাদের শাস্ত্রকারেরা কর্ম্মের গুণ দোষ দুই বলিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র সকলেরই হিতকারী। যেমন রোগীর অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা,

শাস্ত্রও তদ্রূপ। বৈধ কর্ম্মফলে স্বর্গ ভোগ করিতে পাইলে তখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হয়। সেই সত্ত্ব গুণ বা দেবভাব যদি হৃদয়ে প্রবল বা বদ্ধমূল হয় তখন সত্ত্ব গুণের স্বাভাবিক কার্য্য হইতে থাকে। কিন্তু উৎকট কামনা থাকিলে রজোগুণের আধিক্য প্রযুক্ত প্রবল সংস্কার রূপে বদ্ধমূল হইতে পারে না। রজোগুণই প্রবল থাকে, তাহার ফলে সংসারাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে হয়। তবে কুকর্ম্মের ফলে যেমন ভ্রমণ দীর্ঘকালব্যাপি, বৈধ কর্ম্মের ফল সেরূপ নহে, কেননা দেবভাব প্রবল থাকিলে ক্রমশঃই উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। বৈধ কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং এই চিত্তশুদ্ধি হইতে আত্মতত্ত্ব লাভ হয়। আত্মতত্ত্ব লাভ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ কি মুক্তি নহে।

---

(৪)

ভগবানের অনন্ত করুণায়, অনন্ত বিভূতিতে বিশ্বাসই হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান বিশেষত্ব। অবতার বিশেষ বা মহাপুরুষ বিশেষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেই মুক্তি হইবে, তদ্ভিন্ন কিছুতেই মানুষের মোক্ষলাভ সম্ভবে না এ কথা বিশ্বাস্য নহে। বিভিন্ন শাস্ত্র ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার করুণাকে বিভূতিকে কোন প্রকার সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহারা সংকীর্ণতার পরিচয় দেন নাই। সকল মহাত্মাই স্বীকার করেন, ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁহার বিভূতি অনন্ত। সৃষ্টিকালের প্রারম্ভ হইতে এযাবৎ মোহপ্রাপ্ত মানবকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য ঐশ্বরিক বিভূতি সম্পন্ন অসংখ্য মহাত্মা নানারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজ।

সত্ত্ব গুণের আধার ভগবানের অবতার অসংখ্য। শুদ্ধ তাহাই নহে যত্র জীব তত্র শিব। একমেবাদ্বিতীয়ম্ (সেই এক সৎবস্তু ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনও পদার্থের অস্তিত্বই জগতে নাই।)

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ প্রভৃতি তথ্যবর্ম্মতে হিন্দুর নিকট সুপরিচিত। ইন্দ্র মিত্রং বরুণ মগ্নি মাহুরথো দিব্য সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা কল্পয়ন্ত্যগ্নিসমং মাতরিশ্বান মাহুঃ॥

(ঋক ১ম মণ্ডল)

সেই সদ্‌বস্তুই লোকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ বায়ু যম অগ্নি প্রভৃতি বিবিধ নামে আখ্যাত।

সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভি রেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি॥

(ঋক ১০ম)

সেই বস্তুকে কবিগণ নানারূপবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং। সর্ব্ব-দেব নমস্কারঃ শঙ্করং প্রতি গচ্ছতি॥ আমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের মূল এই তত্ত্বটীর প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়।

যে চান্য-দেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়া ন্বিতাঃ।
তে তু মামেব কৌন্তেয় যজন্তি বিধিপূর্ব্বকং॥

(গীতা ৯ম)

যাহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অন্য দেবতার আরাধনা করে তাহারাও আমাকেই ভজনা করে। ফল কথা একেতে অনেক, অনেকেতে এক বা অনেকেরও অনৈক্যের মধ্যে একেরও ঐক্যের সন্ধান

করিতে এক সদ্‌বস্তুর অনন্ত বিভূতি স্বীকার পূর্ব্বক সাধকের সামর্থ্যানুসারে প্রতীকোপাসনার সাহায্যে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপের ধারণা করিতে শিক্ষা দেওয়াই হিন্দু ধর্ম্মের বীজভূত তত্ত্ব, উহাই সকল শাস্ত্রের সার কথা। যিশু, মহম্মদ, জিন, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে।

যদ্‌ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভূতম্‌॥

এই জগতে যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ তৎ সমুদয় তাঁহার অংশভূত। এই উদার শিক্ষার ফলে শাক্যসিংহ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত এবং পীর পয়গম্বর হিন্দুর শ্রদ্ধার পাত্র। অনন্তপ্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার করুণার বা বিভূতির সীমা নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। ঐশ্বরিক বিভূতির অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের মহর্ষিরা উপাসকদিগকে আপনাদিগের রুচি ও প্রকৃতি ভেদে উপাস্য দেবতার রূপ কল্পনা করিবার স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মে যেরূপ উপাস্য দেবতার আকৃতি প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিয়া উপাসকদিগের স্বাধীন চিন্তার পথ নিরুদ্ধ ও অপর ধর্ম্মের উপাস্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ পথ পরিষ্কৃত, হিন্দু ধর্ম্মে সেরূপ নাই। ঈশ্বরের বিভূতি বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা উপাসকের সাধনার প্রথম অবস্থার চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী জানিয়া মহর্ষিরা উপাসকদিগকে স্ব স্ব উপাস্য দেবতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যপ্রকৃতির

বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা প্রণালী বিষয়েও মহর্ষিরা উপাসকদিগকে বহু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন।

উপাস্য যাহাই হউক, উপাসনা প্রণালী যেরূপেই হউক, ভক্তি থাকিলেই মুক্তি লাভ ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের মত। এইরূপ ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অধিকারী ভেদে যোগ, কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা উপাসকদিগের আছে। অসভ্য বন্য জাতীয় রাজার গৃহে একটীর অধিক প্রবেশ পথ থাকে না, সেইরূপ ঈশ্বরের নিকট যাইবার একটীর অধিক পথ নাই, ইহা হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত নহে। হিন্দুর ভগবান সহস্রদ্বার ও সহস্র সোপান বিশিষ্ট প্রাসাদে থাকেন। ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ সোপান পথে সাধক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণব মিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পর মিদমদঃ পথ্য মিতিচ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যা দৃজু কুটিল নানা পথ জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সা মর্ণব ইব॥

এইরূপে ঐশ্বরিক বিভূতির অনন্তত্ব ও সাধন মার্গের অনেকত্ব স্বীকার করিয়া মহর্ষিরা মানবের চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

---
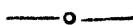
(৫)

বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে বুঝা যায় কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ হয়, এবং কর্ম্ম হইতে সংসারবন্ধন হয়, মুক্তি অর্থে বন্ধনচ্ছেদ,

কর্ম্মবাদীর মতে ইহা অক্ষয় স্বর্গ, সংসার বন্ধন অর্থে নশ্বর স্বর্গ, নরক জন্মান্তর। একই শাস্ত্রে কর্ম্মের এই দুই প্রকার ফল নির্দ্দেশ থাকাতে আমরা সন্দিহান হইয়া পড়ি। শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ দর্শনে শাস্ত্রের প্রতিও অবিশ্বাস হয়। সুতরাং এ বিষয়ের যুক্তি দ্বারা মীমাংসা আবশ্যক। কেহ বলিতে পারেন, বিরোধ আবার কি, কর্ম্ম নানা প্রকার তন্মধ্যে সোম যাগ প্রভৃতি মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ এবং অন্যান্য যাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম হইতে সংসারবন্ধন হয়। ইহা বলিলে, আপাততঃ বিরোধ নাই, ইহা কিন্তু বিচারে স্থায়ী প্রতিপন্ন হয় না। কেননা, বেদে স্পষ্ট লিখিত আছে যে কোন কর্ম্মই মুক্তির কারণ হইতে পারে না। বেদে লিখিত আছে যে, ইহকালের সুখ ভোগ যেমন নশ্বর, পরকালের সুখভোগও তেমনই নশ্বর, অবিনশ্বর সুখ হইতে পারে না। যে বস্তুর উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশ নিশ্চিত। কর্ম্মফলে স্বর্গসুখ উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহারও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অক্ষয় স্বর্গ অলীক, তবে অক্ষয় স্বর্গ মর্ম্ম সুদীর্ঘ কাল-ভোগ্য অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত ভোগ্য স্বর্গ, গীতায় স্পষ্ট ব্যক্ত যে নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ ব্যক্তি সোম যাগ করিয়া আমার নিকট স্বর্গ প্রার্থনা করে; এবং তাহার ফলে স্বর্গ লাভ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে পতিত হয়। অতএব যাগাদির দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা অক্ষয় নহে। সুতরাং পতন ও জন্মান্তর হয়। তাহা হইলে সংসার বন্ধনের নিবৃত্তি কিরূপে। অক্ষয় স্বর্গ নামক মুক্তি না থাকিলেও যেরূপ মুক্তি অপরে মানিয়া থাকেন, অর্থাৎ চির-কালের জন্য দুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মভাব সেই মুক্তি অবলম্বনে অনেকে মত দেন যে কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্র মিলিয়া মুক্তি সম্পাদন করে।

যে কর্ম্ম জ্ঞানের সহিত অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইতে সংসার-বন্ধন হয়। এই মত কি মতে গ্রাহ্যকারণ কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্র মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিতে পারে না। দেহাদিতে আত্মত্ব অভিমান না থাকিলে, অনুরাগ বিদ্বেষ হয় না। অনুরাগ বা বিদ্বেষ না থাকিলে, কর্ম্মে প্রবৃত্তিও হয় না। আত্মাকে যদি বেদান্তসম্মত নির্গুণ নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় একমেবাদ্বিতীয়ং চৈতন্য মাত্র বলিয়া প্রগাঢ় প্রতীতি হয়, তখন প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম সে ব্যক্তির দ্বারা কদাপি হইতে পারে না। কর্ম্ম পরিত্যাগে তাহার ইচ্ছা হয় না, আপনা হইতেই কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করে। উক্ত আত্মজ্ঞান মৌখিক নহে। সাক্ষাৎকারস্বরূপ হইলেই সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়, এবং কর্ম্ম পরিত্যক্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে। কর্ম্ম যাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে সম্মুখে শত রোগার্ত্ত পুত্রের আর্ত্তনাদেও তিনি অচল অটল, দহ্যমান গৃহে থাকিয়াও তিনি নিঃশঙ্ক। যার বাহ্য অভ্যন্তর সমান, শত্রু মিত্র, জীবন মরণ, সুখ দুঃখ সমান, এমন মহাত্মা কি মতে কর্ম্ম করিবেন। যিনি পূর্ণ, যিনি দেখিতেছেন, তিনি ভিন্ন জগতে কিছু নাই, জগৎ নাই, তাহার কর্ম্ম কিরূপে সম্ভবে। কর্ত্তা, করণ ও ক্রিয়া এই সকল বিভিন্ন ভাবের উদ্দীপনায় কর্ম্মের সৃষ্টি, যিনি একমেবাদ্বিতীয়ং তাঁহার কর্ম্ম কিরূপে ঘটিবে। তাঁহার বিষ্ঠা চন্দনে, পণ্ডিত মূর্খে, বেদে বিদ্যাসুন্দরে সমভাব, এই ভাব যাহার মৌখিক নহে, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী তাহার কর্ম্ম অসম্ভব।

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ চিন্তা নিদ্রা বিবর্জ্জিতঃ।
বা লভাব স্তথাভাব ব্রহ্মজ্ঞান স্তথোচ্যতে॥

ইহা হইতে বুঝা যায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের একত্রে সমাবেশ হইতে পারে না।

আত্মা নির্গুণ না হইলেও দেহাদিতে আত্মত্ব বুদ্ধি এবং দুঃখে সুখত্ব বুদ্ধি প্রভৃতি ভ্রম হইতেই বিষয় বিশেষে অনুরাগ ও বিদ্বেষ জন্মে। আত্মা যে দেহাদি হইতে ভিন্ন এই জ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রম নষ্ট হইলে অনুরাগ বিদ্বেষ থাকে না। দৈহিক সম্বন্ধ বন্ধনে স্নেহ মমতার আশ্রয় স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অনুরাগ বা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ থাকে না; বিনশ্বর স্বর্গসুখের পরিণাম চিন্তা করিয়া স্বর্গভ্রংশের ক্লেশ মনে করিয়া সেই সুখ:কও আর সুখ বলিয়া মনে হয় না। এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে সুখ বোধে যে স্বর্গের প্রতি অনুরাগ ছিল, সুখবোধ দুর হওয়ায় সে অনুরাগ আর থাকে না। তখন কর্ম্মপ্রবৃত্তি কেন আর হইবে। যোগমতে আত্মা নির্গুণ, সুখ দুঃখ প্রকৃতির ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। প্রকৃতি যে আত্মা নহে, আত্মা যে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এই জ্ঞান হইলে আত্মা ও প্রকৃতির যে অভেদ ভ্রম তাহা বিনষ্ট হয় সুতরাং কোন সুখেই অনুরাগ থাকে না। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে কোন মতেই তত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়া মুক্তিসম্পাদন করিতে পারে না। যদি ধরা যায় কর্ম্ম শব্দের অর্থ অদৃষ্ট, জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার ফলে অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট ও তত্ত্বজ্ঞান একত্র মিলিত হইয়া মুক্তি দান করে, ইহাতেও ঠিক বুঝা যায় না, কারণ জ্ঞান যদি মুক্তির কারণ হয়, তবে অদৃষ্টকে পৃথক কারণ বলিব কেন? বেদাদিতে প্রমাণ হইয়াছে কর্ম্ম ও জ্ঞান মিলিত হইয়া মুক্তিসম্পাদন করে, কেবল তত্ত্বজ্ঞান কারণ নয়। এই হইতে বুঝায় যে কর্ম্ম ও আত্মতত্ত্ব, বিষয়ে শাস্ত্রীয় উপদেশ জ্ঞান হইতে

চিত্তশুদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। যে ভ্রম আত্মার স্বরূপ আবৃত রাখিয়াছিল সেই ভ্রম দুরীকরণের জন্য আত্মজ্ঞানের আবশ্যক, সেই ভ্রম নষ্ট হইলে চিরপ্রকাশ আত্মস্বরূপ, মোক্ষরূপে প্রকাশ পায়। অনেকের মতে চির কালের জন্য দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি; পুনর্জ্জন্ম প্রতিরুদ্ধ হইলেই এই দুঃখনিবৃত্তি। ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, অনুরাগ দ্বেষ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না, ভ্রম ব্যতীত অনুরাগ ও বিদ্বেষ হয় না, এইরূপে আমরা ক্রমেই বিকৃত হইয়া প্রকৃত পন্থা পাই নাই।

যঃ জানাতি স জানাতি নান্যে বাদরতা জনাঃ।
শাস্ত্রারণ্যে ভ্রমন্তীতি তে নিষ্কৃতিনাপি ক্বচিৎ॥

শাস্ত্রেই কর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন আছে, আবার তাহাতেই কর্ম্মের বিধি আছে, ইহা প্রতারণা নহে।

সকলের রুচি সমান নহে, সকলের শক্তিও সমান নহে, কিন্তু শাস্ত্র সকলেরই হিতকারী,যাহার যেমন রুচি এবং শক্তি তদনুসারে শুভ পথে লইয়া যাওয়াই শাস্ত্রের লক্ষ্য। বৈদ্য যেমন ধাতুভেদে একই রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করেন, ইহাও তদ্রূপ। সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি নরকের ভয় না করিয়া তুচ্ছ সুখের লোভে কত কুকর্ম্ম করিতেছে, তাহারা যদি স্বর্গসুখের লোভে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হয়, বৈধ কর্ম্ম করে, তাহার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারিত এবং আংশিক সংযমের পরিচয় তাহার হইয়া থাকে। বৈধ কর্ম্ম ফলে স্বর্গ ভোগ করিতে পাইলে সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধিও হয়, সেই সত্ত্ব গুণ বা দেবভাব যদি মনে প্রবল বা বদ্ধমূল হয়, তখন সত্ত্ব গুণের স্বাভাবিক কার্য্য হইতে থাকে, বিষয়ের দোষ দর্শন ও ভ্রম নিবৃত্তির

চেষ্টা এই সকল হইতে থাকে। তবে উৎকট কামনা থাকিলে রজোগুণই প্রবল সংস্কার রূপে বদ্ধমূল হয়। তাহারই ফলে সংসারাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে হয় বটে, কিন্তু কুকর্ম্মাদি ফলে এই ভ্রমণ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী এবং দীর্ঘতর কাল ব্যাপক বৈধ কর্ম্মের ফলে তাহা হইতে পারে না। কেননা দেবভাব প্রবল হইলে তত্ত্ব-জ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হয়, অতএব ভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী নহে, কামনা বদ্ধমূল হইলেও দেবভাবপ্রসূত আবৃত সত্ত্বগুণ কোন না কোন সময়ে বৈরাগ্য আনয়ন করিয়া মুক্তি লাভের সহায়তা করে; সুতরাং দীর্ঘকাল ব্যাপী ভ্রমণের লাঘব করিতে পারে। বৈধ এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মমাত্রই প্রবৃত্তি জন্য যত দিন দেহ থাকে, ততদিন সকল কর্ম্ম পরিত্যক্ত হইতে পারে না বা সকল কর্ম্ম কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারে না। প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞানীকে পরিত্যাগ করে; এই জন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান একত্র মিলিতে পারে না। বিশ্বে প্রাণিমাত্রেই প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মের অনুরাগী, ধর্ম্মহীন ভোগই উপভোগ; উপভোগে কামনা বৃদ্ধি হয়, ধর্ম্মপূত ভোগে বিষয় দোষে দর্শন ঘটে, এই ধর্ম্মপূত ভোগের মূল বৈধ কার্য্য কর্ম্ম-নিহিত, বৈধ কাম্য কর্ম্ম মুক্তির সন্নিহিত বা নিয়ত উপায় না হইলেও প্রথম এবং সাধারণ উপায়রূপে গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু এই স্পৃহা নিবৃত্তি না হইলে দ্বিতীয় সোপানে পদার্পণ করা যায় না। যে ব্যক্তি কামনার তাড়নায় নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারে সে যদি বৈধ কর্ম্মের সময়ে সাত্ত্বিক সাজিয়া নিষ্কাম ভাব দেখায় তাহা তামস ভাবেরই পরিচায়ক। কাম্য কর্ম্মফলে অবিশ্বাসেরই পরিচয়। যে ব্যক্তি প্রথম সোপানেরও অনেক দূরে আছে, তাহার দ্বিতীয় সোপানে উঠিতে বহু বিলম্ব। সেই প্রথম সোপান

হইতেই যিনি অবিশ্বাসের আকর্ষণে বিচলিত হইলেন, তাহার পথ বৃদ্ধি হইয়া গেল, আর যে মহাত্মা আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এবং সেই মোহমায়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, তিনি দ্বিতীয় সোপানে উঠিবার অধিকারী। তখন তাঁহার কাম্য কর্ম্মে বিরাগ হইবে, নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তে অনুরাগ হইবে, কাম্য কর্ম্মের দোষ এবং নিত্য নৈমিত্তিক বিধিমার্গ তাঁহাদের জন্যই উপদিষ্ট। কাম্য কর্ম্মের অন্তর্গত কাম্য উপাসনায় বিষয় কামনা আছে, প্রার্থনা আছে, পূজা আছে, ধ্যান আছে, তখন উপাস্য দেবতা ব্যতীত আমার কামনা পূর্ণ করিবার যে আর কেহ নাই, এই অবিচলিত বিশ্বাস সে অবস্থায় থাকে না, তখন দৃঢ়তা থাকে না, পীড়ার জন্য চণ্ডীপাঠ, তুলসী দেওয়া ও চিকিৎসকের নিকট যাতায়াত সেই অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয় সোপানে সেরূপ ভোগেও আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কেননা ভোগ্যের ভোগক্ষয়ে পতন অনিবার্য্য, এই আশঙ্কা তখন প্রবল থাকে। তৃতীয় সোপানে বিষয় দোষ দর্শন করিয়া বিষয় কামনা থাকে না। কামনার প্রভাবে যে কর্ম্ম করিয়া তাহাকে বন্ধনের গণ্ডীতে পড়িতে হয়; কামনাত্যাগে সেই কর্ম্ম নিস্কাম ভাবে করিয়াই সে মুক্তি লাভে অধিকারী হয়। যতদিন প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তিবাসনা থাকিবে, ততদিন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হইবে, সেই কর্ম্ম উপাসনাত্মক হইলে এবং উপাস্য দেবতার দর্শনাদি জন্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহা কামনা যুক্ত ব্যক্তির আশাতিরিক্ত ভোগ স্বর্গ ও তদবসানে মোক্ষাধিকার এবং নিস্কাম পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্ম মাত্রেই যে স্বয়ং বন্ধন বা মোক্ষের হেতু তাহা নহে, আবার বন্ধন ভয়ে কর্ম্ম

পরিত্যাগও কর্ত্তব্য নহে। বিষয় কামনা পরিত্যাগই কর্ত্তব্য; বিষয় কামনাই সংসার বন্ধনের প্রকৃত কারণ, কর্ম্ম নহে, বিষয় কামনা না থাকিলে বৈধ কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নিয়ত মুক্তির প্রয়োজক হইয়া থাকে। কায়িক, মানসিক এবং বাচিক ত্রিবিধ উপাসনাই ভোগার্থী এবং মুমুক্ষু দ্বিবিধ অধিকারীরই আছে। রাজ্যার্থী এবং মুমুক্ষু সকলেই সমভাবে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী অর্চ্চনা করিবে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থী বলিয়া প্রতিমাপূজা ত্যাগ করিতে হইবে না।

—o—

২য় স্নান

প্রাতঃকৃত্য।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উথায় শয্যায়ামেব বদ্ধপদ্মাসনঃ স্বস্তিকাসনস্থো বা শিরস্থাধোমুখ সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তর্গতোর্দ্ধমুখ দ্বাদশার্ণ সরসীরুহোপরিস্থিত শরদিন্দুসুন্দর পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলান্তর্গত হংসপীঠ নিষণ্ণং নিজগুরুং ধ্যায়েৎ।

প্রাতঃকৃত্য অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে সন্ধ্যা বা পূজা-দিতে অধিকার হয় না। যদি কেহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দৈবাৎ প্রাতঃকৃত্য করিতে না পারেন তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের পর ঐং মন্ত্র দশবার জপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া করিবেন। রাত্রিকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া সর্ব্বশেষ ভাগের ১ এক অংশের নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। সেই সময় নিদ্রা হইতে নিজ ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া উঠিয়া শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে। কোন তন্ত্রে শয্যাতে প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা, আবার কোন তন্ত্রে বিন্ম্যাদি ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থা আছে, পরন্তু শয্যাতেই শ্রেয়ঃ।

শ্যামারহস্য কৃত গুরু ধ্যান।

শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং শুদ্ধ ক্ষৌম বিরাজিতং
গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজং।
মন্দস্মিতং নিজগুরুং কারুণ্যেনাবলোকিতং
বামোরু শক্তি সংযুক্তং শুক্লাভরণভূষিতং।
স্বশক্ত্যা দক্ষহস্তেন ধৃত চারু কলেবরং

বামে ধৃতোৎপলায়াশ্চ সুরক্তায়াঃ সুশোভনং
পরানন্দরসোল্লাসে লোচনদ্বয় পঙ্কজং ॥

সর্ব্বত্র প্রাতঃকৃত্যের সময় নিজ ক্রোড়ে বামহস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবে। পরন্তু সাধারণ নিয়ম এই যে পুং দেবতার ধ্যান কালে বামহস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত এবং স্ত্রী দেবতার ধ্যান কালে দক্ষিণ হস্তের উপরি বামহস্ত স্থাপন করিতে হয়। ধ্যান বলিয়া কোন মন্ত্র নাই। রূপ চিন্তা মাত্র। দীক্ষাদাতা গুরু স্ত্রীলোক হন তবে নিম্নোক্ত ধ্যান করিবে।

তরুণারুণ বস্ত্রাভাং করুণাপূর্ণলোচনাং।
বরাভয়করাং শান্তাং স্মরামি নবগৌরবীম্ ॥

এইরূপে গুরুদেবকে সদা শিব মূর্ত্তি (স্ত্রী হইলে শক্তি মূর্ত্তি) চিন্তা করিয়া মনে মনে গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবিদ্য দ্বারা পূজা করিবে। তৎপর ঐং মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া নিম্ন মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥

শক্তি মন্ত্রের জপ বিসর্জ্জন কালে গোপ্তা স্থলে গোপ্ত্রী, মহেশ্বর স্থলে মহেশ্বরি বলিবে? জপফল তোমাকে সমর্পণ করিলাম এই ভাবিয়া দেবতার দক্ষিণ হস্তে এবং দেবীর বাম হস্তে জপফল সমর্পণ করিবে। তৎপর গুরুনমস্কার করিবে।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞিতং।

স্ত্রী গুরু প্রণাম।—

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবত্বাদি জীবমুক্তি প্রদায়িনী।
জ্ঞান বিজ্ঞান দাত্রী চ তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সমর্থ হইলে স্তব কবচ পাঠ করিতে পারেন। তৎপর গুরুর আজ্ঞা লইয়া কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে। বিস্তারিত কুলকুণ্ডলিনী সম্বন্ধে আমার—দল সাধনে বিবৃত আছে। সংক্ষিপ্ত নিম্নে বিবৃত হইল।

ধ্যান।—

ওঁ প্রসুপ্ত ভুজগাকারং স্বয়ম্ভূলিঙ্গ মাশ্রিতাম্।
বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্র বসনান্বিতাং।
শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াম্॥

মেরু দণ্ডের বামভাগে ঈড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ী আছে।

এই সুষুম্না নাড়ীর গ্রন্থি বিশেষে যথাক্রমে ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্ম আছে। মূলাধার পদ্ম চতুর্দ্দল, রক্তবর্ণ, ইহা মলদ্বারের চারি অঙ্গুলি উপরে স্থিত।

স্বাধিষ্ঠান পদ্ম—ষড়্‌দল, বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণ ইহা লিঙ্গমূলে অবস্থিত।

মণিপুরক পদ্ম—দশদল, নীলবর্ণ, ইহা নাভিদেশে অবস্থিত।

অনাহত পদ্ম—দ্বাদশ দল, প্রবাল বর্ণ ইহা হৃদয় দেশে সংস্থিত।

বিশুদ্ধ পদ্ম—ষোড়শ দল, ধূম্রবর্ণ ইহা কণ্ঠ দেশে অবস্থিত।

আজ্ঞা পদ্ম—দ্বিদল, শ্বেতবর্ণ ভ্রূমধ্যে স্থিত। এই ষট্ পদ্মের উপরে ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত আর একটী শুক্লবর্ণ সহস্রদল পদ্ম আছে।

অথ চৌর গণেশ ন্যাসঃ—তত্র প্রথমং হৃদয়ে ক্রোং ইতি দশধা জপ্ত্বা যথাস্থানে দশধা একধা বা তত্তৎমন্ত্রং জপেৎ।

দক্ষনেত্রে হ্রীঁ হ্রীং। বাম নেত্রে হ্রাং হ্রাং, দক্ষ কর্ণে হ্রাং হ্রীং। বাম কর্ণে হ্রাং হ্রীং দক্ষ নাসাপুটে হূং হূং। বাম নাসা পুটে হূং হূং। মুখে স্ত্রীং স্ত্রীং নাভৌ ক্লীং। লিঙ্গমূলে হেসৌঃ। গুহ্যে ব্লূং ভ্রূমধ্যে হূং।

সমর্থ হইলে ইহার পর অজপা জপ করিতে হয়।

অথ ইষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা যথাশক্তি মনসা সংপূজ্য ইষ্টমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমাপ্য প্রণমেৎ। সমর্থশ্চেৎ ইষ্টদেবতা স্তবকবচ মপি পঠেৎ। জপকালে প্রাণায়ামস্তাবশ্যকং।

ততঃ প্রার্থয়েৎ।

ওঁ ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়ি ত্রিশক্তে শ্রীবিশ্ব মাতর্ভবদাজ্ঞায়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে।

ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ ইতি পৃথিবীং প্রণম্য বামপাদ পুরঃসরং বহির্গত্বা মুখপ্রক্ষালনং কুর্য্যাৎ।

মুখপ্রক্ষালন মন্ত্রঃ ক্লীং কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় স্বাহা (নমঃ)।

সন্ধ্যা।—

বৈদিক সন্ধ্যার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা বিধি। অসমর্থ পক্ষে বৈদিক গায়ত্রী দশবার জপ করিলে বৈদিক সন্ধ্যার ফল প্রাপ্ত হইবেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ও গায়ত্রী তন্ত্র প্রভৃতিতে ব্যবস্থা আছে যে বর্ত্তমান কলিযুগের প্রবলতা সময়ে বৈদিক সন্ধ্যা করণে কাহারও অধিকার নাই। বৈদিক গায়ত্রী জপেই সম্পূর্ণ ফল হইবেক। সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যা করিবেন। যদি উভয়বিধ সন্ধ্যা পতিত হয় তাহা হইলে বৈদিক গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উভয়-বিধ সন্ধ্যা করিবেন। স্ত্রী শূদ্র তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। আচমনের নিয়ম এই যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা মুক্ত রাখিয়া তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা সংহত ও ঊর্দ্ধমুখ রাখিবেন। পরে ব্রাহ্মণ তীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ মূলের নিকট একটী মাষকলাই নিমগ্ন হয় এরূপ জল লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পান করিবে। জল পান কালে যেন শব্দ না হয়। স্বাহা ও প্রণব উচ্চারণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। অতএব তাঁহারা প্রণব স্থলে ঐঁ ও স্বাহা স্থলে নমঃ উচ্চারণ করিবেন। ওঁ আত্ম তত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যা তত্ত্বায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইতি ত্রিরাচম্য সন্ধ্যা পূজাদি সময়ে হস্তে কুশ ধারণ করিতে হয়, শাক্তদিগের পক্ষে বন্য কুশ ধারণের বিধি নাই। এই বিষয় শ্যামারহস্যে—

তর্জ্জন্যা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্য মনামযা।
এষ এব কুশঃ শাক্তে ন দর্ভো বনসম্ভবঃ॥

ততো জলে অঙ্কুশমুদ্রয়া, গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী

স্বরস্বতী। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র করিবে; ইহাই অঙ্কুশ মুদ্রা, দক্ষ মুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জন্যঙ্কুশ-রূপিণী। অঙ্কুশাখ্যা মহামুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমা॥

জ্ঞানার্ণব তন্ত্র। ততঃ তীর্থ মাবাহ্য মূলেন ত্রিবারং ভূমৌ জলং ক্ষিপেৎ।

তজ্জলেন সপ্তধা মূর্দ্ধান মভিষিঞ্চেৎ।

ততঃ ষড়ঙ্গন্যাসঃ—নিজ ইষ্ট মন্ত্রে যথাক্রমে আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অ, যোগ করিয়া হৃদয় শির ইত্যাদি স্থানে ত্যাগাত্মক শব্দ যোগ করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমত হ্রীঁ মূল মন্ত্র হইলে ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ; ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

ততঃ বাম হস্ততলে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেন জল মাচ্ছাদ্য হং যং রং বং লং ইতি ত্রিবার মভিমন্ত্র্য মূলং উচ্চরন গলিতোদক-বিন্দুভি স্তত্ত্ব মুদ্রয়া মূর্দ্ধনি সপ্তধাভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণ হস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা ইড়য়াকৃষ্য দেহান্ত পাপং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণ তজ্জল পাপরূপং বিরেচ্য পুরঃকল্পিত বজ্র শিলায়াং ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপ পুরুষ রূপং তজ্জলং ক্ষিপেৎ। অর্ঘ মর্ষণ একটী যোগাঙ্গ। অভ্যস্ত না হইলে ইহা বিপদ্জনক। প্রথমতঃ কল্প[illegible]রয়া করিতে হইবে ও অভ্যাস আবশ্যক। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে তত্ত্বমুদ্রা হয়।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্ত বামহস্তস্য সর্ব্বদা। কথিতা তত্ত্বমুদ্রেয়ং যোজিতা তর্পণে বুধৈঃ। কৌলাবলী তন্ত্র। ওঁ হ্রী হং সঃ মার্ত্তণ্ড

ভৈরবায় প্রকাশশক্তি সহিতায় এষঃ অর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা বলিয়া জল দিবে। স্ত্রী শূদ্র হ্রীঁ হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় এষঃ অর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। তর্পণ দক্ষিণ হস্তকৃত জল বাম হস্ত তত্ত্বমুদ্রোপরি নিক্ষেপেণ তর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ। পিতৃস্তর্পয়ামি নমঃ। বীজসাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ অমুক (ভৈরব) সহিতায়াঃ শ্রী অমুকী দেব্যাঃ তর্পয়ামি স্বাহা।

দক্ষিণাকালীর ভৈরব—মহাকাল, তারার সদ্যোজাত মহাকাল, জগদ্ধাত্রী দুর্গার নীলকণ্ঠ শিব এই মত সকলের নির্দ্দিষ্ট। ওঁ উদ্যদাদিত্য মণ্ডল মধ্য বর্ত্তিন্যৈ নিত্য চৈতন্যোদিতায়ৈ এষঃ অর্ঘ্যঃ শ্রী অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা।

গায়ত্রীধ্যানং—

প্রাতে—ওঁ উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনাম্বরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতাম্বরে।

মধ্যাহ্নে—ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্র লসৎকরাং। গদাপদ্ম ধরাং দেবীং সূর্য্যাসন কৃতাশ্রয়াং।

সায়াহ্নে—বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাং। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ ইতি ধ্যাত্বা যথাশক্তি গায়ত্রীং জপেৎ।

দক্ষিণ কালীর গায়ত্রী—বীজ—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।

তারা গায়ত্রী—বীজ—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। জগদ্ধাত্রী—বীজ—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। এই মত সকল দেব দেবীর পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রী আছে।

জপের নিয়ম—অনামিকার তিন পর্ব্ব কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, মধ্যমার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব—এই দশ পর্ব্বে শক্তি মন্ত্র জপ করিবে।

অনামিকাত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়া স্ত্রিপর্ব্বিকা। মধ্যমায়াশ্চ ত্রিত্রয়ং তর্জ্জনী মূল পর্ব্বণি। তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ। ইতি সনৎকুমারসংহিতায়াং।

নানা প্রকার ব্যবস্থা থাকিলে ইহাই প্রচলিত।

গুহ্যাতি মন্ত্রেণ গায়ত্রীং বিসর্জ্জয়েৎ।

অথ প্রাণায়ামং কৃত্বা যথাশক্তি মূল মন্ত্রং জপেৎ।

প্রাণায়াম—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা মুষ্টিবন্ধের ন্যায় করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রোধ পূর্ব্বক মূল মন্ত্র বা আদ্যক্ষর বা হ্রীঁ বা ওঁ মন্ত্র ১৬ষোড়শ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে। জপকালে বামহস্তে সংখ্যা রাখিবে ইহাই পূরক। পরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বামনাসা রোধ (কুম্ভক) করিয়া ৬৪ বার উক্ত বীজ জপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ নাসায় অল্পে অল্পে বায়ূত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার ঐ বীজ জপ করিবে ইহাই রেচক। এইরূপ তিনবার অবিচ্ছেদে একটী প্রাণায়াম সিদ্ধ হইল। যিনি ইহাতে অসমর্থ তিনি ইহার চতুর্থাংশ

করিবেন—৪।১৬।৮—যিনি তাহাতেও অপারগ তিনি পূরক ১ জপ—কুম্ভকে ৪ জপ রেচকে ২ জপ করিলেও চলিবে।

ততঃ ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥ ইতি সন্ধ্যা।

পূজা—

পঞ্চ শুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজাই সিদ্ধ হয় না, আত্ম স্থান—মন্ত্র-দ্রব্য দেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমীং যাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ।
(কুলার্ণব)

১। সুস্নান ভূত সংশুদ্ধিঃ প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে। ষড়ঙ্গা-দ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিঃ সমীরিতা॥

স্নান, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়।

২। সংমার্জ্জনানুলেপাদৈ্যর্দর্পণোদরবৎ কৃতং। বিতান ধূপ দীপাদি পুষ্প মালোপ শোভিতং। পঞ্চ বর্ণ রজশ্চিত্রং স্থান শুদ্ধি রিতীরিতা॥

৩। গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈ মূল মন্ত্রাক্ষরাণিচ। ক্রমোৎ-ক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রশুদ্ধি রিতীরিতা।

৪। পূজা দ্রব্যাসনং প্রোক্ষ্য মূলেনৈব বিধানবিৎ। দর্শয়েদ্-ধেনু মুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধি রিতীরিতা॥

৫। পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃতবিগ্রহঃ। মূলমন্ত্রেণ দীপ্তাত্মা ন্যাস দ্রব্যোদকেন চ। ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিদ্বান্ দেব শুদ্ধি রিতীরিতা॥ পুষ্প সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে ব্যবস্থা আছে, কোন পুষ্প নিষিদ্ধ তাহা উপদেশ অনুযায়ী ঠিক করিবেন। তবে ভক্তিযুক্ত হইয়া সকল পুষ্পেই পূজা করা যাইতে পারে।

মৎস্য সূক্তে—ভক্তিযুক্তো মহেশানি সর্ব্বং পুষ্পং নিবদয়েৎ॥ রাঘবভট্ট—সর্ব্ব পুষ্পৈঃ সদা পূজা বিহিতাবিহিতৈরপি। কর্ত্তব্যা সর্ব্ব দেবানাং ভক্তিযোগোঽত্র কারণং॥

তথা-তন্ত্রান্তরে দেবী পূজা সদা কার্য্যা জলজৈ স্থলজৈরপি। বিহিতৈর্ব্বা নিষিদ্ধৈর্ব্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে—জলজং স্থলজং বাপি পত্রং পুষ্পং ফলং তথা। যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্র মধোমুখম্॥ পরন্তু পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় পুষ্পাদির অধোমুখ বা উর্দ্ধমুখ বিচার থাকিবে না। যে বিল্ব বৃক্ষের ফল হয় নাই তাহার পত্রে পূজা নিষিদ্ধ। বরদা তন্ত্রে—ফলশূন্য বৃক্ষ জাতৈ বিল্বপত্রৈর্ন চার্চ্চয়েৎ।

সকলকেই সর্ব্বাগ্রে শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হইবে। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে—শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরী।

আদৌ লিঙ্গং প্রপূজার্থ বিল্বপত্রৈ র্বরাননে॥ পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ। অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিব পূজাং বিনা প্রিয়ে॥ স্কন্দপুরাণে লিঙ্গ শব্দের অর্থ আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয় সর্ব্ব দেবানাং লয়নাল্লিঙ্গ মুচ্যতে॥

নিত্য শিবপূজা—বাণলিঙ্গ পূজা, নমঃ বিষ্ণুঃ ইতি মন্ত্রে ৩ বার আচমন করিয়া আসন তলে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আধার শক্তি কমলাসনায় নমঃ। পরে আসন ধরিয়া ওঁ আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।

অঞ্জলিপুটে—বাম কর্ণমূলে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ পরম গুরুভ্যো

পরাপর গুরুভ্যো পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণ কর্ণমূলে গণেশায় নমঃ। সম্মুখে অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

প্রথমতঃ বাণকে স্নান করাইতে হইবে।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যো মুক্ষীয় মা মৃতাৎ॥ স্নানের পূর্ব্বে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে এতে গন্ধপুষ্পে ও আধার শক্তয়ে নমঃ বলিয়া ফুল দিয়া ফট মন্ত্রে কোশার তিনভাগ জলপূর্ণ করিয়া বিল্ব পত্র দুর্ব্বা অক্ষত চন্দন পুষ্প দ্বারা অর্ঘ স্থাপন করিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা ওঁ গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ পরে বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া ১০ বার দেবতার মন্ত্র জপ করিবে। পরে সেই জল নিজ অঙ্গে, দ্বারে ও পূজার দ্রব্যে প্রোক্ষণ করিবে। ধেনুমুদ্রা কৌলাবলিতন্ত্রে অন্যোন্যাভিমুখা শ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথৈব তর্জ্জনী মধ্যে ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥

মৎস্য মুদ্রা কৌলাবলী তন্ত্রে—

উপর্য্যুপরি যোগেন মিলিতা সরলাঙ্গুলীঃ অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিন্মুদ্রৈষা মৎস্য সংজ্ঞিকা॥

ধ্যান—ঐঁ প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং। কামবাণান্বিত্যং দেবং সংসার দহন ক্ষমং। শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং॥ এই মত ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প রাখিয়া এইরূপে আপনার ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্ন শিবশক্তি যুগল মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া নানা উপহারে মনে মনে চিন্তা করিবে। পরে পুনরায় ধ্যান করিয়া বাণের উপর দিয়া সামর্থ্য মত উপচারে পূজা করিবে। পরে ঐঁ বীজে প্রাণায়াম করিয়া ঐঁ মন্ত্র ১০৮বা ১০বার

জপ করিয়া গুহ্যাতি মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে। পরে শিবের ধ্যান করিয়া পূজা করিয়া অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। বাণ কদাচ বিল্ব পত্রের উপর বসাইবে না। মদাসনং বিল্বপত্রং ন কুর্ব্বীত কদাচন যদি মোহাৎ প্রকুর্ব্বীত শিবহা ব্রতমাচরেৎ।

শিবার্চ্চন তন্ত্রে।—পার্থিব শিবলিঙ্গ বিল্বপত্রের উপরি স্থাপন করিতে হইবে। রুদ্রযামলে—কেশঙ্করকীটাদিস্থিতে দুঃখং যতো ভবেৎ। তদ্দোষস্তোপশান্ত্যর্থং মালুরে স্থাপয়েৎ শিবং। বিষ্ণু ক্রান্তাতে যাহারা বাস করেন তাহাদের পক্ষে শিবপূজা বা অন্য দেব দেবী পূজায় বিল্বপত্রের বৃন্ত ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিষ্ণুক্রান্তাসু দেবেশি বজ্রমোক্ষং ন কারয়েৎ। যাঁহারা অশ্ব ক্রান্তাতে বাস করেন তাঁহারা বৃন্তযুক্ত বিল্বপত্রে শিবপূজা করিবেন না।

ইন্দ্রস্যা মিদং বজ্রং বৃন্তমূলে চ পার্ব্বতি। প্রাণান্তেঽপি ন দাতব্যং সবজ্রং মচ্ছিরোপরি॥ রথক্রান্তাতে কোন বিশেষ বিধি নাই সুতরাং তাহাদের পক্ষে সবজ্র বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করাই বিধেয়।

বিষ্ণুক্রান্তা—বিন্ধ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত—

অশ্বক্রান্তা—বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশ।

রথক্রান্তা—বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে মহাচীন পর্য্যন্ত।

বিল্বপত্র ধৌত করিবার সময় যেন বৃন্ত ধৌত না হয়। বিল্ব পত্রস্য প্লবনং বৃন্তং হিত্বা তু প্লাবয়েৎ। বৃন্তসংপ্লবনাদেব ফলং হরতি রাক্ষসঃ। ভবিষ্যপুরাণে।

শিব পূজায় বা অন্য কোন পূজায় দুর্ব্বার গর্ভ মোচন করিবে না।

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীতে—শিববিষয়ে গৃহীণাং সগর্ভৈব দূর্ব্বা দেয়া। পিচ্ছিলা তন্ত্রে—দূর্ব্বাপি গর্ভযুক্তা চেৎ দেবীতুষ্টিকরী ভবেৎ।

স্মৃতিতে গর্ভমোচনের বিধি আছে বটে, তাহা গৃহস্থের নহে।

পার্থিব শিবপূজা। ওঁ হরায় নমঃ এই মন্ত্রে মৃত্তিকা আহরণ। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে গঠন। ফলতঃ শিবলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বিতস্তি পরিমাণ অপেক্ষা বৃহৎ হইবে না। ওঁ হরায় নমঃ এই মন্ত্রে শিবের মস্তকে জল দিয়া বজ্র নামাইয়া পীঠের উপরি রাখিবে। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে শিবলিঙ্গ মার্জ্জিত করিবে। তৎপরে স্পর্শ করিয়া ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।

ধ্যান।—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তপ্রসন্নং পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্র কৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥ এই ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প দিয়া মানস পূজা করিবে। তদনন্তর পুনরায় ধ্যান করিয়া ইচ্ছামত পূজা করিবে। এদেশে উপাচার দান কালে এতৎ পাদ্যং ওঁ শিবায় নমঃ ইত্যাদি করেন। তোড়ন তন্ত্রেও একটী বিধি আছে বটে, এবং যদিও শিব ও মন্ত্র অভিন্ন তথাপি গুপ্ত সাধন তন্ত্রে, মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ। দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগাত্মক মনুং স্মরেৎ। এইমত সর্ব্ববাদী-সম্মত। পার্থিব শিবের উপরি শক্তি পূজার বিধি নাই। শিবের পঞ্চবক্ত্র। পূর্ব্বদিকে সদ্যোজাত, পশ্চিমে বামদেব, উত্তরে অঘোর, দক্ষিণে তৎ পুরুষ এবং ঊর্দ্ধ দেশে ঈশান। সমস্ত উপাচার পূর্ব্বদিক সদ্যোজাত মুখে অর্পণ করিবে। অষ্ট মূর্ত্তির

পূজা পূর্ব্বদিকে সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঈশান কোণে ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ। উত্তরে রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ। পরে সোম সূত্র লঙ্ঘন না করিয়া নিজ কোলের দিক দিয়া হাত ঘুরাইয়া লইয়া গিয়া বায়ুকোণে উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ। পশ্চিমে ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ। নৈঋত কোণে পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ। দক্ষিণে মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ। অগ্নি কোণে ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ। পরে ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে।

স্তব। শিবেতি চন্দ্র চূড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ। পার্ব্বতি প্রাণ নাথেতি বদ জিহ্বে নিরন্তরং॥ অনন্তর প্রণাম করিয়া মহাদেব ক্ষমস্ব মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে।

উপচার দান করিবার কালে প্রত্যেকটীর ভাগান্তক মন্ত্র দিতে হইবে। কারণ সম্প্রদায় বিহীনানাং ফলং ন স্যান্মহেশ্বরী।

যদিও এতদ্দেশে পুরুষ দেবতার উপচার দান কালে একমাত্র নমঃ পদই পাওয়া যায়। কিন্তু তন্ত্রানুযায়ী পাদ্য দিবার সময় নমঃ। অর্ঘ্য দিবার সময় স্বাহা। আচমনীয়তে স্বধা। স্নানীয়ে নিবেদয়ামি। গন্ধে নমঃ। পুষ্পে বৌষট্। ধূপে নমঃ। দীপে নমঃ। নৈবিদ্যে নিবেদয়ামি। পানার্থোদকে নমঃ। পুনরাচমনীয়ে স্বধা। তাম্বুলে নিবেদয়ামি। মন্ত্রমহোদধিতে উক্ত আছে যে প্রত্যহ দশোপচারে পঞ্চোপচারে অথবা বহুবিধ উপচারে নিত্য পূজা করিবেন। অসমর্থ পক্ষে পাঁচ প্রকার পূজার ব্যবস্থা আছে। সাধনা ভাবিনী ত্রাসী দৌর্ব্বধী, সৌতকী বা আতুরী।

সাধনা ভাবনী—যদি পূজা দ্রব্যের অভাব হয় তাহা হইলে কেবল জল দ্বারা অথবা মনে মনে পূজা করিবে।

ত্রাসী—যদি কোন ভয়ের সময় উপস্থিত হয় তাহা হইলে যথা-লব্ধ উপচারে অথবা মনে মনে পূজা করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়।

দৌর্ব্বধী—বালক বৃদ্ধ স্ত্রী ও মূর্খেতে যে পূজা করে। তাহাদের যেমত জ্ঞান সেইরূপই পূজা করিবে।

সৌতকী—অশৌচ উপস্থিত হইলে মনে মনে অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধ হয়। ঘটনা ক্রমে নিত্য কর্ম্ম বহুদিন না হয়, ।তাহা হইলে উত্তর তন্ত্রে কথিত আছে, ইষ্ট দেবতার প্রতি নিবিষ্ট করিয়া ১০০৮ মুল তন্ত্র জপ করিবে।

পূজার প্রকরণ প্রায় সকল দেবতারই একরূপ বিশেষতঃ এক কুলের হইলে ত অনেকাংশে এক মত। একারণে এক কালী পূজা পদ্ধতি বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। অপর যে কয়েকটী পূজার বিষয় লিখিত হইল; তাহার কেবল বিশেষ অংশখানি লিখিলাম। নতুবা প্রত্যেক পূজার লিখিতে হইলে বাহুল্য হইয়া উঠে। কালী পূজারও যাহা নিত্য পূজায় আবশ্যক হয় তাহাই লিখিত হইল বিস্তারিত আমার তন্ত্রতত্ত্বে লিখিত হইবেক।

সাধারণতঃ দক্ষিণ পা বাড়াইয়া যাগ মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। কিন্তু সম্মোহন তন্ত্র প্রভৃতিতে লিখিত আছে, যে পুঃ দেবতার বিষয়ে দক্ষিণ পা অগ্রসর হইয়া পূজা গৃহে প্রবেশ করিবে। মেরু-তন্ত্র ও ত্রিপুরার্ণবে স্পষ্ট লিখিত আছে পুঃ দেবতার উপাসক দক্ষিণ পদ ও শক্তি উপাসক বাম পদ অগ্রসর করিয়া যাগ মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন। পূজাগৃহে যাইয়া প্রথমে দ্বারদেশে পূজা করিতে হয়। যদি দ্বারে পূজার সুবিধা না হয় তাহা হইলে পূজা-

স্থানে উপবিষ্ট হইয়া দ্বার কল্পনা পূর্ব্বক মনে মনে হস্ত পদ প্রক্ষালন ও দ্বার দেবতার পূজা করিবেন। গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে—অশক্তৌ দ্বার মেকস্মিন কল্পয়েৎ দ্বারচতুষ্টয়ং অভাবে মনসাকল্প্য দ্বারাণ্যেতৎ সমাচরেৎ। পূজা সকলের নিজ সুবিধা মত স্থানে করিতে হইবে। সাধারণতঃ বাণলিঙ্গের উপর পূজা করা বিশেষ সুবিধা। কারণ শিব পূজার পর ঐ বাণের উপর পূজা করিলেই হয়। বানের উপর পূজা করিতে হইলে আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই। ইহাতে অসুবিধা হইলে তামার টাটে যন্ত্র লিখিয়া তন্মধ্যে মূলমন্ত্র লিখিয়া পূজা করিতে হয়। ইহাতে আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন করিতে হইবেক।

মাতৃকা ভেদতন্ত্রে—অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পূজাধার সুদুর্ল্লভং। শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং ঘটে জলে। পুস্তিকায়াঞ্চ গঙ্গায়াং শিবলিঙ্গে প্রসূনকে॥ শালগ্রামে শতগুণং মণৌ তদ্বৎ ফলং লভেৎ। মন্ত্রে লক্ষগুণং পুণ্যং মূর্ত্তৌ লক্ষং সুলোচনে॥ ঘটে চৈকগুণং পুণ্যং জলে চৈকগুণং প্রিয়ে।

পুস্তিকায়াং সহস্রন্তু গঙ্গায়াং তৎসমং ফলং।
শিবলিঙ্গে হ্যনন্তং হি বিনা পার্থিবলিঙ্গকং।
পুষ্প যন্ত্রে মহেশানি পূজনাৎ সিদ্ধিভাক্॥
শাল গ্রামে চ পূজায়াং ন কুর্য্যাৎ যন্ত্রমুত্তমং।
মণৌ স্থিতে মহেশানি ন লিখেৎ যন্ত্র মুত্তমং।
প্রতিমায়াঞ্চ পূজায়াং ন লিখেৎ যন্ত্র মুত্তমং।
প্রতিমায়াশ্চ পুরতো ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
পবিবারান যজেদ্দেবি ঘটে তু পরমেশ্বরী।

যন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবাংশ্চ ঘটবন্ত্রে প্রপূজয়েৎ।
সমস্ত দেবতা রূপং ঘটন্তু পরিচিন্তয়েৎ।
সুর ক্রম স্বরূপোহয়ং ঘটস্তু পরমেশ্বরী।
জন্মস্থানং মহা যন্ত্রং যদি কুর্য্যাচ্চ সাধকঃ।
তত্র মূর্ত্তিং ন কুর্ব্বীত কদাচিদপি মোহতঃ।
যদি মূর্ত্তিং প্রকুর্ব্বীত তত্র যন্ত্রং ন কারয়েৎ।
যদি কুর্যাত্তু মোহেন যজেদ্বার দ্বয়ং।

ইতি সর্ব্বেষামেব দেবানাং যন্ত্রে পূজা প্রশস্ততে।

কালীপূজা—

আসনে উপবিশ্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ। ওঁ দেবী তৎ প্রাকৃতং চিত্তং পাপক্রান্তমভূন্মম। তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুঁ ফট চতে মমঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ। ততঃ ওঁ হ্রী স্বাহা ইতি ত্রিরাচমেৎ। ততঃ রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাং সিংহারূঢ়াং শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ করাং কামিনীং ধ্যাত্বা জপপূজাং সমাচরেৎ। কং ইতি দশধা জপেৎ। ততঃ জলং সব্যহস্তে সমানীয় ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ শোধিত জলং প্রোক্ষণী পাত্রে সংস্থাপ্য শেষ জলেন আসনম্ অভ্যুক্ষ্য তত্র স্বস্তিকাদ্যাসনে উপবিশ্য ওঁ হ্রাঁ বিশুদ্ধি সর্ব্ব পাপানি সময়া শেষ বিকল্প মপনয় হুঁ ইতি। হস্ত পদে প্রক্ষাল্য মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ।

আসন। স্থির সুখ মাসনং, যে ভাবে বসিলে দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা মনের কোনরূপ চাঞ্চল্য না হয়, অথচ চিন্তনীয় বিষয় চিন্তা করার আনুকূল্য হয় তাহাই আসন। আসন বহু

প্রকার তন্মধ্যে যাহার যে আসন সুবিধা বা অভ্যস্ত তাহাতেই বসিবেন।

সাধারণতঃ স্বস্তিকাগণ সুবিধাবোধে তাহাই লিখিলাম। জানুর্ব্বোরন্তরে কৃত্বা যোগী পাদতলে উভে। ঋজুকায়ং সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥

এখানে আচমন প্রত্যেক দেবতার পৃথক পৃথক আচমন আছে। এক্ষণে কালীর মন্ত্রাচমন যথা ক্রীঁ এই মন্ত্রে তিন বার আচমন করিবে। ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে। ওঁ কুল্বায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন করিবে। ওঁ কুরুকুল্বায়ৈঃ নমঃ এই মন্ত্রে মুখ স্পর্শ করিবে।

ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম নাসিকা স্পর্শ করিবে। ওঁ উগ্রায়ৈঃ নমঃ, ওঁ উগ্র প্রভায়ৈঃ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম চক্ষু স্পর্শ করিবে। ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, ওঁ নালায়ৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ করিবে। ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাভি, ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে শিরোদেশ ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিবে।

সামান্যার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ।

স্ববামে ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডলং বিলিখ্য ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র আধারং সংস্থাপ্য ফট্ ইতি পাত্রং প্রক্ষাল্য আধারে সংস্থাপ্য নমঃ ইতি জলেনাপূর্য্য ওঁ ইতি দুর্ব্বাক্ষত বিল্ব পত্রাণি সচন্দনকুসুমানি চ তত্র নিক্ষিপ্য

ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি স্বরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ইতি অঙ্কুশ মুদ্রয়া সূর্য্য মণ্ডলা তীর্থ মাবাহ্য হুঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য বং ইতি ধেনু মুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য যোনি-মুদ্রাং প্রদর্শ্য মৎস্য মুদ্রয়া আচ্ছাদ্য। ওঁ ইতি দশধা জপ্ত্বা, তজ্জলেন দ্বার মভ্যুক্ষ্য দ্বার দেবতাঃ পূজয়েৎ।

অন্যান্য মুদ্রা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

যোনি মুদ্রা—তন্ত্রসারে মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধা তর্জ্জনী-ভ্যামনামিকে। অনামিকোর্দ্ধ সংশ্লিষ্ট, দীর্ঘ মধ্যময়োরধঃ। অঙ্গুষ্ঠ্যাগ্র দ্বয়ং ন্যস্যেদ্ যোনি মুদ্রেয় মীরিতা।

দ্বারপুজা—আবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ॥

দ্বারোর্দ্ধে—এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। দক্ষিণে ওঁ হ্রীঁ বাং বটুকায় নমঃ। অধঃ ও হ্রী যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। দ্বার চতুষ্টয় স্বত্বে পুর্ব্বাদি ক্রমে তদসক্তে এক দ্বারেই ওঁ হ্রীঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ যাং যমুনায় নমঃ; ওঁ হ্রী শ্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ; ওঁ হ্রীঁ ঐং স্বরস্বত্যৈ নমঃ, দেহলীতে ওঁ হ্রীঁ অস্ত্রেভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ অষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ॥

ততঃ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। সিদ্ধার্থাক্ষতানি ফট্ ইতি সপ্তধা অভিমন্ত্র্য ওঁ সর্ব্ব বিঘ্নানুৎ-সারয় হুঁ ফট্ স্বাহা। ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ইতি মন্ত্রেণ চ নারাচমুদ্রয়া বিকিরেৎ।

নারাচ মুদ্রা—

দক্ষমুষ্টে তু তর্জ্জন্যাঃ দীর্ঘয়া বানমুদ্রিকা তন্ত্রসারে ওঁ রক্ষ রক্ষ

হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি মুষ্টি নিঃসৃত জলেন ভূমিং সংশোধ্য, ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হূঁ হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি যোনি মুদ্রয়া ভূমিং স্পৃষ্টা অভিমন্ত্র্য ত্রিকোণ মণ্ডলং বিলিখ্য ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তদুপরি বিহিতাসনং সংস্থাপ্য তত্র উপবিশ্য আসনং ধৃত্বা ওঁ অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিযোগঃ। কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবী ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা; তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্। ততঃ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূঁ ফট স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ আসনোপরি ত্রিকোণ মণ্ডলং বিলিখ্য হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। পুনরায় আসনের উপরি হে সোঃ বীজ লিখিয়া এতে গন্ধপুষ্পে হেসৌ সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ। ইতি আসনং সংপূজ্য কৃতাঞ্জলি বাম কর্ণে গুরুভ্যো নমঃ, পরম গুরুভ্যো নমঃ। পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণ কর্ণে গাং গণেশায় নমঃ মধ্যে মূল শ্রীমৎ দক্ষিণ কালীকাদেবতায়ৈ নমঃ।

ওঁ মনি ধরি বজ্রিনি মহা প্রতি সরে রক্ষ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি শিখায়াং গ্রন্থিং বদ্ধা, আং হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি পুষ্পাভ্যাং করৌ সম্মার্জ্জ্য বামকরে সমাদায় ক্লীঁ ইতি নির্ম্মজ্জ্য ঐং ইতি চাঘ্রায় ফট্ ইতি ঐশান্যাং ক্ষিপেৎ। ওঁ শতাভিষেকে হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি পুষ্পং অভ্যুক্ষ্য।

ওঁ পুষ্প রাজার্হতে পতায় সম্যক সম্বন্ধায় হূঁ। ইতি পুষ্পং সংস্পৃশ্য ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্প চয়াবকীর্ণে হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি শোধয়েৎ। মূলেন তিলকং কুর্য্যাৎ। মূলেন দিব্যদৃষ্ট্যা দিব্যান্ বিঘ্নান উৎসার্য্য তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাং

উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভিঃ পূর্ব্বাদিতঃ দশদিকবন্ধনং কুর্য্যাৎ। ফট্ ইতি ভূমৌ বাম পার্ষ্ণি ঘাত ত্রয়ং দত্ত্বা অস্ত্রায় ফট্ ইতি জলেন। নভোবিঘ্নানুৎসার্য্য মূলাণ্ডে ফট্ ইতি দেবতাং পূজাদ্রব্যাণি চ সংশোধ্য; ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য মাতৃকা পুটিত মন্ত্র জপেন মন্ত্রং সংশোধয়েৎ। ততো রং ইতি জলধারয়া চতুর্দ্দিক্ষু বহ্নি-প্রাকারং বিচিন্ত্য মূলমন্ত্রেণ স্বদেহং সম্মার্জ্য হৃদি হস্তং দত্ত্বা ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা। ওঁ আং হূঁ ফট্ স্বাহা ইতি আত্মরক্ষাং কুর্য্যাৎ।

শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, কমলাতন্ত্র বীরতন্ত্র প্রভৃতি অনেক তন্ত্রে অগ্রে ভূতশুদ্ধি করিয়া পরে প্রাণায়াম করার ব্যবস্থা আছে। কালীতন্ত্র শ্যামারহস্যে অগ্রে প্রাণায়াম করিয়া পরে ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে। আবার ফেৎকারিণী তন্ত্রে কথিত আছে যে ভূত-শুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসের পর প্রাণায়াম করিবে। এক্ষণে যাহার যে মত গুরুর উপদেশ সেইমত করিবেন।

ভূতশুদ্ধি—পদ্ধতি দেখিয়া কোন ব্যক্তি রীতিমত ভূতশুদ্ধি করিতে সমর্থ, সন্দেহের বিষয়। যে মহাত্মা সমর্থ তাঁহার কথা ভিন্ন। এক্ষণে সাধারণের ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্রে ১০৮ বার জপ করিলে ভূতশুদ্ধির ফল পাওয়া যায়। ভূতশুদ্ধি তন্ত্র, জ্যোতির্ম্মন্ত্রং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। এতজ্ জ্ঞান প্রভাবেণ ভূতশুদ্ধৌ ফলং লভেৎ॥

প্রাণায়াম—ইহা বিস্তারিত পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

মাতৃকান্যাস—ওঁ অস্য মাতৃকা মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং কীলকং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে লিপিন্যাসে বিনিযোগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে

ঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদি মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্তকীলকায় নমঃ।

করাঙ্গন্যাসঃ- অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অন্তর্মাতৃকান্যাস—

কণ্ঠে অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ৯ং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ অং নমঃ অঃ নমঃ।

হৃদয়ে—কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ।

নাভিদেশে—ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ।

লিঙ্গমূলে—বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ।

মূলাধারে—বং নমঃ. শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ।

ভ্রূ মধ্যে—হং নমঃ, ক্ষং নমঃ।

বাহ্য মাতৃকান্যাস—

ধ্যান।—ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্য বক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ চন্দ্র শকলা মাপীন তুঙ্গস্তনাম্। মুদ্রা মক্ষ গুণং

সুধাঢ্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ র্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতা মাশ্রয়ে।

ললাটে অং নমঃ, মুখে আং নমঃ, দক্ষচক্ষুষি ইং নমঃ, বাম চক্ষুষি ঈং দক্ষিণ কর্ণে উং নমঃ, বামকর্ণে ঊং নমঃ, দক্ষণাসায়াং ঋং নমঃ, বামনাসায়াং ৠং নমঃ, দক্ষগণ্ডে ঌং নমঃ, বামগণ্ডে ৡং নমঃ, ওষ্ঠে এং নমঃ, অধরে ঐং নমঃ, উর্দ্ধদণ্ডে ওং নমঃ, অধোদন্তে ঔং নমঃ, উত্তমাঙ্গে অং নমঃ, মুখবিবরে অং নমঃ, দক্ষবাহো মূলাৎ সন্ধিত্রয়ে কং নমঃ, খং নমঃ গং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে ঘং নমঃ অঙ্গুল্যগ্রভাগেষু ঙং নমঃ, বামবাহোঃ—যথাক্রমেণ পূর্ব্ববৎ চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, দক্ষপাদে যথাক্রমং পূর্ব্ববৎ টং নমঃ, ঠং নমঃ, ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, বামপাদে যথাক্রমং পূর্ব্ববৎ তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, দক্ষপাদে পং নমঃ, বাম পার্শ্বে ফং নমঃ, পৃষ্ঠদেশে বং নমঃ, নাভৌ ভং নমঃ, জঠরে মং নমঃ, হৃদয়ে যং ত্বগাত্মনে নমঃ, দক্ষস্কন্ধে রং অসৃগাত্মনে নমঃ, ককুদি লং মাংসাত্মনে নমঃ, বামস্কন্ধে বং মেদাত্মনে নমঃ, হৃদয়াদি দক্ষবাহু পর্য্যন্তং শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ, হৃদয়াদি বামবাহু পর্য্যন্তং ষং মজ্জাত্মনে নমঃ, হৃদয়াদি দক্ষপাদ পর্য্যন্তং সং শুক্রাত্মনে নমঃ, এবং বামপাদ পর্য্যন্তং হং প্রাণাত্মনে নমঃ, লং জীবাত্মনে নমঃ, হৃদয়াদি উদর পর্য্যন্তং হৃদয়াদি মুখ পর্য্যন্তং ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ, পুষ্প দ্বারা মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ।

বর্ণন্যাস—

হৃদয়ে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ।

দক্ষ হস্তে এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ।

বাম হস্তে ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ।

দক্ষপাদে ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ।

বামপাদে মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।

ততঃ আদৌ গুরুং পঞ্চোপচারেণ সংপূজ্য, পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ নৈবিদ্য।

বীজ ঐঁ—

এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্ পালেভ্যো নমঃ। গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো দশ মহাবিদ্যাভ্যো দশাবতারেভ্যঃ, অগ্নয়ে, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ। অকারাদি পঞ্চাশ বর্ণেভ্যঃ। প্রতিপদাদি-তিথিভ্যঃ। কৃষ্ণপক্ষায়। শুক্লপক্ষায়। অমাবস্যায়ৈ, পূর্ণিমায়ৈ। প্রণবাদি নমোন্তেন সংপূজ্য।

পীঠ দেবতার ন্যাস—

হৃদি ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইমত প্রকৃত্যৈ। কুর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণি দ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। শ্মশানায়, পারিজাতায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়, মণিপীঠায়। চতুর্দ্দিকে মুনিভ্যো, দেবেভ্যো, বহুমাংসাস্থিমোদমান শিবাভ্যঃ, শবমুণ্ডেভ্যঃ, চিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ। দক্ষস্কন্ধে ধর্ম্মায়, বামস্কন্ধে জ্ঞানায়, বামোরৌ বৈরাগ্যায়। দক্ষিণোরৌ ঐশ্বর্য্যায়। মুখে অধর্ম্মায়। বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়, নাভৌ অবৈরাগ্যায়। দক্ষপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়। হৃদয়ে অং অনন্তায়, পং পদ্মায়, আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, প্রকৃতিময়-পত্রেভ্যো, বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-

কলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে।

সর্ব্বত্র অগ্রে প্রণব ও শেষে নমঃ পদ যোগ করিবে।

পীঠশক্তির ন্যাস,—ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ, হৃৎপদ্মে পূর্ব্বাদিকেশরে ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রিয়ায়ৈ। আনন্দায়ৈ, মধ্যে মনোন্মনৈ। ঐঁ পরায়ৈ, অপরায়ৈ, পরাপরায়ৈ।

তদুপরি হেসৌঃ-সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ।

ঋষ্যাদি ন্যাস—বীজ—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দঃ শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীঁ বীজং হূঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকং পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে উষ্ণিক ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীদক্ষিণ কালিকায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়ো হূঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ।

করন্যাস।—ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ক্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ ক্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস।—ওঁ ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্রীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্রৈঁ কবচায় হূঁ। ওঁ ক্রৌঁ নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট; ওঁ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস সম্বন্ধে নিয়ম এই—হৃদয়ে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা শীরোদেশে মধ্যমা ও তর্জ্জনী নেত্রে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা;

তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতল আঘাত ইহাই শক্তি ষড়ঙ্গ মুদ্রা। অঙ্গন্যাস কালে স্ত্রী শূদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিবে। কিন্তু প্রণবের পরিবর্ত্তে হ্রীঁ বীজ দিবে।

কালী ষোঢ়া।—

মস্তকে ওঁ নমঃ, মূলাধারে স্ত্রীঁ নমঃ। লিঙ্গে এং নমঃ, নাভৌ ক্রীঁ নমঃ। হৃদি ঐঁ নমঃ, কণ্ঠে ক্লীং নমঃ। ভ্রূমধ্যে স্ত্রৌঁ নমঃ। দক্ষিণে বাহৌ ওঁ নমঃ। বামবাহৌ শ্রীঁ নমঃ। দক্ষিণ পাদে হ্রীঁ নমঃ। বামপাদে ক্লীং নমঃ। পৃষ্ঠে ক্রোঁ নমঃ। সর্ব্বত্র তত্ত্ব-মুদ্রয়া ন্যসেৎ।

বৃহৎ ষোঢ়া সাধারণতঃ করা কঠিন, এমতে সংক্ষেপ ষোঢ়া লিখিত হইল।

বীজন্যাস—ব্রহ্মরন্ধ্রে মূলং। ভ্রূমধ্যে মূলং, ললাটে মূলং, নাভৌ হূঁ। মুখে হ্রাঁ। মূলাধারে হূঁ। সর্ব্বাঙ্গে মূলং। সর্ব্বত্র তত্ত্ব মুদ্রয়া ন্যসেৎ।

তত্ত্বন্যাস—(মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায় প্রথম খণ্ডান্তে) আত্ম-তত্ত্বায় স্বাহা, ইতি পাদাদিনাভিপর্য্যন্তং।

(দ্বিতীয় খণ্ডান্তে) বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ইতি নাভ্যাদি হৃদয়-পর্য্যন্তং।

(তৃতীয় খণ্ডান্তে) শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইতি হৃদাদিশিরঃ-পর্য্যন্তং হস্তাভ্যাং ন্যসেৎ।

ব্যাপক ন্যাস—সপ্তধা পঞ্চধা বা প্রণব পুটিত মূল মন্ত্র মুচ্চারণং। শীর্ষাদি পাদ পর্য্যন্তং পাদাদি শীর্ষ পর্য্যন্তম্। করাভ্যাং মার্জ্জয়ন্।

ব্যাপকন্যাসং কুর্য্যাৎ। তন্ত্রসার—অথ খড়্গমুদ্রা, মুণ্ডমুদ্রা, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, লেলিহামুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ।

খড়্গমুদ্রা—কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা সাঙ্গুষ্ঠেনৈব দক্ষতঃ। শেষাঙ্গুলৌ তু প্রসৃতে সংসৃষ্টে খড়্গ মুদ্রিকা।—কৌলাবলি—

মুণ্ডমুদ্রা—অন্তরঙ্গুষ্ঠ মুষ্টিন্তু কৃত্বা বামকরস্য চ। মধ্যমাগ্রং দক্ষিণস্য তথালম্ব্য প্রযত্নতঃ॥ মধ্যমেনাথ তর্জ্জন্যা অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যোজয়েৎ। দক্ষিণং যোজয়েৎ পাণিং বামমুষ্টৌ তু সাধকঃ। দর্শয়েৎ দক্ষিণে ভাগে মুণ্ডমুদ্রেয় মুচ্যতে॥

শ্যামা রহস্য।—

বরমুদ্রা—অধঃস্থিত দক্ষ হস্তপ্রসৃতা বর মুদ্রিকা॥ তন্ত্রসার।

অভয়মুদ্রা—বরদাভয়মুদ্রাঞ্চ বরদাভয়বৎ কুরু। শ্যামা রহস্য।

লেলিহা মুদ্রা—তর্জ্জনী মধ্যমানামা সমং কৃত্বা অধোমুখম্। অনামায়াঃ ক্ষিপেৎ বৃদ্ধাং ঋজুং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাং। লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা॥ কৌলাবলী তন্ত্র।—

ধ্যান।—

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাং॥
মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

একাক্ষর ও ত্র্যক্ষর মন্ত্রের ধ্যান কথিত হইল। এই ধ্যান করিয়া স্বশিরসি পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। হৃদি-দেবীং ধ্যাত্বা মনসা নৈবদ্যং বিনা সর্ব্বোপচারৈঃ পূজয়েৎ। প্রকৃত মানসপূজা অন্তর্যাগ। তাহা আমার দল পদ্ধতিতে লিখিত হইল।

দানার্ঘ্যং—স্ববামে চন্দনজলেন মৎস্যমুদ্রয়া হুঁ গর্ভমধো-

মুখ ত্রিকোণং তদ্বহির্ব্বৃত্তং তদ্বহিশ্চতুষ্কোণমণ্ডলং বিলিখ্য, সামান্যার্ঘ্যজলেন সংপ্রোক্ষ্য হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র ত্রিপদিকাং সংস্থাপ্য, হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নি মণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ। ইতি ত্রিপদিকাং সংপূজ্য ফট্ ইতি অর্ঘ্যপাত্রং প্রক্ষাল্য, ত্রিপদিকোপরি সংস্থাপ্য হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ইতি অর্ঘ্য পাত্রং সংপূজ্য মূলমুচ্চরন্ ত্রিভাগং জলেনাপূর্য্য, এতদ্ গন্ধ-পুষ্পাক্ষত দূর্ব্বা বিল্বপত্রাদীনি সংস্থাপ্য। হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ইতি অর্ঘ্য জলং সংপূজ্য ক্রোঁ গঙ্গে চ ইত্যাদিনা অঙ্কুশ মুদ্রায়া সূর্য্য-মণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য বষ্ ইতি গালিনী মুদ্রাং প্রদর্শ্য হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে দেব্যা ষ ড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ।

ষড়ঙ্গ পূজা —এতে গন্ধপুষ্পে ক্রাং হৃদয়ায নমঃ। ক্রীং শিরসে স্বাহা, ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট। ক্রৈঁ কবচায় হুং, ক্রৌঁ নেত্র ত্রায় বৌষট্, ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

গালিনা মুদ্রা—গোতমীয়তন্ত্রে করৌ প্রসার্য্য চান্যোন্যং সংপুট ক্রমযোগতঃ। প্রযোজ্য দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং তথা বামকনিষ্ঠয়া। বাময়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং মুদ্রেয়ং—গালিনী মতা।—অর্ঘস্ত ফলদা প্রোক্ত-শঙ্খস্তোপরি চালিতা।

এতে গন্ধপুষ্পে দক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ, শ্রীদক্ষিণকালিকে ইহা-গচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধাভব, মম পূজাং গৃহাণ ইতি। (আবাহনা মুদ্রা—১, স্থাপনী মুদ্রা—২, সন্নিধাপনী মুদ্রা—৩, সন্নিরোধনী মুদ্রা—৪, সম্মুখীকরণী মুদ্রা—৫)

আবাহন্যাদি পঞ্চ মুদ্রয়া দে , মাবাহ্য গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপাদিভিঃ তাং সংপূজ্য মৎস্য মুদ্রয়া আচ্ছাদ্য, মূলং দশধা জপ্ত্বা ফট্ ইতি ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়েণ সংরক্ষ্য ধেনু যোনি পরমী করণ মুদ্রাং প্রদর্শ্য তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষিপ্য মূলমন্ত্র মুচ্চরন্ তেনোদকেন আত্মানং পূজোপকরণঞ্চ অভ্যুক্ষয়েৎ।

পরমীকরণ—কোলাবলি—অন্যোন্য গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিত পরাঙ্গুলী। মহামুদ্রেয় মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ॥

পীঠপূজা।—

ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ আবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। পীঠন্যাসের সমুদায় পূজা করিতে হইবে। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে—পীঠশক্তিন্যাসের সমুদায় পূজা করিতে হইবে। অথ পূর্ব্ববৎ করন্যাস অঙ্গন্যাস করিয়া পুনঃ ধ্যাত্বা মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিব পর্য্যন্তং বিভাব্য হৃদয়াষ্টদল পীঠে সমানীয় মূলেন মূর্ত্তিং কল্পয়িত্বা যং ইতি বায়ুবীজ মুচ্চরন্ বাম নাসাপুটেন দেবীং স্বহৃদয়াৎ কুসুমাঞ্জলাবানীয় কূর্ম্ম মুদ্রয়া এব তানি কুসুমানি যন্ত্রোপরি দেবতা মস্তকোপরি বা স্থাপয়েৎ। যদি অপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি ঘটে বা যন্ত্রে পূজা হয় তাহা হইলে এই সময় আবাহন করিতে হইবে।

মূল—মহাকাল সহিতে পরিবারবৃতে শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিহিতা ভব, ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব, ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব, ইহ সম্মুখী ভব, ইহ সম্মুখী ভব, মম পূজাং গৃহাণ ইতি আবাহনম্।

পরে হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া দেবীর অঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ষড়ঙ্গ পূজা করিবে।

তৎপর পরমীকরণ,—ভূতিনী মুদ্রা, আকর্ষণী মুদ্রা, যোনি মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য।

আকর্ষণী মুদ্রা—দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী প্রসারণ পূর্ব্বক আকুঞ্চিত করিবে।

ভূতিনী মুদ্রা—

বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধ্যমে কুটিলে কুরু। অঙ্গুষ্ঠে তু তদগ্রে তু মুদ্রেয়ং ভূতিনী মতা—তন্ত্রসার।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা।—লেলিহান মুদ্রা দ্বারা অপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির হৃদয়; যন্ত্র বা ঘট স্পর্শ করিয়া—

আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমৎ দক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীঁ ইত্যাদি জীব ইহ স্থিতঃ। আং ইত্যাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আং হ্রীঁ ইত্যাদি বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় স্ত্রী শূদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিতে পারিবে।

দশোপচারে পূজা যথা।—বীজ, এতৎ পাদ্যং শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়ৈ নমঃ। বীজ এষ অর্ঘঃ শ্রীদক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা। ইদং আচমনীয়ং স্বধা। ইদং স্নানীয়ং নিবেদয়ামি। এষ গন্ধ ·নমঃ। ইদং সচন্দন পুষ্পং ··বৌষট্। এষ ধূপ ··নমঃ। এষ দীপঃ ··নমঃ। ইদং নৈবেদ্যং···নিবেদয়ামি। ইদং পানার্থো-দকং ··নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং···স্বধা। ইদং তাম্বূলং···নিবে-দয়ামি। উপচার দানে সর্ব্বত্র অগ্রে মূলং পশ্চাৎ উপচার নাম পশ্চাৎ চতুর্থ্যন্ত দেবতানাম তৎপশ্চাৎ ত্যাগাত্মক বাক্যঃ প্রয়ো-ক্তব্যাং। ষোড়শ উপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচ-মনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, (সিন্দুর)

আভরণ, গন্ধ, পুষ্প (বিল্বপত্র) ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, (পানীয়, পুনরাচমনীয় তাম্বুল) ও প্রণাম।

আসন—পুষ্প নির্ম্মিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত সকল প্রকার আসন নিবেদন করা যাইতে পারে। লৌহ ব্যতীত সকল প্রকার ধাতুরই আসন দিতে পারা যায়। মাতৃকাভেদে কথিত আছে, আসন চারি অঙ্গুলি পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন না হয়।

যন্ত্র নির্ম্মাণযোগ্যং হি পীঠং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। আসন সম্মুখে কোন আধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক বং এই মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য জলে অভ্যুক্ষিত করিয়া ধেনু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এই মন্ত্রে তিন বার অর্চ্চনা করিয়া এং দধি-পতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ এতৎ সম্প্রদান শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প অক্ষত দ্বারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইদং রজতাসনং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে বাম হস্তে স্পৃষ্ট দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা অর্ঘ্য জলবিন্দু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক নিবেদন করিবে। পরে মূল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই আসন বাম হস্ত স্পৃষ্ট দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী যোগে দেবতার বামভাগে স্থাপন করিবে। নিবেদনের সময় অথবা উপাচার অর্পণ করিবার সময় যেন নখ প্রদর্শন না হয় এবং চিত হস্তে সম্পাদন করিবে। উপাচার দান কালে দেবতার উপরি যেন হস্ত ভ্রামিত না হয়। যোগিনী তন্ত্রে কোন দ্রব্যের কি অধিপতি তাহা কথিত হইয়াছে।

রজতের অধিষ্ঠাত্রী চন্দ্র, সুবর্ণের অগ্নি, অন্নের লক্ষ্মী, বস্ত্রের বৃহস্পতি, আহারের জলের মধুর ও সমুদায় পেয় দ্রব্যের বরুণ; আসনের—পৃথিবী, পরমান্নের রসামৃত, প্রদীপ দধি ও ক্ষীরের—

বিষ্ণু, পুষ্পের ও তৈল প্রদীপের—বনস্পতি, গন্ধ ও ধূপের—গন্ধর্ব্ব, ঘৃতের—বৈশ্বালি, মাল্যের—দুর্গা। অথবা সমুদায় দ্রব্যেরই বিষ্ণু—

স্বাগত—কৃতাঞ্জলি পুটে মূল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি স্বাগতং সুস্বাগতং তে। পরে দেবতাকথিত সুস্বাগতং চিন্তা করিবে।

পাদ্য—বীজ, এতৎ পাদ্যং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে বাম হস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী যোগে পূর্ব্ববৎ চিত হস্তে দেবতার চরণযুগলে অর্পণ করিবে। ফেৎকারিণী তন্ত্রে—

ব্যানার মূল ও চন্দন, পাদ্য দ্রব্যে দিবে। অর্ঘ্য বীজ, এষঃ অর্ঘঃ শ্রীদক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা। দেবতার মস্তকে অর্ঘ্যপ্রদান।

আচমনীয় বীজ, ইদং আচমনীয়ং শ্রী দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা।

কপিলপঞ্চরাত্রে—কর্পূর অগুরু চন্দন ও পুষ্পে এই তিনটী দ্রব্য আচমনীয় জলে, মধুপর্ক বীজ—এষঃ মধুপর্কঃ শ্রীদক্ষিণ-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা।

শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকাতে কথিত আছে, যে দধি ঘৃত ও মধু কাংস্য পাত্রে স্থাপিত করিয়া কাংস্যপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক মধুপর্ক প্রদান করিবে। প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা করিয়া যেন হয়।

বীজ—ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীদক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা।

সারদা তিলকে বং স্বধা মন্ত্রে পুনরাচমনীয় দিবার কথা আছে।

স্নানীয়—বীজ ইদং স্নানীয়ং শ্রীদক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। দেবতার স্নান ভাল সুরভি মিশ্রিত হইবে।

বস্ত্র—বীজ ইদং বস্ত্রং শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

শক্তি পূজায়—রক্ত বস্ত্র, বিষ্ণুর পীতবস্ত্র, শিবের শ্বেত বস্ত্র। বস্ত্র মলিন, জীর্ণ ছিন্ন না হয়। যুবতী রমণী যেন উহা পরিধান করিতে পারে। তন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে ১০ দশ হাত দীর্ঘ বস্ত্র দিবে। কত মূল্যের বস্ত্র দিতে হইবে তাহাও কথিত আছে। কর্ম্মকর্ত্তা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে প্রফুল্ল ও প্রীত হন সেইরূপ বস্ত্র।

সিন্দুর—বীজ—ইদং সিন্দুরং নমঃ।

যজ্ঞোপবীত—বীজ—ইদং যজ্ঞোপবীতং নমঃ।

আভরণ—বীজ—ইদং রজতাভরণং নমঃ।

যুবতী রমণী ন্যূন কল্পে অষ্টম বর্ষীয় কন্যা যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিতে পারে সেইমত অলঙ্কার দিবে।

ছত্র, চামর, চন্দ্রাতপ, পাদুকা প্রভৃতি ভূষণের পর উপভূষণের মধ্যে পরিগণিত।

গন্ধ—বীজ—এষ গন্ধঃ নমঃ।

গৌতমীয় তন্ত্রে—চন্দন, অগুরু ও কর্পূর মিশ্রিত গন্ধ প্রস্তুত করিবে।

পুষ্প—বীজ—ইদং সচন্দন পুষ্পং বৌষট্। বীজ—ইদং সচন্দন বিল্বপত্রং বৌষট্।

পরে দেবতার মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে পাদপদ্মে ও সর্ব্বাঙ্গে এই পঞ্চ স্থানে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে।

ধূপ—ধূপপাত্র সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি ধূপ রাখিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ধূপের আধার স্পর্শ পূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিয়া এতস্মৈ ধূপায় নমঃ, এই মন্ত্রে আসনের ন্যায় ধূপের অর্চ্চনা করিয়া, ওঁ বনস্পতিরসোদিব্যগন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বীজ—এষ ধূপঃ নমঃ।

পরে ফট্ এই মন্ত্রে ঘণ্টা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক ও জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা।

দীপ—বাম হস্তের মধ্যমা দ্বারা দীপ মাত্র স্পর্শ করিয়া ধূপের ন্যায় অর্চ্চনা পূর্ব্বক ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং বীজ, এষ দীপঃ নমঃ।

নৈবেদ্য—নৈবেদ্য আনয়ন পূর্ব্বক সম্মুখে অধোমুখ ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি পুষ্প প্রভৃতি আধারে সংস্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিবে। পরে হুঁ এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক যং এই মন্ত্রে দোষ সমূহ শোষণ। রং এই মন্ত্রে দহন, বং এই মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন।

পরে মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক দশবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। পরে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া, বীজ, ইদং সোপকরণ নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি।

পরে দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্য জল লইয়া, বীজ, শ্রীদক্ষিণ কালিকে দেবি এতজ্জলং অমৃতোপস্তরণ মসি স্বাহা, পরে বাম হস্তে গ্রাস-

মুদ্রা প্রদর্শন সহকারে প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভগবতী সমুদায় ভোজন করিতেছেন, এই ভাবনা কালে মূল বীজ কিছু জপ করিবে। পরে অর্ঘ্যজল লইয়া, বীজ শ্রীদক্ষিণকালিকে দেবি এতজ্জলং অমৃতাপিধান মসি স্বাহা, এই মন্ত্রে দেবীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে।

বালকের, স্ত্রীলোকের প্রিয় এইমত নৈবেদ্য দিবে। নৈবেদ্য দুই প্রকার, আমান্ন ও পক্কান্ন। আমান্ন দেবতার দক্ষিণে, পক্কান্ন বামে। এই সময়ে দেবীর বাম দিকে অন্নাদি নিবেদন হইতে পারে। তাহার প্রক্রিয়া সমুদায়ই নৈবেদ্য নিবেদনের ন্যায়। কেবল মাত্র ইদং সোপকরণান্নং বলিতে হইবে। পূজা সমাপ্তির পর অন্ন নিবেদনের প্রথা প্রচলিত আছে।

পানার্থোদক—বীজ ইদং পানার্থোদকং...নমঃ। পরে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরাচমণীয় প্রদান করিতে হইবে।

তাম্বুল—বীজ এতৎ তাম্বুলং···নিবেদয়ামি পাথরের চুণ দেওয়ায় নিষিদ্ধ নহে। পরে বীজ শ্রীদক্ষিণ কালিকাং তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্রে দেবীর মুখে তর্পণ করিবে। বামহস্ত যুক্ত দক্ষিণ হস্তের তত্ত্ব মুদ্রায় অমৃত বোধে জলদ্বারা তর্পণ করিবে। অনন্তর মূল মন্ত্রে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

প্রার্থয়েৎ শ্রীদক্ষিণ কালিকে দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি। অথ মনসা দেব্যনুজ্ঞান লব্ধাং বিভাব্য পূজয়েৎ। অথ ষড়ঙ্গ দেবতাভ্যো নমঃ। অগ্নি কোণে ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ঈশান কোণে ক্রী শিরসে স্বাহা। নৈঋতে কোণে ক্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। বায়ু কোণে ক্রৈঁ কবচায় হুঁ,

অস্ত্রে ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। চতুর্দ্দিকে ক্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

এতে গন্ধপুষ্পে গুরু পংক্তিভ্যো নমঃ, পঞ্চোপচারেণ পূজয়েৎ। এতে গন্ধপুষ্পে আবরণ দেবতাভ্যো নমঃ, আবাহ্য পঞ্চোপচারেণ পূজয়েৎ। যোগিনীগণের ধ্যান—সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরাঃ মুণ্ডমালা বিভূষণাঃ। তর্জ্জনীং বাম হস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ।

দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্ব স্ব ভর্ত্তৃ সমন্বিতাঃ। এতে গন্ধপুষ্প কাল্যৈ নমঃ (বাহ্য ত্রিকোণের অধঃকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে কপালিন্যৈ নমঃ (দেবীর বাম কোণে)। কুল্লায়ৈঃ (দক্ষ কোণে) কুরু কুল্লায়ৈ (তদন্তর্গত ত্রিকোণে) বিরোধিন্যৈ বিপ্রচিত্তায়ৈ উগ্রায়ৈ (তদন্তর্গত ত্রিকোণে) উগ্রপ্রভায়ৈ। দীপ্তায়ৈ। নীলায়ৈ। (তদন্তর্গত ত্রিকোণ) ঘনায়ৈ। বলাকায়ৈ। মাত্রায়ৈ (তদন্তর্গত ত্রিকোণ) মুদ্রায়ৈ। মিতায়ৈ।

অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টশক্তির পূজা করিবে। ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ ইং নারায়ণ্যৈ নমঃ। ওঁ উং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। ওঁ ঋং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। ওঁ ৯ং কৌমার্য্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ ওঁ ঔং বারাহ্যৈ নমঃ। ওঁ অঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ। ইহাদের প্রত্যেকের ধ্যান নিম্নে বিবৃত হইল। সমর্থ হইলে প্রত্যেকের ধ্যান করিয়া আবাহ্য ও পঞ্চপচারে পূজা করিবেন।

১। ব্রহ্মাণীং হংসসংরূঢ়াং স্বর্ণ-বর্ণাং চতুর্ভুজাং চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্ম কুর্চ্চঞ্চ পঙ্কজাং॥ দণ্ডপদ্মাক্ষ সূত্রঞ্চ দধতীং চারুহাসিনীং। জটাজূট ধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ।

নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড়বাহিনীং। নানালঙ্কার

সংযুক্তাং চারুকেশাং চতুর্ভুজাং। ঘণ্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সন্দধতীং পরাং। মধুমত্তাং মদোল্লোলদৃষ্টিং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং।

৩। মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুভ্রাং ত্রিনয়ান্বিতাং। কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদাভয় শূলকং। টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানাভরণ-ভূষিতাং।

৪। চামুণ্ডা মট্টহাসাং প্রকটিতদশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং। নীলাম্ভোজপ্রভাভাং প্রমুদিতবপুষাং নারমুণ্ডালিমালাম॥

খড়্গাং শূলং কপালং নরশিরোঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীং। প্রেতারূঢ়াপ্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাং।

৫। কৌমারীং কঙ্কুমপ্রভাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাং। চতুর্ভুজাং শক্তি পাশাঙ্কুশাভয় ধারিণীং। নানালঙ্কার সংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ।

৬। অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাং। কপালং মাতুলুঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ॥

৭। বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবদনাং শুভাং। ফলকং খড়্গ-মুষলং হলং বেদভুজৈর্যুতাং॥

৮। নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ। প্রসন্নবদনাং দেবীং দৈত্যদর্পনিসূদনী॥

অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বাদি দলাগ্রে অষ্টভৈরবের পূজা।

নিরুত্তর তন্ত্রে ভূপুরের পূর্ব্বদ্বার হইতে দক্ষিণ দ্বার পর্য্যন্ত দ্বার চতুষ্টায়।

১। ঐঁ হ্রীঁ অং অসিতাঙ্গ ভৈরবায় নমঃ।

২। ঐঁ হ্রীঁ ইং রুরু ভৈরবায় নমঃ।

৩। ঐঁ হ্রীঁ উং চণ্ড ভৈরবায় নমঃ।

৪। ঐঁ হ্রীঁ ঋং ক্রোধ ভৈরবায় নমঃ।

৫। ঐঁ হ্রীঁ ঌং উন্মত্ত ভৈরবায় নমঃ।

৬। ঐঁ হ্রীঁ এঁং কপালি ভৈরবায় নমঃ।

৭। ঐঁ হ্রীঁ ওঁং ভীষণ ভৈরবায় নমঃ।

৮। ঐঁ হ্রীঁ অং সংহার ভৈরবায় নমঃ।

মহাকালং ধ্যায়েৎ—মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং। বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গং দ্রংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং। ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং ত্রিনেত্র মূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্বিব॥ আবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ।

হূঁ ক্ষৌ যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকাল ভৈরব সর্ব্ব-বিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রাঁ শ্রীঁ ফট স্বাহা মন্ত্রং পঞ্চোপচারেণ পুনর্দ্দেবীং সংপূজ্য তর্পয়েৎ।

সমর্থশ্চেৎ বলিদানং নীরাজনঞ্চ কুর্য্যাৎ। নীরাজন বিধি—পঞ্চ নীরাজনং কুর্য্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া। দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন। তৃতীয়ং ধৌতবাসসা। চুতাশ্বত্থাদিপত্রেণ চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্। পঞ্চমং প্রণিপাতেন, সাষ্টাঙ্গেন যথাবিধি। আদৌ চতুষ্পাদতলে চ পশ্চাদ্দ্বির্নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রীন্ সর্ব্বাঙ্গদেশেষু চ সপ্তবারা-নারত্রিকং। ইহা—রাত্রৌ বিষমাবর্ত্তি সংখ্যা গ্রাহ্যা।

যাঁহারা নিত্য হোম করিতে সমর্থ তাঁহারা এই সময় করিবেন।

তৎপরে কুল্লুকাদি করিয়া যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে।

কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে ৮ আট শেষ সংখ্যার ন্যূন জপ বা হোম হইতে পারে না।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে কথিত আছে যে কালীপূজায় অগ্রে কবচ পরে স্তব ও সহস্র নাম পাঠ করিবে। কিন্তু অন্যান্য দেবতার অগ্রে স্তব পরে কবচ তৎপর সহস্র নামাদি পাঠ করিবে।

স্তবের আদ্যন্তে প্রণব যোগ করিবে ও শেষ শ্লোক দুইবার পাঠ করিবে। মনে ২ স্তব পাঠ করিবেনা। স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া বিরাম দিবেনা। স্থাপিত দেবতা না হইলে অনন্তর ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

প্রণাম মন্ত্র—শ্রীমৎসুরাসুরারাধ্যচরণাম্বুরুহদ্দয়াং। চরাচরজগদ্ধাত্রীং কালিকাং প্রণমাম্যহং। অথ ঐশান্যাম্ অধোমুখত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্বা ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ জ্যেষ্ঠমাতঙ্গি নমামি উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী ত্রৈলোক্যবশঙ্করি স্বাহা। ইদং নির্ম্মাল্যং পুষ্পাদিকং উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ নির্ম্মাল্যং পুষ্পং জলং কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য মপি মণ্ডলোপরি দদ্যাৎ।

নিত্য হোম—

অর্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ।

পূর্ব্বাগ্রে রেখাত্রয়ং বিলিখ্য।

ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে কিঞ্চিৎ অগ্নি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুল মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ও স্বঃ স্বাহা, তৎপর মূলে ষড়ঙ্গ মন্ত্রে আহুতি দিবে।

মূলমন্ত্রে ১৬ আহুতি। তৎপরে সংকল্প করিয়া সাধ্যানুযায়ী মুলমন্ত্রে আহুতি। তৎপর তিলক ও বিসর্জ্জন।

কালীর একাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ।

———o———

৩য় মান।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতায়াং প্রথমেঽহনি, আরাধয়েৎ জগদ্ধাত্রীং মূলপ্রকৃতিরূপিণীং। পূর্ব্বাহ্ণে সাত্ত্বিকী পূজা, মধ্যাহ্নে রাজসী স্মৃতা, সায়াহ্নে তামসী প্রোক্তা, ত্রিবিধা সা প্রকীর্ত্তিতা। মাসৈশ্চতুর্ভি র্যৎ পুণ্যং বিধিবৎ পূজ্য চণ্ডিকাং তৎফলং লভতে বীরং নবম্যাং কার্ত্তিকস্য চ। নবম্যাং নববর্ষাণি রাজন্ পৃষ্টাসনো ভবেৎ, তস্য তুষ্টা ভবেৎ দেবী সর্ব্বপ্রদা শুভাঃ।

জগদ্ধাত্রী দুর্গা-পূজা।

কালীপূজাবৎ প্রক্রিয়া করিয়া পূজাস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্রাচমন করিবে দুঁ মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ ওঁ মায়ায়ৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে ওষ্ঠমার্জ্জন করিবে। পরে দুঁ মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ওঁ সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে মুখ স্পর্শ করিবে। ওঁ বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা। ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে বাম নাসিকা। ওঁ সুপ্রভায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু। ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বাম চক্ষু। ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ। ওঁ উমায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বাম কর্ণ। ওঁ শূলধারিণ্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাভি। ওঁ সুগন্ধায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল। ওঁ সর্ব্বসাধিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে মস্তক। ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূল। ওঁ সৌভদ্রিকায়ৈ নমঃ এই বন্ত্রে বাম বামূমূল।

সামান্যর্ঘ্যং	...	কালীপূজাবৎ—
দ্বারদেবতা	...	„
আসন শুদ্ধি	...	„

পুষ্প শুদ্ধি	...	কলীপূজাবৎ
আত্মরক্ষা	...	„
ভূতশুদ্ধি	...	„
প্রাণায়াম	...	মূলমন্ত্রে—
মাতৃকান্যাস	..	পূর্ব্ববৎ—
করাঙ্গন্যাস	...	„
অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস	...	„
বাহ্য মাতৃকান্যাস	...	„
বর্ণন্যাস	...	„
গুরুপূজা	...	„

পীঠন্যাস—হৃদয়ে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণি-গৃহায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্ন-সিংহাসনায়। মণিপীঠায়। মুনিভ্যেঃ। দেবেভ্যোঃ দক্ষিণ বাহুমূলে ধর্ম্মায়। বাম বাহুমূলে জ্ঞানায়। বাম উরুতে—বৈরাগ্যায়। দক্ষিণ উরুতে—ঐশ্বর্য্যায়। মুখে অধর্ম্মায়। বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়। নাভিতে অবৈরাগ্যায়। দক্ষিণ পার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়। পুনঃ হৃদয়ে অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময় পত্রেভ্যোঃ। বিকারময় কেশরেভ্যোঃ। তত্ত্বময় কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায়দ্বাদশ কলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। পূর্ব্ব হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত, ওঁ হ্রীঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ।

ও হ্রী ঈং মায়ায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রী ঊং জয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রী এং স্থক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রী ঐঁ বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রী ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রী অং বিজয়ায়ৈ নমঃ মধ্যে ওঁ হ্রী অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হূং ফট্ নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—বীজ—অস্য মন্ত্রস্য নারদ ঋর্ষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গা দেবতা হ্রী বীজং দুং শক্তিঃ স্বাহা। কীলকং চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মুলাধারে হ্রী বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ দুং শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে স্বাহা কীলকায় নমঃ।

করন্যাস—ওঁ দাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ও দুং মধ্যমাভ্যাং বষট। ওঁ দৈং অনামিকাভ্যাং হূঁ। ওঁ দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। ওঁ দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট।

অঙ্গন্যাস—ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ দীং শিরসে স্বাহা। ওঁ দুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ দৈং কবচায় হুঁং। ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। ও দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

বীজন্যাস	...	কালীপূজাবৎ।
তত্ত্বন্যাস	...	„
ব্যাপকন্যাস	...	„

অথ মুদ্রাং—কালীপূজাবৎ—প্রদর্শ্য—

ধ্যানং—বীজ—সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। শঙ্খচাপসমাযুক্ত বাম পাণিদ্বয়াং তথা। চক্রবাণ-সমাযুক্ত দক্ষপাণিদ্বয়াং তথা। রক্তবস্ত্র পরীধানাং বালার্কসদৃশদ্যুতিং। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং

ভবসুন্দরীং ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিণালমৃনালিনীং। ঈষৎসহাস্য-বদনাং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং। নবযৌবনসম্পন্নাং পীনোন্নত-পয়োধরাং করুণামৃতবর্ষিণ্যা পশ্যন্তীং সাধকং দৃশা। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েৎ তাং ভব-গেহিনীং ॥

ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা মানোসপচারৈঃ সং-পূজয়েৎ।

দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ—পূর্ব্ববৎ। ষড়ঙ্গ পূজাদি কালীপূজাবৎ। অথ পীঠপূজা—ন্যাসবৎ।

ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। এই মত পীঠ-শক্তি পূজা ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধ পুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। ন্যাসবৎ। অথ পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা।

রক্তকুসুমানি গৃহীত্বা পুনর্ধ্যাত্বা।

মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং ব্রহ্মপথেন পরমশিবে সমা-যোজ্য।

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ—

পূর্ব্ববৎ মূর্ত্তিং প্রকল্প্য যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলি রাবা-হয়েৎ।

অথ পরমীকরণ মুদ্রায়া দদর্শ্য যথাশক্তি উপচারেণ পূজয়েৎ।

অথ উপচারদানানন্তরম্ আবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। দেবী আজ্ঞাং গৃহীত্বা ষড়ঙ্গং পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ হ্রীঁ আবরণ দেবতা-ভ্যো নমঃ যথাশক্তি উপচারৈঃ সংপূজ্য। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ বহুলায়ৈ নমঃ। এই মত ওঁ হ্রীঁ কাল্যৈ। ওঁ হ্রীঁ প্রভায়ৈ, ওঁ হ্রীঁ মায়ায়ৈ। ওঁ হ্রীঁ জয়ায়ৈ। ওঁ হ্রীঁ সূক্ষ্মায়ৈ।

ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধায়ৈ। ওঁ হ্রীঁ নন্দিন্যৈ। ওঁ হ্রীঁ সুপ্রভায়ৈ। ওঁ হ্রীঁ বিজয়ায়ৈ। ওঁ হ্রীঁ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ। দেবীর বামে ওঁ হ্রীঁ শঙ্খনিধয়ে। দেবীর দক্ষিণে ওঁ হ্রীঁ পদ্মনিধয়ে। ওঁ হ্রীঁ উমায়ৈ। শূলধারিণ্যৈঃ। খেচর্য্যৈ। দ্বারবাসিন্যৈ সুগন্ধায়ৈ। সর্ব্বসাধিন্যৈ। চণ্ডিকায়ৈ। সৌভদ্রিকায়ৈ। অশোকবাসিন্যৈ। বজ্রধারিণ্যৈ। মহাবাণ্যৈ। জগন্মাতৃকায়ৈ। ললিতায়ৈ। সিংহবাসিন্যৈ। ভগবত্যৈ। বিন্ধ্যবাসিন্যৈ। মহাবলায়ৈ। ভূতলবাসিন্যৈ। পরে অষ্টদলে ব্রহ্মাদ্যষ্ট শক্তির কালীপূজাবৎ পূজা ও পত্রাগ্রে অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্ট ভৈরবের পূজা।

ওঁ বজ্র নখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট নমঃ। ইতি মন্ত্রেণ মহাসিংহং পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। তৎপরে অস্ত্রাদির পূজা। চক্র, শাঙ্গ, বাণ, শঙ্খ। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ হ্রীঁ। অন্তে নমঃ।

দেব্যা দক্ষিণে ভৈরবং পূজয়েৎ।

ধ্যানং—বালার্কাযুতভেজসং ধৃত জটাজুটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। খট্টাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎপঞ্চাননং সুন্দরং। ব্যাঘ্রত্বক পরিধান মঞ্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে॥ যথা সাধ্যেন পূজয়েৎ। পুনঃ পঞ্চোপচারেণ দেবীং সংপূজ্য মস্তকে হৃদয়ে মুলাধারে পাদপদ্মে সর্ব্বাঙ্গে চ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তর্পয়েৎ। সর্ব্বত্র কালীপূজাপদ্ধতি দর্শনেন কর্ত্তব্যং, তত্র বিশেষস্তু শ্রীদক্ষিণে কালিকা ইত্যত্র শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গা ইতি প্রয়োক্তব্যং।

হোম-প্রণাম স্তব কবচং পঠেৎ।

জগদ্ধাত্রীর ত্রিকালীন পূজা।—ইহার ত্রিকালের তিনবার পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান আছে। নিত্য পূজার ধ্যান লিখিত হইল।

প্রাতে।—

সিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনাং॥ শঙ্খ শার্ঙ্গ সমাযুক্তাং বামপাণিদ্বয়ে তথা চক্রঞ্চ পঞ্চ বাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে। রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্কসদৃশদ্যুতিং নারদাদ্যৈ মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং ত্রিবলীবলয়োপেতাং নাভিনালমৃণালিনীং ঈষৎপ্রহাসবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাং নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীং করুণা মৃতবর্ষিণ্যা পশ্যন্তী সাধকং দৃশা রত্নদ্বীপময়ে দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং।

মধ্যাহ্নে।—

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবিতিনাং॥ রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্কসদৃশীং তনুং নারদাদ্যৈ মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীং ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীং রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে প্রফুল্ল-কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং।

সায়াহ্নে।—

সিংহারূঢ়াং ত্রিনয়নাং গৌরাঙ্গীং রত্নভূষিতাং। চতুর্ভুজাং শঙ্খচাপ চক্রবাণ করাম্বুজে॥ জগদ্ধাত্রী দুর্গার একাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণ দ্বাদশলক্ষ তন্ত্রসারে লিখিত আছে। পরন্তু মায়াতন্ত্রে এক লক্ষেরও প্রমাণ আছে।

যুগভেদে বিধানং হি কথয়ানি শৃণুষ্বতৎ। সত্যে দ্বাদশ লক্ষন্তু, ত্রেতায়াঞ্চা ষ্টলক্ষকং॥ চতুর্লক্ষং দ্বাপরে চ একলক্ষং কলৌ জপেৎ এবংবিধং জপং কৃত্বা হোময়েজ্জ্বলদিন্ধনে। দশাংসপরমেশানি তদ্দশাংশন্তু তর্পয়েৎ। তদ্দশাং নাভিষেকঞ্চ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েস্ততঃ। মায়াতন্ত্রে ১১ পটল জগদ্ধাত্রী কল্প।

তারাপূজা—

কালীপূজাবৎ সমুদায় কর্ত্তব্য করিয়া মন্ত্রাচমন করিবে। হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ ফট্ ইহাই তাহার প্রধান মন্ত্র ওঁ হ্রীং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে তিনবার আচমন। বিশেষ আচমন—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ এই মন্ত্রে। তিনবার আচমন করিয়া হ্রীঁ মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন। হ্রীঁ হুঁ এই দুই মন্ত্রে ওষ্ঠাধর মার্জ্জন। ফট্ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন। ওঁ বৈরোচনায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখস্পর্শ। ওঁ শঙ্খায় নমঃ; ও পাণ্ডবায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামনাসিকা ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ওঁ অসিতাভায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম চক্ষু, ওঁ নামকায় নমঃ; ওঁ মামকায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ। ওঁ তারকায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভি। ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়। ওঁ যমান্তকায় নমঃ এই মন্ত্রে মস্তক, ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ, ওঁ নবান্তকায় নমঃ এই দুই মন্ত্রে দক্ষিণ বাম স্কন্ধ।

পীঠং চিন্তয়েৎ—শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ। তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতং॥ নানালঙ্কার সংযুক্তং মুনিদেবৈবিভূষিতং। শিবাভির্বহু মাংসাস্থি মোদমানাভিরন্ততঃ। চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ড চিতাঙ্গারাস্থি সংযুতং তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং যথোক্তধ্যানযোগতঃ।

সামান্যার্ঘ্যং—কালীপূজাবৎ।

দ্বারদেবতা পূজা। আবাহ্য পঞ্চোপাচারৈ পূজেয়েৎ॥ দ্বার পূজা যথা—(পূর্ব্বদ্বারি ওঁ হ্রীঁ গাং গণেশায় নমঃ। দক্ষিণে ওঁ হ্রীঁ বাং বুটকায় নমঃ। পশ্চিমে ওঁ হ্রীঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়

নমঃ। উত্তরে ওঁ হ্রীঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। নৈঋত্যাং ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ।

আসন-শুদ্ধি—কালীপূজাবৎ।

পুষ্পশুদ্ধি ”

আত্মরক্ষা ”

মন্ত্রশুদ্ধি—যথা অনুলোম বিলোমকৃত সবিন্দু মাতৃকাবর্ণ পুটিত বীজমন্ত্রজপেন অথবা অং কং চং টং তং পং যং শং ইত্যষ্ট-বর্গাদ্যষ্টবর্ণ পুটিতং বীজমন্ত্রেণ মন্ত্রশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ॥

ভূতশুদ্ধি	...	...	কালীপূজাবৎ।
প্রাণায়াম	...	...	মূলমন্ত্রে
মাতৃকান্যাস	...	...	কালী-পূজাবৎ
করাঙ্গ ন্যাস	...	...	”
অন্ত র্মাতৃকান্যাস		...	”
বাহ্য মাতৃকান্যাস		...	”
বর্ণ ন্যাস	...	...	”
গুরু পূজা	...	...	”

পীঠং ন্যসেৎ যথা। পীঠ মধ্যে ওঁ শ্মশানায় নমঃ। এবং কল্পবৃক্ষায়। তন্মূলে মণিপীঠায়। নানালঙ্কারেভ্যোঃ। মণিভ্যোঃ। দেবেভ্যোঃ। বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যোঃ। শবমুণ্ডেভ্যোঃ। চিতাঙ্গারাস্থিভ্যোঃ। অগ্ন্যাদি পূর্ব্ব পর্য্যন্তমষ্ট দলেষু ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। এবং সরস্বত্যৈ। রত্যৈ। তুষ্ট্যৈ। মধ্যে হ্সৌঃ সদা-শিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ॥

ঋষ্যাদিন্যাস যথা। অস্য মন্ত্রস্য অক্ষোভ্য ঋষি বৃহতী ছন্দঃ শ্রীমদেকজটানীল সরস্বতী দেবতা হুঁ বীজং ফট্ শক্তিঃ হ্রীঁ স্ত্রীঁ

কীলকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ শিরসি অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ, মুখে বৃহতী ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীমদেক-জটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হুঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ ফট্ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ কীলকায় নমঃ॥

করন্যাস। ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ওঁ হ্রীঁ তারিণ্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হু বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট। ওঁ হৈঁ উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌঁ মহাপ্রেতেশ্বরি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। ওঁ হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্॥

অঙ্গন্যাস। ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা।

ওঁ হুঁ বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট। ওঁ হৈঁ উগ্রজটে কবচায় হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ মহাপ্রেতেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট। ওঁ হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈক-জটে অস্ত্রায় ফট॥

বীজন্যাস ... ... কালীপূজাবৎ
তত্ত্বন্যাস ... ... „
ব্যাপক ন্যাস ... ... „
অথ মুদ্রাং প্রদর্শ্য ... „

ধ্যানং—প্রত্যালীঢ় পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ॥ নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমা বরপ্রদাং খড়্গাকত্তৃ সমাযুক্ত সব্যেতর ভুজদ্বয়াং। কপালোৎপল সংযুক্ত সব্য-পাণিযুগান্বিতাং। পিঙ্গাগ্রৈকজটাং ধ্যায়ন্মৌলাবক্ষোভ্য ভুষিতাং বালার্ক মণ্ডলাকার লোচনত্রয়ভূষিতাং। জ্বলচ্চিতা মধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং। সাবেশ স্মের বদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাং

বিশ্বব্যাপক তোয়াস্তঃশ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং অক্ষোভো দেবীমূর্দ্ধস্ত স্ত্রিমূর্ত্তির্নাগরূপধৃক॥ এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ পূজয়েৎ। বিশেষার্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ কালীপূজাবৎ।

যড়ঙ্গং পূজয়েৎ ওঁ হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং উগ্রজটে কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌ মহাপ্রেতেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট। ওঁ হ্রঃ পিঙ্গাগ্রৈকজটে অস্ত্রায় ফট।

পীঠপূজাং কুর্য্যাৎ, আবাহ্য পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য। পীঠন্যাস-মন্ত্রেণ পূজয়েৎ।

পুনঃ ধ্যায়েৎ—আবাহ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। মূলমন্ত্রেণ দশোপচারেণ বা যথেচ্ছয়া পূজয়েৎ। উপচার দান কালে সর্ব্বত্র-মূল মন্ত্রান্তে, শ্রীমদেকজটে বজ্র পুষ্পঃ প্রতীচ্ছ হুঁ ফট স্বাহা ইতি মন্ত্র পঠনীয়ঃ।

কালীপূজাবৎ পূজয়েৎ

দেবি আজ্ঞাপয় আবরণদেবতাস্তে পূজয়ামি ইতি আবাহ্য। পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ। যড়ঙ্গং পূজয়েৎ। দেব্যা মৌলৌ অক্ষোভ্য বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট স্বাহা। গুরুপংক্তিং আবাহ্য পূজয়েৎ।

ওঁ ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্র পুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট স্বাহা। এবং ব্যোম কেশানন্দ নাথ। নীলকণ্ঠানন্দনাথ। বৃষধ্বজানন্দনাথ। এতে দিব্যৌঘাঃ। বশিষ্ঠানন্দনাথ। কূর্ম্মানন্দনাথ। মীননাথানন্দ-নাথ। মহেশ্বরানন্দনাথ। হরিনাথানন্দনাথ। এতে সিদ্ধৌঘাঃ। তারাবত্যম্ব। ভানুমত্যম্ব। জয়াম্ব। বিদ্যাম্ব। মহোদর্য্যম্ব। সুখানন্দনাথ। পরমানন্দনাথ। পারিজাতানন্দনাথ। কুলেশ্বরা-নন্দনাথ। বিরূপাক্ষানন্দনাথ। ফেরবাম্ব। এতে মানবৌঘাঃ।

ততঃ পূর্ব্বাদিদলে বামাবর্ত্তেন অষ্টযোগিনীং পূজয়েৎ।ম হাকালী। রুদ্রাণী। উগ্রা। ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী। মহারাত্রি। ভৈরবী। ততঃ পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দলে বামাবর্ত্তেন।

বৈরোচন। শঙ্খ, পাণ্ডব, পদ্মনাভ, অসিতাঙ্গ। অগ্ন্যাদি কোণে নামক, মামক, পাণ্ডব তারক।

পূর্ব্বাদি দ্বারে, পদ্মান্তক, যমান্তক, বিঘ্নান্তক, নরান্তক, বজ্রেত্যাদিনা পূজয়েৎ। পুষ্পাঞ্জলি ত্রয়ং দদ্যাৎ।

বলি স্বধামে ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরস্র মণ্ডলং কৃত্বা এতস্মৈ মণ্ডলায় নমঃ। ততঃ বলিপত্রে বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং ধৃত্বা। ওঁ হ্রীঁ একজটে মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং ইমং সোপকরণবলিং গৃহ্ণং ২ গৃহ্লাপয় ২ নমঃ সর্ব্বশান্তিং কুরু ২ পরবিদ্যামাকৃষ্য ক্রুট ২ ছিন্ধি ২ সর্ব্বজগৎ বশমানয় হ্রীঁ স্বাহা। ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং কুর্য্যাৎ।

মূলমুচ্চার্য্য—শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা ইতি ত্রিঃ।

ততঃ যথাশক্তি মূলং জপ্ত্বা স্তবকবচং পঠেৎ। হোমং কুর্য্যাৎ।

জপং বিসর্জ্জ্য প্রণমেৎ। দেবীং বিসর্জ্জ্য প্রণমেৎ।

ওঁ উগ্রতারে ক্ষমস্ব সংহারমুদ্রয়া পুষ্পং ঘ্রাত্বা দেবীং স্বহৃদয়ে আনীয়। ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যা পর্ব্বতবাসিনী ভাগ্যোদয়াৎ সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরং। ততঃ ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিন্যৈ শেষিকায়ৈ নমঃ। পাদ্যাদিকং দত্ত্বা পুষ্পং চন্দনং শিরসি দত্ত্বা কিঞ্চিৎ নৈবিদ্যশেষং চরণোদকঞ্চ পীত্বা শেষং শিষ্টেভ্যো দদ্যাৎ। লিখিত মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ।

—০—

৪র্থ মাল।

কালী-কবচ।

ভৈরব্যুবাচ। কালীপূজা শ্রুতা নাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্ব্বসূচিতং। ত্বমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং দুঃখসঙ্কটাৎ। ভৈরব উবাচ। রহস্যং শৃণু বক্ষ্যামি ভৈরবি প্রাণবল্লভে। শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহং। পঠিত্বা ধারয়িত্বা বা ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ। নারায়ণোঽপি যদ্ধৃত্বা নারীভূত্বা মহেশ্বরং। যোগেশং ক্ষোভমনয়দ্ যদ্ধৃত্বা চ রঘূদ্বহঃ। বরদৃপ্তান্ জঘানৈব রাবণাদিনিশাচরান্। যস্য প্রসাদাদীশোঽহং ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভুঃ। ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি সুরেশোঽভূচ্ছচীপতিঃ। এবং হি সকলা দেবাঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরাঃ প্রিয়ে। শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাপি কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দোঽনুষ্টুব দেবতা চ কালিকা দক্ষিণেরিতা। জগতাং মোহনে দুষ্টনিগ্রহে ভুক্তিমুক্তিষু।

যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। শিরো মে কালিকা পাতু ক্রীঁ কারৈকাক্ষরী পরা। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ মে ললাটঞ্চ কালিকা খড়্গধারিণী হুঁ হুঁ পাতু নেত্রযুগ্মং হ্রীঁ হ্রীঁ পাতু শ্রুতি মম। দক্ষিণে কালিকে পাতু ঘ্রাণযুগ্মং মহেশ্বরী। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ রসনাং পাতু হুঁ হুঁ পাতু কপোলকং। বদনং সকলং পাতু হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা স্বরূপিণী। দ্বাবিংশত্যক্ষরী স্কন্ধৌ মহাবিদ্যা সুখপ্রদা। খড়্গা মুণ্ডধরা কালী সর্ব্বাঙ্গ মভিতোঽবতু, ক্রীঁ হুঁ হ্রীঁ ত্র্যক্ষরী পাতু চামুণ্ডা হৃদয়ং মম। ওঁ হুঁ ওঁ স্তনদ্বয়ং হ্রীঁ ফট স্বাহা ককুৎস্থলং। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা ভুজৌ পাতু সকর্ত্তৃকা। ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ করৌ পাতু।

ষড়ক্ষরী মম। ক্রীঁ নাভিমধ্যদেশঞ্চ দক্ষিণে কালিকেঽবতু! ক্রী স্বাহা পাতু পৃষ্ঠন্তু কালিকা সা দশাক্ষরী। হ্রীঁ ক্রীঁ দক্ষিণে কালিকে হুঁ হ্রী পাতু কটিদ্বয়ং। কালী দশাক্ষরী বিদ্যা স্বাহা পাতু রুযুগ্মকং। ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ মে স্বাহা পাতু কালিকা জানুনীমম কালী হৃন্নাম বিদ্যেয়ং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা। ক্রীঁ হুঁ হ্রীঁ পাতু সা গুল্ফং দক্ষিণে কালিকেবতু। ক্রীঁ হুঁ হ্রীঁ স্বাহা পাতু চতুর্দ্দশাক্ষরী মম। খড়্গামুণ্ড ধরা কালী বরদাভয় ধারিণী। বিদ্যাভিঃ সকলাভিঃ সা সর্ব্বাঙ্গ মভিতোঽবতু। কালী কপালিনী কুল্বা কুরুকুল্বা বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা তথগ্রোগ্র প্রভাদীপ্তা ঘনদ্বিষঃ নীলাঘনা বলা কাচমাত্রা মুদ্রামিতা চমাং এতাঃ সর্ব্বাঃ খড়্গধরা মুণ্ডমালা বিভূষিতাঃ। রক্ষন্তু দিগ্‌বিদিক্ষু মাং ব্রাহ্মী নারয়ণী তথা।

মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা। বারাহী নার-সিংহী চ সর্ব্বাশ্চামিত ভূষণাঃ। রক্ষন্তু সায়ুধেদ্দিক্ষু বিদিক্ষু মাং যথা তথা। ইত্যেবং কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতং।

শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহামন্ত্রৌঘ বিগ্রহং। ত্রৈলোক্য কর্ষণং ব্রহ্ম কর্বচং মন্মুখোদিতং। গুরুপূজাং বিধায়থ গৃহ্লীয়াৎ কবচং ততঃ। কবচং ত্রিঃ সকৃদ্বাপি যাবজ্জীবত বা পুনঃ। এতচ্ছতার্দ্ধ মাবৃত্য ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ।

ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব কবচস্ত প্রসাদতঃ। মহাকবি ভবেন্মাস্তাৎ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ। পুষ্পাঞ্জলীন কালিকায়ৈ মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ। শতবর্ষ সহস্রাণাং পূজায়াং ফলমাপ্নুয়াৎ। ভূর্জ্জে বিলিখিতশ্চৈতৎ স্বর্ণস্থং ধারয়েৎ যদি। শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা ধারয়েদ্ যদি।

ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যং চূর্ণয়েৎ ক্ষণাৎ। বহ্বপত্যা জীববৎসা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো হ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ। শিষ্যেভ্যো ভক্তিযুক্তেভ্য শ্চান্যথা মৃত্যু-মাপ্নুয়াৎ। স্পর্দ্ধা মুর্দ্ধয় কমলা বাগ্‌দেবী মন্দিরে মুখে। পৌত্রান্তং স্থৈর্য্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতং। ইদং কবচং অজ্ঞাত্বা যো জপেৎ কালিদক্ষিণাং। শত লক্ষপ্রজপ্তা হি তস্য বিদ্যা ন সিধ্যতি। স শস্ত্রঘাতমাপ্নোতি সোচিরান্মৃত্যু মাপ্নুয়াৎ। ইতি ভৈরবতন্ত্রে ভৈরবীভৈরব সম্বাদে কালীকল্পো শ্যামাকবচং সমাপ্তং।

———০———

কর্পূর-স্তোত্রং।

কর্পূরং মধ্যমান্ত্য স্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং বীজান্তে মাতরেতৎ ত্রিপুর-হরবধূ ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি। তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরা দুল্লসন্ত্যেব বাচঃ স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচি রুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাং। ঈশানঃ সেন্দুবাম শ্রবণ পরিগতো বীজমন্যন্মহেশি দ্বন্দন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ। জিত্বা বাচা মধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষীবৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধ চূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবালাবতংসে। ঈশোবৈশ্বানরস্থঃ শশধর বিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো বীজস্তে দ্বন্দমন্যদ্বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি। দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তেচ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি,সৃক্কদ্বন্দ্বাস্র ধারাদ্বয়ধর বদনে দক্ষিণে কালিকেতি। ঊর্দ্ধং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ, সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি। জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনু বিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব তেষামষ্টৌ করস্থা প্রকটিত-

বদনে সিদ্ধয় স্তবকস্ত। বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্টদ্বয়ং যোজয়িত্বা। মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং তে লক্ষীলাস্যলীলা কমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি॥ প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি। তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্তুশুভ্রাংশুবিম্বে, বাগ্‌দেবী দেবী মুণ্ডস্রগতি শয়লসৎকণ্ঠি পীনস্তনাঢ্যে। গতাসুনাং বাহু প্রকরকৃত কাঞ্চী পরিলস ন্নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাং। শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকাল সুরত প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ। শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহ মুণ্ডাস্থি নিকরৈঃ পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূং। প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরি সুরতেনাতিযুবতীং, সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ। বদামস্তে কিম্বা জননি বয়মুচ্চৈ র্জড়ধিয়ঃ ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমং। তথাপি ত্বদ্ভক্তি র্মুখরয়তি চাস্মাক মসিতে তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ। সমন্তাদাপীনস্তনজঘন ধৃগযৌবনবতীরতা সক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্ত স্তব মনুং। বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ। সমাঃ সুস্থীভূতো জপতি বিপরীতো যদি সদা বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাং তদা তস্য ক্ষৌণীতল বিহরমানস্য বিদুষঃ করাম্ভোজে বশ্য হরবধূ মহাসিদ্ধিনিবহাঃ। প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ, সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ। অতস্ত্বাং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীং।

অনেকে সেবন্তে ভবদধিক গীর্ব্বাণনিবহান্ বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমং। সমারাধ্যা মাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদি বিবুধৈঃ প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরংরতিরসমহানন্দনিরতাং।

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলং। স্তুতিঃ কা তে মাত র্নিজকরুণয়া মামগতিকং প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ। শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্‌পটধরঃ সহস্রন্ত্বর্কাণাং নিজগলিত বীর্য্যেণ কুসুমং। জপংস্ত্বং প্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো মহাকালী স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ। গৃহে সম্মার্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে। সমুচ্চার্য্য প্রেম্ণা মনুমপি সকৃৎ কালি সততং গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ। স্বপুষ্পৈ রাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দির মহো পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুং। স গন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী ন দীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি॥ ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং মহাকালেনোচ্চৈশ্মদন রসলাবণ্য নিরতাং সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো, জনো যো ধ্যায়েত্ত্বামপি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ। সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমসিতে পরঞ্চৌষ্ট্রং মৈষং নর মহিষ যোশ্ছাগমপি বা। বলিস্তে পূজায়ামপি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদম্ পূর্ব্বা প্রভবতি। বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগলধ্যান নিপুণঃ পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে। ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগল

পূজাবিধিযুতং। নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মধি বা যস্ত পঠতি প্রলাপ স্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ। কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং বশস্তস্য ক্ষৌণীপতিরপি কুবেরপ্রতি নিধিঃ। রিপুঃ কারাগারং কলয়তিচ তং কেলিকলয়া চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতি জনু। ইতি মহাকালবিরচিতং শ্রীদক্ষিণকালিকায়াঃ স্বরূপাখ্যং স্তোত্রং।

—o—
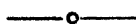
ককারাদি শতনাম-স্তোত্রম্।

শ্রীদেব্যুবাচ।—নমস্তে পার্ব্বতীনাথ বিশ্বনাথ দয়াময়। জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি শ্রুতং বিশ্বেশ্বর প্রভো॥ দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো বিশ্বেশ্বর জগৎপতে। ইদানীং শ্রোতু মিচ্ছামি গোপ্যং পরম-কারণং। রহস্যং কালিকায়াশ্চ তারায়াশ্চ সুরোত্তম। শ্রীশিব উবাচ। রহস্যং কিং বদিষ্যামি পঞ্চবক্ত্রৈ র্মহেশ্বরি। জিহ্বা-কোটিসহস্রৈস্তুবক্ত্রৈ কোটি শতৈরপি, তথাপি তস্য মাহাত্ম্যং ন শক্নোমি কথঞ্চন॥ তস্যা রহস্যং গোপ্যঞ্চ কিং ন জানাসি শঙ্করি। স্বস্যৈব চরিতং বক্তুং স্বয়মেব ক্ষমো ভবেৎ। অন্যথা নৈব দেবেশি ন জানাসি কথঞ্চন। কালিকায়াঃ শতং নাম নানাতন্ত্রে ত্বয়া শ্রুতং। রহস্যং গোপনীয়ঞ্চ তন্ত্রেঽস্মিন্ জগদম্বিকে॥

করালবদনা কালী কামিনী কমলা কলা। ক্রিয়াবতী কোটরাক্ষী কামাখ্যা কামসুন্দরী। কপোলা চ করালা চ কালী কাত্যায়নী কুহুঃ। কঙ্কালা কালদমনা করুণা কমলার্চ্চিতা। কাদম্বরী কালহরা কৌতুকী কারণপ্রিয়া, কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণপূজিতা কৃষ্ণ বল্লভ। কৃষ্ণাপরাজিতা কৃষ্ণপ্রিয়া চ কৃষ্ণরূপিণী। কালিকা কালরাত্রিশ্চ

কুলজা কুলপণ্ডিতা। কুল-ধর্ম্মপ্রিয়া কামা কাম্য কর্ম্ম বিভূষিতা। কুলপ্রিয়া কুলরতা কুলীন পরিপূজিতা। কুলজ্ঞা কমলা পূজ্যা কৈলাসনগভূষিতা। কুটজা কেশিনী কাম্যা কামদা কাম-পণ্ডিতা। করালাস্থা চ কন্দর্পকামিনী রূপশোভিতা। কোলম্বকা কোলরতা কেশিনী কেশভূষিতা। কেশবস্থ ক্রিয়া কাশা কাশ্মীরা কেশ-বার্চ্চিতা। কামেশ্বরী কামরূপা কামদানবি-ভূষিতা। কালহন্ত্রী কূর্ম্মমাংস প্রিয়া কুর্শ্মাদিপূজিতা। কেলিনী করকাকারা করকুর্ম-নিষেবিণী। কটকেশ্বর মধ্যস্থা কটকী কটকার্চ্চিতা। কটপ্রিয়া কটরতা কটকর্মনিষেবিণী। কুমারী পূজনরতা কুমারীগণসেবিতা। কুলাচার প্রিয়া কৌলপ্রিয়া কৌল নিষেবিণী। কুলীনা কুলধর্ম্মজ্ঞা কুলভীতিবিমর্দ্দিনী। কালধর্ম্ম প্রিয়া কাম্যনিত্যা কামস্বরূপিণী। কামরূপা কামহরা কামমন্দিরপূজিতা কামাগারস্বরূপাচ কালা খ্যা কালভূষিতা। ক্রিয়াভক্তিরতা কাম্যানাঞ্চৈব কামদায়িনী। কোল পুষ্পম্বরা কোলা নিকোলা কলহান্তরা। কৌশিকী কেতকী কুন্তী কুন্তলাদিবিভূষিতা। ইত্যেবং শৃণু চার্ব্বঙ্গি রহস্যং সর্ব্বমঙ্গলং। যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রে কালীশতনাম স্তোত্রম্।

—o—
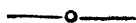
জগদ্ধাত্রী দুর্গাকবচ।

অস্য শ্রীজগদ্ধাত্রী কবচস্য নারদ ঋষি র্গাযত্রীস্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রী দেবতা হ্রীঁ বীজং দুং শক্তিঃ স্বাহা কীলকং সর্ব্বমঙ্গলার্থে বিনি-য়োগঃ। শ্রীশিব উবাচ। ওঁ অতি গুহ্যতমং দেবি কবচং কথয়া-মি তে। যদ্দৃষ্টা দেবদেবেশি দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। ব্রহ্মাপি

ব্রহ্মবিদভূত্বা স্বকার্য্যে শক্তিমানভূৎ। কিমন্যে তন্মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদং। পাবনং পরমং দিব্যং দেবতানাং সুদুর্লভং। মহাশান্তিকরং শান্তং সর্ব্বমঙ্গলকারণং। সর্ব্বব্যাধিহরং সর্ব্বং সুখদং কামদং সদা। নারদশ্চ ঋষিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীছন্দ উচ্যতে। দেবতা চ জগদ্ধাত্রী মায়াবীজন্তু বীজকং। দুং শক্তিঃ কীলকং দেবি বহ্নি কান্তান্ত চেদিহ। ওঁ দুং বীজকং মে শিরঃ পাতু বদনে ত্র্যক্ষরী পরা। হ্রীঁ দুং ফট্ পাতু মে কণ্ঠে হ্রীঁ দুং স্বাহা বো নাসিকা। স্ত্রীঁ দুং ফট্ হৃদয়ে পাতু ক্লীং দুং ফট স্তনযুগ্মকে। ঐঁ দুং স্বাহা পাতু কুক্ষৌ ওঁ দুং ফট্ কটিদেশকে। হ্রীঁ দুং স্বাহা চ সর্ব্বাঙ্গে কেশেষু সকলেষু চ। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহেতি সর্ব্বসন্ধিষু। সর্ব্বকামেষু সর্ব্বত্র জগদ্ধাত্রী সদাবতু। সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা। পাতু মাং পরমেশানী পরিবারগণৈরপি। আদ্যা ব্রহ্মময়ী দুর্গা জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা। অন্নদা ত্রিপুটা দুর্গা ত্বরিতা সিংহবাহিনী। সরস্বতী তথা লক্ষ্মী জয়দুর্গাভয়া তথা। ভুবনেশী মাহেশী চ বজ্রপ্রস্তারিনী পরা। পরিবারগণান্ পায়াদেতান্ পর্ব্বতকন্যকা। জয়াদ্যাঃ পাতু সর্ব্বত্র ইন্দ্রাদ্যাঃ পাতু সর্ব্বদা। ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বমঙ্গলকারণং। ধারণাৎ পঠনাৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বমঙ্গল মাপ্নুয়াৎ। নাতঃপরতরং দেবি ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং। বন্ধ্যাপি লভতেপুত্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ঘটং বিচিত্রং সংস্থাপ্য তাম্রাদিপাত্রমধ্যগে। গোরোচনা গুগ্‌গুলুভ্যাং কুঙ্কুমা গুরুচন্দনৈঃ। সাধকে চ লিখিত্বা চ মালীকৃতং মিদং পুনঃ। স্থাপয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য বস্ত্রবদ্ধো ধনঞ্চরেৎ। ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরং। ন কস্যচিৎ প্রদাতব্যং গোপিতং শাস্ত্রসঞ্চয়ে। ইত্যাগমমহার্ণবে হরপার্ব্বতী সংবাদে জগদ্ধাত্রী-কবচং সমাপ্তং।

জগদ্ধাত্রী স্তোত্রং।

শ্রীশিব উবাচ। আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে। ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে। শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে। শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে। জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে। জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে। পরমাণু স্বরূপেচ দ্ব্যণুকাদি স্বরূপিণি। স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তু তে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি। ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে। কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি। সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে। মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে। প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে। অগম্যে জগতা মাদ্যে মাহেশ্বরী বরাঙ্গনে। অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে। দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি। সর্ব্বশক্তি-স্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে। তীর্থযজ্ঞ তপো দান যোগসারে জগন্ময়ি। ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে। দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি। সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে অগম্যধাম ধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে।

অমেয় ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে। ইতি জগদ্ধাত্রি-কল্পে জগদ্ধাত্রীস্তবঃ সমাপ্তঃ।

জগদ্ধাত্রী দুর্গায়াঃ শতনাম।

ঈশ্বর উবাচ—শতনাম প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে। যস্য প্রসাদমাত্রেণ দুর্গা প্রীতা ভবেৎ সতী। সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা ভবানী ভবমোচনী। আর্য্যা দুর্গা জয়া আদ্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী।

পিণাকধারিণী চিত্রা চণ্ডঘণ্টা মহাতপাঃ। মনোবুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতাচিতিঃ। সর্ব্বমন্ত্রময়ী সত্যা সত্যানন্দস্বরূপিণী। অনন্তা ভাবিনী ভব্যা ভব্যাভব্যস্বরূপিণী। শাকম্ভরী দেবমাতা চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা। সর্ব্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী। অপর্ণানেকপর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী। পট্টাম্বরপরীধানা কলমঞ্জীররঞ্জিণী। অমেয়বিক্রমা ক্রূরা সুন্দরী সুরসুন্দরী। বনদুর্গা চ মাতঙ্গী মতঙ্গমুনিপূজিতা। ব্রহ্মা মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। চামুণ্ডাচৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরুষাকৃতিঃ। বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা। বহুলা বহুলপ্রেমা সর্ব্ববাহনবাহনা। নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী। মধুকৈঠভহন্ত্রীচ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী। সর্ব্বাসুরবিনাশা চ সর্ব্বদানবঘাতিনী। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্ব্বাস্ত্রধারিণী তথা। অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী। কৌমারী চৈব কন্যা চ কিশোরী যুবতী সতী। অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধমাতা বলপ্রদা। য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং দুর্গানামশতাষ্টকং। নাসাধ্য বিদ্যতে দেবি ত্রিষু লোকেষু পার্ব্বতি। ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ। চতুর্ব্বর্গং তথা চান্তে লভেন্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীং। কুমারীং পূজয়িত্বা তু ধ্যাত্বা দেবীং সুরেশ্বরীং। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা পঠন্নাম শতাষ্টকং। তস্য সিদ্ধির্ভবে দেবি সর্ব্বৈঃ সুরবরৈরপি। রাজানো দাসতাং যান্তি রাজ্যং শ্রীয়মবাপ্নুয়াৎ। গোরোচনালক্তক কুঙ্কুমেন সিন্দুরকর্পূর মধুত্রয়েণ। বিলিখ্য মন্ত্রং বিধিনা বিধিজ্ঞো ভবেৎ সদা ধারয়তে পুরারিঃ। ভৌমাবস্যানিশাভাগে চন্দ্রে শতভিষাং গতে। বিলিখ্য প্রপঠেৎ স্তোত্রং স ভবেৎ সম্পদাস্পদং।

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে দুর্গায়াঃ শতনাম স্তোত্রং।

অথ ত্রৈলোক্যমোহনং নাম তারাকবচং।

দেব্যুবাচ। তারাপূজা শ্রুতা নাথ বিদ্যাশ্চ সকলাস্ততঃ। সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহং। ত্রৈলোক্যমোহনং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারকং। পূর্ব্বৈব সূচিতং নাথ কৃপয়া মে প্রকাশয়। ভৈরব উবাচ। দেবদানব বিদ্যাধৃক্ পূজিতে প্রাণবল্লভে। ত্রৈলোক্যমোহনং নাম শ্রূয়তাং কবচং পরং। সর্ব্ববিদ্যাময়ং দেবি সর্ব্বমন্ত্রময়ং ধ্রুবং। সর্ব্ব রক্ষাকরং সর্ব্বসিদ্ধি বিদ্যা প্রদায়কং। বেদব্যাসোঽপি যদ্ধৃত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ পঠনাদ্ যতঃ। যদ্ধৃত্বা পঠনাদীশ স্ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভুঃ। ধনাধিপঃ কুবেরোঽপি দেবাধিপঃ শচীপতিঃ। পঠনাদ্ধারণাৎ সত্যং যতঃ সর্ব্বে দিগীশ্বরাঃ। সর্ব্বসিদ্ধিযুতাঃ সন্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য মবাপ্নুয়ুঃ। যস্য প্রসাদাদীশোঽহং ভৈরবাণাং সুরেশ্বরি। ক্রোধাধিপো মহাভীমো দেবেষু কথিতঃ প্রভুঃ। ন দদ্যাৎ পরশিষ্যেভ্যো দদ্যাচ্ছিষ্যেভ্য এব চ। অভক্তেভ্যোঽপি পুত্রেভ্যো দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ। ত্রৈলোক্যমোহনস্যাপি কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ। ছন্দো বিরাট দেবতা চ সোগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা। চতুর্ব্বর্গেষু বিদ্যায়াং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ মে শিরঃ পাতু হুঁ ফট্ পাতু ললাটকং। সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরী তারা পায়ান্নেত্রযুগং মম। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ শ্রুতী পায়ান্মমঃ পাতু চ নাসিকাং তারা ষড়ক্ষরী পায়াদ্বদনং মুণ্ডভূষণা। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঞ্চ ফট্ বদনং পাতু জিহ্বাং মহেশ্বরী। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ মে গলং পায়াৎ সাপি নীলসরস্বতী। স্ত্রীঁ স্কন্ধৌ পাতু নিয়তং তারৈকাক্ষররূপিণী। হুঁ ঘাটাং মাং সদা পাতু বীজৈকাক্ষররূপিণী। ঐঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঞ্চ ফট্ তারকা

মে ভুজদ্বয়ং। শ্রীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঞ্চ ফট্ পায়াৎ শ্রীতারা মে স্তনদ্বয়ং। হ্রীঁ হ্রী স্ত্রীঁ হুঞ্চ ফট্ পায়াৎ তারা চ হৃদয়ং মম। হুঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঞ্চ ফট্ বীজং তারা পৃষ্ঠং সদাবতু। ক্রুঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঞ্চ ফট্ পায়াৎ পার্শ্বে কাম স্বরূপিণী। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ নমঃ পায়াৎ কুক্ষিং মহাবড়ঙ্করী। ঐঁ সৌঃ ওঁ ঐঁ হ্লীঁ ফট্ স্বাহা কটিদেশং সদাবতু। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম স্বরূপিণী। খং হুঁ হৌঁ ওঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ সা গুহ্যদেশং সদাবতু। সপ্তাক্ষরী চোগ্র-তারা মূলবিদ্যা স্বরূপিণী। ওঁ হ্রীঁ হাঁ হুঁ নমস্তারায়ৈ সকল পদস্ততঃ। দুস্তরং তারয় পদং তারয় প্রণবদ্বয়ং। স্বাহেতি চ মহাবিদ্যা জানুনী সর্ব্বদাবতু। ঐঁ সৌঃ ওঁ ঐঁ ক্লাঁ ফট্ স্বাহা জঙ্ঘে পাতু পরাত্মিকা। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঞ্চ ফট্ তারা হংসাদ্যন্তা নবাক্ষরী। মহোগ্রতারা পাদৌ মে পাতু মে পাতু নিত্যং মহেশ্বরী। ঐঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ শ্রীঁ হসৌঃ সহৌঃ বদ বদ বাগ্বাদিনীতি চ। কামবীজ-ত্রয়ং নীলসরস্বতী স্বরূপকং। ঐঁ ঐঁ ঐঁ কাহি কাহি কলন্নীং স্বাহেতি চ। চতুস্ত্রিংশল্লিপিময়ী পাতু তারাখিলং বপু। ইন্দ্রো বামাক্ষিযুক্ পৃথ্বী সরস্বত্যানলপ্রিয়া।

কূর্চ্চাদ্যন্তা পাতু চোর্দ্ধং মূলবিদ্যা দশাক্ষরী। তারং মায়া বধূঃ কূর্চ্চং কালী কামকলা ততঃ। উগ্রতারে ভগং কামঃ পরা লক্ষ্মীঃ শিবাঙ্কুশৌ। সা মহা ষোড়শী প্রোক্তা তারাদেব্যা ময়া-ধুনা। বিধিবদ্‌ গ্রহণাদস্য মৃত্যুং মৃত্যুপথং নয়েৎ। এষা বিদ্যা ময়াগুপ্তা তন্ত্রাদিজামলেষু চ। সাম্প্রতং কথিতং দিব্যং কবচাঙ্গ-তয়া প্রিয়ে। ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্‌ গুহ্যতরং পরং। ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহং। ব্রহ্মবিদ্যাময়ং ভদ্রে কেবলং ব্রহ্মরূপিণং। মন্ত্রবিদ্যা ময়ঞ্চৈতৎ কবচং মন্মু-

খোদিতং। গুরু মভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেদ্ যদি। ত্রিঃ সকৃদ্বা যথাজ্ঞানং ভৈরব স্তৎক্ষণাদ্ভবেৎ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ। গুরুঃ স্যাৎ সর্ব্ববিদ্যাস্বপ্যধিকারী জপাদিষু। শত মষ্টোত্তরং জপ্তা সাক্ষাদ্ ভূমিপুরন্দরঃ। ত্রৈলোক্যং বিচরেদ্বীরো গণনাথো যথা গুহঃ। পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেত্ততঃ। পঞ্চবর্ষ সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফল মাপ্নুয়াৎ। ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি। পুরুষো দক্ষিণে বাহৌ যোষিদ্বামভুজে তথা। বহু পুত্রবতী নারী পুরুষো ধনপুত্রবান্। সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা বিচরেদ্ভৈরবো যথা। তদ্‌গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি ভৈরবি। মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্তি সুখদানি চ। তস্য গেহে চিরং লক্ষ্মীর্ব্বাণী বক্ত্রে বসেদ্ধ্রুবং। ইদং কবচ মজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতেঽধমঃ। অল্পায়ুর্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। ইতি ভৈরবীভৈরবসম্বাদে তারাকল্পে ত্রৈলোক্যমোহনং নাম তারাকবচং সমাপ্তং।

অথ তারাস্তোত্রং।

মাতর্নীল সরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে। প্রত্যালীঢ় পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে। ফুল্লেন্দীবরলোচন-ত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে খড়্গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামী-শ্বরী মাশ্রয়ে ॥১॥ বাচামীশ্বরি ভক্ত কল্পলতিকে সর্ব্বার্থ সিদ্ধীশ্বরি, গদ্য প্রাকৃত পদ্যজাত রচনাসার্ব্বজ্ঞ সিদ্ধিপ্রদে। নীলেন্দীবর-লোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাংনিধে, সৌভাগ্যা মৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চত্বমস্মাদৃশং ॥২॥ খর্ব্বে গর্ব্বসমূহ পূরিততনো সর্পাদিবেশো-

জ্জ্বলে। ব্যাঘ্রত্বক্ পরিবীত সুন্দর কটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে। সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃপরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ী মূর্দ্ধজগ্রন্থি শ্রেণিনৃমুণ্ডদামললিতে ভীমে ভয়ং নাশয় ॥৩॥ মায়ানঙ্গ বিকাররূপ ললনা বিন্দর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিতে, হুঁ ফট্কার ময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ। মূর্ত্তিস্তে জননি ত্রিধা সুঘটিতা স্থূলাতি সূক্ষ্মা পরা বেদানাং নহি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে ॥৪॥ ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং তস্য শ্রীপরমেশ্বরী ত্রিনয়ন ব্রহ্মাদি সাম্যাত্মনঃ। সংসারাম্বুধিমর্জ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্, মাতস্তুৎপদ সেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে ॥৫॥ মাতস্ত্বাৎ পদপঙ্কজদ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ক কোটীবিণস্তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্ক সঙ্কে গতাঃ। দেবোঽহং ভুবনেন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরৈস্তত্তুল্যাং নিয়তং যথা শুচিবরীনাশং ব্রজন্তি স্বয়ং ॥৬॥ ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে ভূতপ্রেত পিশাচ রাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ। দৈত্যা দানব পুঙ্গাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো, ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাশ্চ মনুজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে ॥৭॥ লক্ষ্মীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাং স্তম্ভ শ্চাগ্নিরণাঙ্গনে গজঘটা স্তম্ভ স্তথা মোহনং। মাতস্ত্বৎপদ সেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ, ক্রান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ ॥৮॥ তারাষ্টক মিদং পুণ্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ। প্রাতর্মধ্যাহ্ন কালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ। লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ। লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্তা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। কীর্ত্তিঃ কান্তিশ্চ বৈরুহ্যং সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ। বিখ্যাতিঞ্চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। ইতি নীলতন্ত্রে তারাষ্টকং সমাপ্তং ॥

তারা শতনাম স্তোত্রম্।

শ্রীশিব উবাচ। তারিণী তরলা তন্বী তারা তরুণবল্লরী। তীররূপা তরশ্যামা তনুক্ষীণপয়োধরা ॥১॥ তুরীয়া তরলা তীব্র গমনানিলবাহিনী। উগ্রতারা জয়া চণ্ডী শ্রীমদেকজটা শিবা ॥২॥ তরুণা শাম্ভবী ছিন্নভালা চ ভদ্রতারিণী। উগ্রা উগ্রপ্রভা নীলা কৃষ্ণা নীলসরস্বতী ॥৩॥ দ্বিতীয়া শোভনী নিত্যা নবীনা নিত্যনূতনা। চণ্ডিকা বিজয়ারাধ্যা দেবী গগনবাহিনী ॥৪॥ অট্টহাস্যা করালাস্যা বরাস্যাদিতিপূজিতা। সগুণা সগুণারাধ্যা হরীন্দ্র-দেবপূজিতা ॥৫॥ রক্তপ্রিয়া চ রক্তাক্ষী রুধিরাস্যবিভূষিতা। বলিপ্রিয়া বলিরতা দুর্গা বলবতী বলা ॥৬॥ বলপ্রিয়া বলরতা বলরামপ্রপূজিতা। অর্দ্ধকেশেশ্বরী কেশা কেশবেশবিভূষিতা ॥৭॥ পদ্মমালা চ পদ্মাক্ষী কামাখ্যা গিরিনন্দিনী। দক্ষিণা চৈব দক্ষা চ দক্ষজা দক্ষিণেরতা ॥৮॥ বজ্রপুষ্পপ্রিয়ারক্তপ্রিয়া কুসুমভূষিতা। মাহেশ্বরী মহাদেবপ্রিয়া পদ্মবিভূষিতা ॥৯॥ ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না প্রাণরূপিণী। গান্ধারী পঞ্চমী পঞ্চনদাদিপরিপূজিতা ॥১০॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্। শ্রুত্বা মোক্ষমবাপ্নোতি তারাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥১১॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রং তারাস্তুতি রহস্যকং। সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভূত্বা বিহরেৎ ক্ষিতি-মণ্ডলে ॥১২॥ তস্যৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মম সিদ্ধিরনুত্তমা। ভবত্যেবং মহামায়ে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥১৩। মন্দে মঙ্গলবারে চ যঃ পঠেন্নিশি সংযতঃ। তস্যৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদ্গাণপত্যং লভেত্তু সঃ ॥১৪॥ শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়া বাপি পঠেত্তারারহস্যকং। সোঽচিরেণৈব কালেন জীবন্মুক্তঃ শিবো ভবেৎ ॥১৫॥ সহস্রাবর্ত্তনাদ্দেবি

পুরশ্চর্য্যাফলং লভেৎ। এবং সততযুক্তা যে ধ্যায়ন্তস্তামুপাসতে। তে কৃতার্থা মহেশানি মৃত্যু সংসারবন্ধনাৎ ॥১৬॥ ইতি শ্রীমুণ্ড-মালাতন্ত্রে তারিণী শতনাম স্তোত্রং ॥

—o—

৫ মাস।

জপনিয়ম।

সকল তন্ত্রের মূল যে জপদ্বারা অতীব দুর্লভ সিদ্ধি লাভ হয়। জপই প্রধান অঙ্গ। কিন্তু জপের নিয়ম না জানিলে জপফল প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ। এই জপের প্রক্রিয়া প্রত্যহ করিতে পারিলে অচিরেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১। আচমন—ইষ্ট দেবতার পদ্ধতি অনুরূপ।

২। জলশুদ্ধি—পদ্ধতি মত।

৩। আসনশুদ্ধি— ”

৪। গুরু, গণেশ ও ইষ্টদেবতার প্রণাম।

৫। কপাটভঞ্জন—হুঁ মন্ত্র দশবার জপ।

৬। কামিনী তত্ত্ব—হৃদয়ে ক্রোং বীজ দশবার জপ করিয়া কামিনীধ্যান—সিংহ স্কন্ধসমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাং। নানালঙ্কার ভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাং শঙ্খচক্র ধনুর্ব্বান বিরাজিত করাম্বুজাং। এই ধ্যান করিয়া কং বীজ ১০ দশবার জপ।

৭। প্রফুল্ল বীজ জপ—ক্লীঁ বীজ দশবার জপ।

৮। প্রাণায়াম—পদ্ধতি অনুযায়ী।

৯। মাতৃকান্যাস— ”

১০। ভূতশুদ্ধি— ”

১১। ঋষ্যাদিন্যাস— ”

১২। করন্যাস— ”

১৩। অঙ্গন্যাস— ”

১৪। সমর্থ হইলে এই সময় তারকন্যাস ও ডাকিন্যাদি ন্যাস করিবে।

১৫। মন্ত্রশিখা—নিশ্বাস রোধ করিয়া কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে সহস্রারে পুনঃ পুনঃ ভ্রামিত করিবে। এই মত করিলে তেজ দৃষ্ট হয়। ইহাই মন্ত্রশিখা। ইহা ষট্‌চক্রের অঙ্গ।

১৬। মন্ত্রচৈতন্য—ঈং বীজ দ্বারা মূলমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ ১০ দশবার করিবে।

১৭। মন্ত্রার্থভাবনা—দেবতার মূর্ত্তি চিন্তাই মন্ত্রার্থভাবনা।

ক্রীঁ—ক কালী ব্রহ্মর প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈ।

বিশ্বমাত্রকো নাদো বিন্দুঃ দুঃখহরার্থকঃ। তেনৈব কালিকা-দেবীং পূজয়েদ্দুঃখশান্তয়ে।

দুং—দ দুর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে।

বিশ্বমাতানাদরূপা কুর্ব্বর্থোবিন্দুরূপকঃ। তস্মাৎ তেনৈব বীজেন দুর্গামারাধয়েৎ শিবে॥

এই মত প্রত্যেক মন্ত্রের অর্থ আছে।

১৮ মন্ত্র সঙ্কেত—একাক্ষর মন্ত্র মন্ত্র বর্ণময়ী দেবতা; দ্ব্যক্ষরে অষ্টবর্ণং হৃদয় পর্য্যন্তং দ্বিতীয় বর্ণং কটিদেশ পর্য্যন্তং।

১৯। নিদ্রাভঙ্গ—হৃদয়ে ঈং বীজ ঈং দশবার জপ।

২০। কুল্লকা—ক্রীঁ হুঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ মস্তকে ৭ বার জপ।

(কালী মন্ত্রে)

হ্রী শ্রীঁ হুঁ মস্তকে ৭ বার। (তারা মন্ত্রে)

হুঁ হ্রী হুঁ হ্রীঁ মস্তকে ৭ বার। (জগদ্ধাত্রী মন্ত্রে)

২১। মহাসেতু—কণ্ঠে ৭ বার জপ।

কালী—ক্রীঁ

তারা—হুঁ

জগদ্ধাত্রী স্ত্রীং

২২। সেতু—হৃদয়ে ৭ বার জপ।

কালী—ঐঁ হুঁ ঐঁ

তারা—ওঁ হ্রীঁ

জগদ্ধাত্রী—হ্রীঁ স্বাহা। স্ত্রী ও শূদ্রের—ফট্।

মুখশোধন—মুখে ৭ বার।

কালী—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ।

তারা—হ্রীঁ হুঁ হ্রীঁ।

জগদ্ধাত্রী—ঐঁ ঐঁ ঐঁ।

করশোধন—করে ৭ বার।

কালী—ক্রীঁ ঈঁ ক্রীঁ করমালে অস্ত্রায় ফট্।

তারা—মূলমন্ত্র।

জগদ্ধাত্রী—ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ স্ত্রীঁ।

যোনিমুদ্রা—ইহা ষট্চক্রের বিষয় অসমর্থ পক্ষে ওঁ মূল ওঁ অথবা হ্রীঁ মূল হ্রীঁ ১০০৮ এক হাজার আট জপ।

নির্ব্বাণ—ওঁ অং মূল ঐঁ সবিন্দু অনুলোম মাতৃকা ওঁ মূল ওঁ সবিন্দু বিলোম মাতৃকা ঐঁ মূল অং ওঁ।

প্রাণযোগ—হ্রীঁ মূল হ্রীঁ হৃদয়ে ৭ বার।

দীপনী—ওঁ মূল ওঁ হৃদয়ে ৭ বার।

অশৌক ভঙ্গ—ওঁ মূল ওঁ হৃদয়ে ৭ বার।

অমৃত যোগ—অঁ উঁ হ্রীঁ মূল দশ বার।

প্রমদা—ঈঁ হৃদয়ে দশ বার।

সপ্তচ্ছদা—ক্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ওঁ ওঁ হৃদয়ে দশবার।

উৎকীলন—দেবতার গায়ত্রী দশবার।

দৃষ্টিসেতু—নাসাগ্রে বা ভ্রুমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া প্রণব দশ বার।

সহস্রারে—গুরু চিন্তা।

কামকলা ধ্যান—গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

ইষ্ট মন্ত্র জপ—জপান্তে পুনর্ব্বার কুল্লুকা মহাসেতু সেতু ও অশৌচ ভঙ্গ জপ করিয়া জপ সমর্পণ ও তদনন্তর প্রণাম ও প্রাণায়াম করিবে।

জপস্যাদৌ শিবাং ধ্যায়েৎ ধ্যানস্যান্তে পুনর্জ্জপেৎ, জপধ্যান-সমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিদ্ধ্যতি সাধকঃ॥

(কৌলাবলী তন্ত্র।)

—o—

৭ম মান।

পরিশিষ্ট।

—ঃ০ঃ—

দল সাধন।

শ্রীদেব্যুবাচ ।—

দেবদেব মহাদেব সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারক।
মূৰ্দ্ধি পদ্মং সহস্রারং রক্তবর্ণমধোমুখং ॥
তস্য মধ্যে স্থিতং ধ্যাত্বা গুরুং শান্তং সশক্তিকং।
মূলাধারে মহাশক্তি কুণ্ডলি রূপধারিণী ॥
অধোবক্ত্র ক্রমেণৈব সর্ব্বপদ্মেষু ভাবনা।
তদা কথং ভবেত্তত্র অধোভাবে কথং ভবেৎ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ;—

যথাযুক্তং ত্বয়া দেবি কথিতং বীরবন্দিতে।
এব মেব তু সন্দেহো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
কথ্যতে পরমেশানি সন্দেহচ্ছেদ-কারণং।
তানি পদ্মানি দেবেশি সুসুম্নান্তঃস্থিতানি চ ॥
পরং ব্রহ্ম স্বরূপাণি শব্দব্রহ্মময়ানি চ।
তৎ সৰ্ব্বং পঙ্কজং দেবি সৰ্ব্বতোমুখ মেব চ ॥
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ।
প্রবৃত্তি মাৰ্গ সংসারি নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি ॥

প্রবৃত্তি ভাব চিন্তায়াং অধোবক্ত্রাণি চিন্তয়েৎ।
নিবৃত্তি যোগ মার্গেণ সদৈবোর্দ্ধমুখানি চ॥
এব মেব ভাবভেদাৎ সন্দেহো নাতিজায়তে।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি সমজ্ঞানবিলোকিতং॥
অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি যেন দেবময়ো ভবেৎ।
মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রাযুতা ভবেৎ॥
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকং।
জাগর্ত্তি যদি সা দেবি বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ॥
তস্যাঃ প্রসাদান্নির্যান্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদয়ঃ।
যোগযোগাদ্ভবেন্মুক্তিঃ মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতা॥
সিদ্ধির্ম্মনোঃ পরা ব্যাপ্তি রিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।
জীব-মুক্তশ্চ দেহান্তে পরং নির্ব্বাণ মাপ্নুয়াৎ॥
সংসারোত্তারণং মুক্তি র্যোগশাস্ত্রেণ কথ্যতে।
প্রাণায়ামৈ র্জপৈ র্যোগৈঃ ত্যক্ত জন্ম জরাদিকং॥
চতুর্দ্দলং স্যাদাধারং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলং।
নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যসংখ্যাদলং হৃদি॥
কণ্ঠে স্যাৎ ষোড়শদলং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলং তথা।
সহস্রদল মাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাপথে॥
মাতৃকাক্ষর সম্ভূতং সহস্রারং সরোরুহং।
অধোবক্ত্রং শুক্লবর্ণং রক্তকিঞ্জল্কভাসিতং॥
ইতি রক্তবর্ণং সুন্দরি বিষয়ে বোধ্যং।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ॥
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ডাকিনী রাকিণী চৈব লাকিনী কাকিনী তথা॥

শাকিনী হাকিনী চৈব শক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা।
আধারে হৃৎপ্রদেশে চ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে বিশেষতঃ॥
স্বয়ম্ভুসঙ্গো ব্যাখ্যাত স্তথৈব বেতর সংজ্ঞকঃ।
লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি প্রধানস্তু ন চিন্তয়েৎ॥
মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে।
মণিপূরে স্থিতং তেজো হৃদয়ে মারুত স্তথা॥
বিশুদ্ধৌ তু মহেশানি আকাশং কমলেক্ষণে।
আজ্ঞাচক্রে মহেশানি মনঃ সর্ব্বার্থসাধকং॥
তদূর্দ্ধে পরমেশানি পদ্মমূর্দ্ধমুখং সদা।
তত্রোপরি মহেশানি ধ্যায়েৎ পরশিবং বিভুং॥
ঊর্দ্ধমুখমিতি অধোমুখমিতি।
অধোমুখং সহস্রদলপদ্মান্তর্গতং ঊর্দ্ধমুখং
দ্বাদশদলপদ্মোপরি শিবং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ।
তথাচোক্তং যামলে—
ষটচক্রং পরমেশানি সদাশিবপুরং সমং।
শক্তিপুরং মহেশানি সদাশিবপুরংপরি॥
সএব নির্ব্বাণার্থায় কালোপরিপরিগতা।
নির্ব্বাণশক্তিঃ পরং শিবস্থানং সৈব পরমপুরুষং
বৈষ্ণবগণনে পঠন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে॥
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা মুনীন্দ্রাশ্চা-
প্যন্যপ্রকৃতিপুরুষং স্থানবিমলং॥
তেন হংসেত্যক্ষরদ্বয়ং রূপং পাদপদ্মযুগলং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ॥
রমিত্বা শম্ভুনা সার্দ্ধং কুণ্ডলীং পরদেবতাং।
মূলাধারা মহেশানি সহস্রারে সমানয়েৎ॥

শম্ভুনা চাপরাশক্তিং একং ভাবং বিচিন্তয়েৎ।
ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেবীস্বরূপিণীং॥
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাং।
নবযৌবনসম্পূর্ণাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥
পূর্ণচন্দ্রনিভবক্ত্রাং সদা চঞ্চললোচনাং।
নানারত্নযুতাং ধন্যাং পাদে নূপুরশোভিতাং॥
কিঙ্কিণীঞ্চ তথা কট্যাং রত্নকঙ্কণমণ্ডিতাং।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যাং মৃদুমন্দস্বহাসিনীং॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং শিবে।
মাতৃকামালয়া জপ্ত্বা তামাজ্ঞাচক্রে মানয়েৎ॥
তত্রৈবেতরলিঙ্গেন যো জপেৎ কুণ্ডলীপরাং॥
ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ীং তত্র শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
ততো বিশুদ্ধতং নিত্যাং শিবেন সহ যোজয়েৎ॥
তামিষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা জপেৎ অষ্টশতং প্রিয়ে।
হৃৎপদ্মে তাং ততো নিত্যাং বাণেন সহ যোজয়েৎ।
দেবীরূপাঞ্চ তাং ধ্যাত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতং।
স্বাধিষ্ঠানে তু তাং নিত্যাং শিবেন সহ যোজয়েৎ॥
দেবীরূপাঞ্চ তাং ধ্যাত্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
মণিপূরকে তু তাং নিত্যাং শিবেন সহ যোজয়েৎ।
যোজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং দেবীং ধ্যাত্বা প্রিয়ং বদেৎ॥
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা মূলাধারে তু তাং নয়েৎ।
তত্র লিঙ্গং স্বয়ম্ভুঞ্চ ধ্যায়েৎ কুন্দসমপ্রভং॥
শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনং।
প্রসন্নবদনং শান্তং নীলকণ্ঠং বিরাজিতং॥

কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্ব্বভূষং কুন্দসমপ্রভং।
ষট্চক্রং পরমেশানি ধ্যাত্বা দেবীং জগন্ময়ীং॥
ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাং।
বিসতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীং॥
অব্যক্তরূপিণীং রম্যাং ধ্যানাগম্যাং বরাননে।
ধ্যাত্বা জপ্ত্বা তু দেবেশি সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
এবং দ্বাদশধা দেবি যাতায়াতং করোতি যঃ।
স মুক্তো সর্ব্বপাপেভ্যো মন্ত্রে সিদ্ধির্ন চান্যতে॥

তথাচ রুদ্রযামলে।

ষট্চক্রভেদেন প্রীতি র্যস্য সাধনচেতসঃ।
সংসারে বা বনে বাপি স সিদ্ধো ভবতি ধ্রুবং॥
ষট্চক্রার্থং নচ জ্ঞাত্বা যো ভজেদম্বিকাপদং।
তস্য পাপক্ষয়ং যাতি সপ্তজন্মসু সিদ্ধিভাক্॥
জ্ঞাত্বা ষট্চক্রভেদঞ্চ যঃ কর্ম্ম কুরুতেঽনিশং।
সম্বৎসরাৎ ভবেৎ সিদ্ধিরিতি তন্ত্রার্থনির্ণয়ঃ॥

অথ মানসপূজা অন্নদাকল্পে—

হৃদ্পদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতং।
আকশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকং॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥
অনাহত-ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকং॥

নৃত্য মিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনস স্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ॥
অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ ভাবগোচরাং।
অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা ॥
অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা।
অমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ ॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পম্ ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমং ॥
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবপুষ্পৈঃ সংপূজয়েৎ শিবাং।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈব চ ॥
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকং।
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকং ॥
কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগণে চ জলান্তরে ॥
যদ্ যৎ প্রমেয়ং তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ।
পাতাল ভূতল ব্যোম-চারিণো বিঘ্নকারিণঃ।
তাংস্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমারভেৎ ॥
গ্রন্থিমাকুণ্ডলী শক্তির্নাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥
হকারাদি সকারান্তম্ অনুলোম ইতি স্মৃতম্।
পুনঃসকার মারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ ॥
অষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্ণৈস্তথা ন্যূনমথাষ্টকং।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেদ্ধিয়া ॥
সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণী।

গৃহাণাস্ত র্জপং মাতরাদো কালি (দেবি) নমোহস্তু তে।
সমর্প্য জপ মেতেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া।
অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ ॥
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েত্ততঃ।
আত্মান্তরাত্মা পরমজ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
এতদ্রূপন্তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ।
আনন্দমেখলারম্যং বিন্দুত্রিবলয়াঙ্কিতম্ ॥
অর্দ্ধমাত্রাযোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ।
বামে নাড়ী-মিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ ॥
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথাবিধি।
ধর্ম্মা-ধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিস্তেন প্রকল্পয়েৎ ॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং।
নাভি-চৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা-স্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং ॥ ১ ॥
ব হ্নি জায়ান্ত মন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিং
মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকমপরং হোময়েন্মনুং ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-হবির্দ্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা ॥
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং স্বাহা ॥ ২ ॥
প্রকাশাকাশ হস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-কলাস্নেহ পূর্ণ-মগ্নৌ জুহোম্যহম্ ॥ ৩ ॥
বহ্নি জায়ান্ত মন্ত্রেণ তৃতীয়াহুতি মাচরেৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং ॥
অন্তনিরন্তরনিরিন্ধন মেধমানে মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি

শিবাবসানম্॥ স্বাহা। অনেন মনুনা-হুত্বা-পূর্ণাহুতিরনন্তরং॥ ইদন্তু পাত্রভরিতং মহত্তাপপরামৃতং পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহং॥ বহ্নি-জায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ পঞ্চমাহুতিম্।

অন্তর্যাগং সমাপ্যৈব বহির্যজন মারভেৎ।

ইত্যানন্দাকল্পে অন্তর্যজন নাম সপ্তম পটলঃ॥

শ্যামাযন্ত্রং
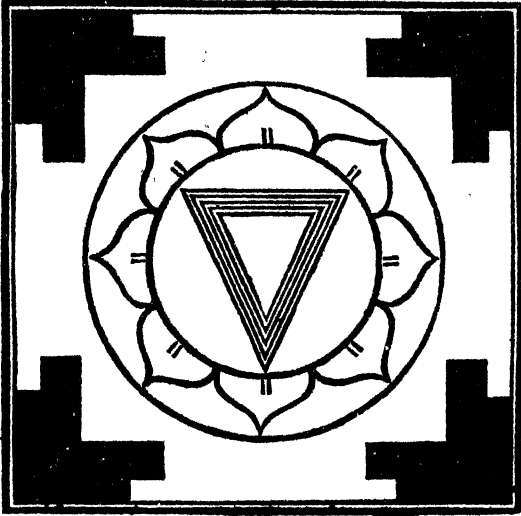
আদৌ বিন্দুং স্ববীজং ভুবনেশীঞ্চ বিলিখ্য ততস্ত্রিকোণং
তদ্বাহ্যে ত্রিকোণচতুষ্টয়ং বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং পুনর্বৃত্তং
।চতুর্দ্বারাত্মকং ভূগৃহং লিখেৎ ।

তারাযন্ত্রং
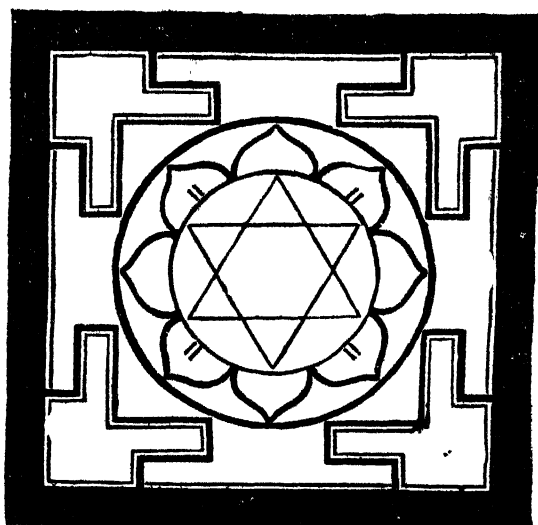
স্বযোনিং চন্দনেনাষ্টদলং বৃত্তং লিখেত্ততঃ। মৃদ্বাসনং সমাসাদ্য মায়াং পূর্ব্বদলে লিখেৎ। মধ্যবীজং দ্বিতীয়ে ফমূত্তরে পশ্চিমে তুটং। মধ্যে বীজং লিখেত্তারং ভূতশুদ্ধি মথাচরেৎ। দ্বিতীয়ে দক্ষিণে। তারং হুঁকারং তারাপ্রণবত্বাৎ। টং পশ্চিমে ভগে কূর্চ্চং পত্রান্তে ভূপুরদ্বয়মিতি ভৈরবীয় বাক্যাচ্চ। মধ্যে ষট্‌কোণান্বিত পদ্মমিতি কেচিৎ। তদুক্তং ষট্‌কোণান্তর্গত-পদ্মং ভূবিম্ব দ্বিতীয়ং পুনঃ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং বা যন্ত্রমালিখেৎ। বীজলিখনন্তু পূর্ব্ববৎ।

দুর্গাযন্ত্রং
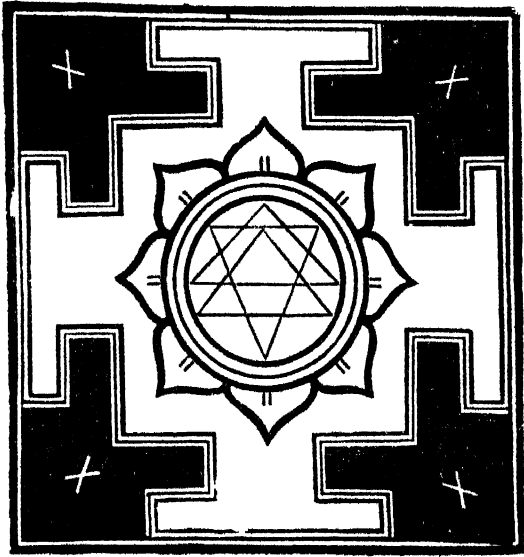
ত্রিকোণং বিন্যসেৎ পূর্ব্বং নবকোণসমন্বিতং

ত্রিবিম্বসহিতং কার্য্যং অষ্টপত্র সমন্বিতং।

ত্রিরেখা সহিতং কার্য্যং রুদ্রভূপুরসংযুতং।

সমীকৃত্য যথোক্তেন বিলিখেদ্বিধিনামুনা।

নানাস্ত্রসংযুতং লেখ্যং চক্রং মন্ত্রসমন্বিতং॥